BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1088 ♦ Friday 04 September - Thursday 10 September 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। রাজধানী, জেলা শহর, উপজেলা থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলেও চলছে হরদম অপরাধ কর্মকাণ্ড। দেশে খুন, গুম, চাঁদাবাজির সাথে বেড়েই চলছে প্রকাশ্যে ছিনতাইয়ের ঘটনা। চুরি-ডাকাতির খবর প্রতিদিনই খবরের কাগজে প্রকাশ পাচ্ছে। মাদক কারবারীরাও খোলস পাল্টিয়ে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা --১৬ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম পলিসির বিরুদ্ধে আইনী চ্যালেঞ্জ

পাঁচ বছরের পরিবর্তে ৩০ মাসের ভিসা নীতি চ্যালেঞ্জ আদালতের অনুমতি

স্টাফ রিপোর্টার: যুক্তরাজ্যে শরণার্থীদের জন্য পাঁচ বছরের পরিবর্তে প্রাথমিকভাবে ৩০ মাস বা আড়াই বছরের সুরক্ষা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে করা মামলায় আদালত শুনানির অনুমতি দিয়েছেন।

অ্যাসাইলাম এইড এবং ডানকান লুইস সলিসিটর্স পৃথকভাবে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ করেছে। উভয় পক্ষই আদালত থেকে তাদের মামলা এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি পেয়েছে।

চলতি বছরের মার্চে ব্রিটিশ সরকার শরণার্থীদের জন্য নতুন 'মূল সুরক্ষা ব্যবস্থা' ঘোষণা করে। নতুন ব্যবস্থায় শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর প্রাথমিকভাবে ৩০ মাসের জন্য থাকার অনুমতি দেওয়া হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যুক্তরাজ্যে সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় পর্যালোচনা করা হতে পারে।

এর আগে স্বীকৃত শরণার্থীরা সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য থাকার অনুমতি পেতেন। পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তারা যুক্তরাজ্যে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারতেন।

সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনি প্রশ্ন

অ্যাসাইলাম এইডের দাবি, সরকারের নতুন নীতিটি আইনসম্মতভাবে প্রণয়ন করা হয়নি। তাদের মতে, নতুন ব্যবস্থার কারণে যুক্তরাজ্যে সুরক্ষা পাওয়া শরণার্থীদের জীবনে দীর্ঘমেয়াদি অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।

মামলায় নতুন নীতি কীভাবে প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোর সঙ্গে যথাযথ পরামর্শ করা হয়েছিল কি না, নতুন ব্যবস্থার ফলে আগের পরিস্থিতির ওপর কী প্রভাব পড়বে এবং শরণার্থী ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল কি না-এসব বিষয়ে আইনি প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

অ্যাসাইলাম এইড আদালতের কাছে নতুন ব্যবস্থা বাতিল করে আগের পাঁচ বছরের সুরক্ষা ও থাকার অনুমতির ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে।

সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অনেক আশ্রয়প্রার্থী তাদের আবেদনের সিদ্ধান্তের জন্য মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর অপেক্ষা করেন। --১৩ পৃষ্ঠায়

ফেঁসে যাচ্ছেন আসিফ মাহমুদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার দুদকের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বদলি বাণিজ্য, নিয়োগ, পদোন্নতি সংক্রান্ত অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় এই অভিযোগ অনুসন্ধানে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুসন্ধানে দুর্নীতি দমন কমিশন চারজন কর্মকর্তার নামে চারজন কর্মকর্তা থেকে একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করেছে। একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুল আলম, যুগ্ম সচিব শেখ মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন এবং উপসচিব মাসুম আহমেদ উপসচিব।

দুদক কর্মকর্তা জানান, তাদের বিরুদ্ধে বদলি বাণিজ্য, নিয়োগ পদোন্নতি এবং পছন্দের ব্যক্তিদের --১৩ পৃষ্ঠায়

৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসার ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল যুক্তরাষ্ট্র

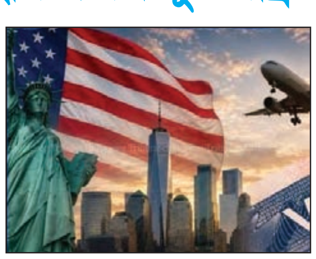

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা দেয়ার ওপর জানুয়ারিতে আরোপ করা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির একটি ফেডারেল আদালতের দেয়া এক আদেশের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্থগিতাদেশটি গত ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছিল। এর আওতায় বাংলাদেশ ছাড়াও ভুটান, নেপাল ও পাকিস্তানের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা আবেদন স্থগিত হয়।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, অভিবাসী ভিসা যাচাই-বাছাইয়ের নীতিমালা পর্যালোচনার সময় এ স্থগিতাদেশ কার্যকর করা হয়েছিল। পর্যালোচনার লক্ষ্য ছিল, অভিবাসীরা যেন নিজেদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর রাখতে পারেন ও যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের --১৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার ভিন্নমত

পোস্ট ডেস্ক : আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রায় দুই লাখ কর্মী নিয়োগ করা হবেড়এমন খবর সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে মালয়েশিয়া সরকার। দেশটির ফ্রী মালয়েশিয়া টুডে, মালয়েশিয়া কিনি, নিউ স্ট্রেটস টাইমসসহ প্রায় সবকটি মিডিয়া জানিয়েছে, মালয়েশিয়ার সরকারের মুখপাত্র ও যোগাযোগ মন্ত্রী ফাহমি ফাদজিল বলেছেন, 'এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত মালয়েশিয়া গ্রহণ করেনি এবং বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত এই দাবিটি ঢাকার আনুষ্ঠানিক কোনো অবস্থান নয়।'

বুধবার কুয়ালালামপুরে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে আয়োজিত নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ফাহমি এই কথা স্পষ্ট করেন। যোগাযোগ মন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা --১৩ পৃষ্ঠায়

তারেক রহমানের নামে ১৩৭টি ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নাম ও ছবি ব্যবহার করে পরিচালিত ১৩৭টি ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, পেজ ও গ্রুপ শনাক্ত করেছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) ফ্যাক্টচেকিং ইউনিট 'বাংলাফ্যাক্ট'। একইসঙ্গে সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের অনুকরণে অপতথ্য ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানো ১৬টি ওয়েবসাইট এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারকারী ৩০০টির বেশি ফেসবুক ও ১০০টি এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টও শনাক্ত করা হয়েছে।

বুধবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে শেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. রাশেদুল ইসলাম রাশেদের এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান তথ্য প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অধিবেশন চলাকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় তার পক্ষে প্রতিমন্ত্রী সংসদকে এসব --১৩ পৃষ্ঠায়

৯১ বছর বয়সে রেকর্ড গড়ে পাহাড় জয়

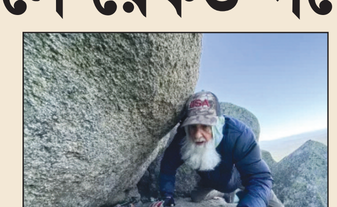

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর লাখ লাখ প্রবীণ নাগরিক পড়ে গিয়ে আঘাত পান, তবে ৯১ বছর বয়সী ডেল স্যান্ডারসের মতো হয়তো আর কেউ নন। অ্যাপালাচিয়ান ট্রেইল পাড়ি দিয়ে সবচেয়ে বয়স্ক হাইকারের রেকর্ড পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে নিজের হিসাব মতেই অন্তত ৭১ বার আছাড় খেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে ৬টি ছিল ভয়াবহ পতন, যার একটির পর তাকে হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আর শেষ আছাড়টি খেয়েছিলেন একদম সমাপ্তিরেখা থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে। কিন্তু কোনও --১৩ পৃষ্ঠায়

এমপি পদ থেকেও সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা কিয়ার স্টারমার

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়ার প্রায় ছয় সপ্তাহ পর এবার পার্লামেন্ট সদস্য (এমপি) পদ থেকেও সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও লেবার পার্টির সাবেক নেতা কিয়ার স্টারমার।

মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক বিবৃতিতে লন্ডনের হলবর্ন অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাস আসনের এমপি পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানান তিনি। এর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তার ১১ বছরের সংসদীয় ক্যারিয়ারের --১৩ পৃষ্ঠায়

বিয়ানীবাজার কান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল ফাউন্ডেশন এর ফান্ড রেইজিং ইভেন্ট অনুষ্ঠিত

গত রবিবার ২৩ আগষ্ট ৭টায় লন্ডনের নিউবারী পার্কস্থ আলডারবরাহ সাউথ, ফোর্ড স্পোর্টস সসিয়েল ক্লাবে বিয়ানীবাজার কান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল ফাউন্ডেশনের অন্যতম ফাউন্ডার ট্রাষ্টি ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেটের ইউকে কমিটির পার্মানেন্ট ডোনার মেম্বার, ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টারের পার্মানেন্ট মেম্বার ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের লাইফ মেম্বার আলহাজ্ব মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন এর আয়োজনে ফান্ড রেইজিং ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক, মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন,সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও টিভি ও পিস হোমের ফাউন্ডার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল ও ইয়াং টেলেন্ট প্রেজেন্টার তামান্না মিয়ার যৌথ পরিচালনায় ও ফাউন্ডার ট্রাষ্টি ফরহাদ হোসেন টিপু ও পিস হোমের চেয়ারপার্সন মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত চৌধুরীর সহযোগিতায় শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ফাউন্ডার ট্রাষ্টি মোহাম্মদ আজিজুর রহমান।

এখানে উল্লেখ্য সিলেট তথা, পাশের অনচলের কান্সার রোগিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে ইউকে প্রবাসী বেশ কিছু কমিউনিটির সমাজ দরদী ব্যক্তিত্বরা এই হসপিটাল প্রতিষ্ঠার উদোগ গ্রহণ করেন। ও ২০০৯ সাল থেকে হসপিটাল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এবং ২০১৫ সাল থেকে রোগীদের সেবার কাজ শুরু করা হয়।

ইতিপূর্বে লন্ডনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও চানেল এস এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে ফান্ড রেইজিং হয়ে আসছে, এমনকি গত ২৪ শে মে ২০২৬ লন্ডনের গ্রান্ড মেরিডিয়ানে লাইফ মেম্বারদের সম্মানে একটি অনুষ্ঠান ও ফান্ড রেইজিং করা হয়।

এর ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডার ট্রাষ্টি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন ইচ্ছে প্রকাশ করেন তার নিজ উদোগে একটি ফান্ড রেইজিং করবেন রেডব্রিজ ও তার আশ পাশ এলাকার নতুন লাইফ মেম্বার সংগ্রহ করার লক্ষ্যে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বরা অব রেডব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার বার্ট জন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চানেল এস ও হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেটের ইউকে কমিটির চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, বিয়ানীবাজার কান্সার হাসপাতালের চেয়ারম্যান সুহেল আহমেদ খান, সেক্রেটারি সলিসিটর নাসির উদ্দীন, হাসপাতালের ফাউন্ডার ট্রাষ্টি ডাঃ আলাউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র ফান্ড রেইজিং ডিরেক্টর আব্দুল শফিক, ডেপুটি ফাইনান্স ডিরেক্টর মনজুরুসসামাদ চৌধুরী মামুন।

ও অনুষ্ঠানকে সফল করতে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন মার্কেটিং ডিরেক্টর ফাউন্ডার ট্রাষ্টি ফরহাদ হোসেন টিপু ও হাসপাতালের ফান্ড রেইজিং ডিরেক্টর ফাউন্ডার ট্রাষ্টি মোহাম্মদ আজিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন ও চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ খান।

তারপরে ডঃ ওমর মোহাম্মদ শাফির নেতৃত্বে একদল মেডিকেল টিম বিভিন্ন রোগের উপর তাদের নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাদের মধ্যে আবদেল রহমান আল আশকার, শিয়েনা মার্টিন, মরগান ইগরেমন্ট, ডিনা রায়, আবরার আইমান, আচেলা আগাডা, মারকমল মিরজারাকিমভ, ওমর হামিদ এবং মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনের নাতিন পারিহান ওসমান, ও তার ভাগ্নে ইসরাহ হালিম।

এর পরবর্তীতে যখন ফান্ড রেইজিং শুরু হয় উল্লেখিত সাড়া দিয়ে অতিথিদের মাঝ থেকে নতুন ট্রাষ্টিশীপ হিসাবে মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনের সহধর্মিণী সুফিয়া খানম উদ্দিনকে ট্রাষ্টি হিসাবে নাম ঘোষণা করা হয়।

এবং লাইফ মেম্বার হিসাবে প্রথমে নাম ঘোষণা করেন যারা, তারা হলেন,সানরাইজ স্পেকট্রাম পিস হোমের ফাউন্ডার মিছবাহ জামাল ও নাহিদা মিছবাহ, ওসমান মোহাম্মদ রাব্বি, ডাঃ মোহাম্মদ ওমর শাফি পিএইচডি, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা নঈম উদ্দিন রিয়াজ, ফেরদৌসী জান্নাত আখতার, আতাউর খান, মাহবুবা জান্নাত মোহিনি, বিলকিস পারভিন, হিসমা বেগম, সাজনা খান, রওশন আহমেদ,গোলাপগন্জ এডুকেশন ট্রাষ্টের প্রেসিডেন্ট আফসার হোসেন এনাম, কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জাবেদুর রহমান, সানরাইজ স্পেকট্রাম পিস হোমের পেট্রন মোহাম্মদ ওয়ারিছ আলী, রেডব্রীজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের কবির আহমেদ,জাগ্রত নারী উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ চেয়ারম্যান শাহিন চৌধুরী, রেডব্রীজ ট্রাষ্টের ট্রেজারার এনামুল হক এনাম, গ্রেটার চারখাই এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জয়নুল চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান হেলাল চৌধুরী, সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও টিভি প্রেজেন্টার সুজিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ সেন্টারের লাইফ মেম্বার ফখরুল আম্বিয়া, রেডব্রীজ ট্রাষ্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক উদ্দিন, ও সানরাইজ স্পেকট্রাম পিস হোমের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান মানিক মিয়া, পেট্রন প্রফেসার মিসবাহ কামাল,পেট্রন নাজমুল হুদা, সানরাইজ স্পেকট্রাম পিস হোমের পট্রন হিসাবে ডোনেশন করেন।

এছাড়াও মাসিক জাকাত ফান্ড হিসাবে স্টান্ডিং অর্ডারে আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন ও মিসেস সুফিয়া উদ্দিন, ডাঃ আলাউদ্দিন আহমেদ, মিসেস মাহবুবা আহমেদ, শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, মতিউর রহমান খোকন, নাবিল চৌধুরী, বারিষ্টার হামিদুল হক আফিন্দি, এলিন চৌধুরী, আমিনা বেগম, মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, ফারুক উদ্দিন,সুজিয়া চৌধুরী, ডোনেশন করেন।

এই ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন অতিথিরা যোগ দেন আলোচনায় অংশ নেন বিয়ানীবাজার কান্সার হাসপাতালের ট্রাষ্টি ও হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেটের পার্মানেন্ট ডোনার মেম্বার ইকবাল হোসেন বুলবুল, ডাঃ সৈয়দ মাসুক আহমদ লাইফ মেম্বার, রেডব্রীজ কমিউনিটি ট্রাষ্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি নিয়াজ চৌধুরী সুভন, মাহবুবা আহমেদ, মাহবুবুর রহমান কোরেশি, পারভেজ আহমেদ, আতিকুর রহমান লিটন, আবদাল হোসেন চৌধুরী, সাজ্জাদুর রহমান, আলফিন শাহরিন, ডেইভ, ডাঃ আলি খিজির, আব্দুল হালিম, মোহাম্মদ আনজাম চৌধুরী, ইউকে গ্রেটার দেউলগ্রামের মোহাম্মদ সুলতান আহমদ, শাহিনা খানম, নাবিল চৌধুরী, জুবের খান লাইফ মেম্বার, মিছবাহ উদ্দিন ট্রাষ্টি, ট্রাষ্টি ও ফান্ড রেইজিং ডিরেক্টর আব্দুল সামাদ, চানেল এস চীফ রিপোর্টার মৃধা শোর রেজাউল করিম মৃধা, সিনিয়র টিভি রিপোর্টার কামরুল আই রাসেল, এটিএনবাংলা ইউকের তানভির তারেক, টিএস চানেলের শওকাত ইসলাম ফরাজি ও তানিয়া ফরাজি, মিসেস হাসনা বেগম, শাহাদাত মনির, নাঈম আহমেদ জয় এছাড়াও আরো অনেক অতিথিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে স্পনসর ও সাপোর্ট করেন স্টেটাম রিয়েল এস্টেইট, সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও টিভি ও পিস হোম, ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট, কুশিস হোমমেইড নাগা পিকলস, আপেল রিয়েল এষ্টেইট, সাপোর্টিং কেয়ার রেডব্রিজ, সাপোর্টেড রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট ইউকে, রেডব্রিজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে, গ্রেটার দেওলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, গ্রেটার চারখাই ডেভোলাপমেন্ট এসোসিয়েশন, জাগ্রত নারী উন্নয়ন সংস্থা, বৃটিশ বাংলাদেশী সসিয়েল এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ, চানেল টিএস।

আইনমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান এইচআরপিবির
প্রবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় প্রবাসী ট্রাইবুনাল গঠনের দাবি

প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে থাকা বাড়িঘর, জমিজমা, অর্থ ও অন্যান্য সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি জটিলতা দ্রুত নিস্পত্তি এবং তাদের অধিকার সুরক্ষায় বিশেষায়িত ‘প্রবাসী ট্রাইবুনাল’ গঠনের দাবি জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি)।

গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামানের কাছে এ বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে সংগঠনটির একটি প্রতিনিধি দল।

এইচআরপিবির সভাপতি ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদের নেতৃত্বে আট সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. ছারওয়ার আহাদ চৌধুরী, এ এইচ ইমরুল কাওসার, মো. মাহবুবুল ইসলাম, রিপন বাড়ৈ, মো. মজিবুর রহমান, সৈয়দা শাহিন আরা লাইলি ও নাছরিন সুলতানা।

স্মারকলিপি গ্রহণ করে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, প্রবাসীরা তাদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। কিন্তু দেশে এলে তারা নানা ধরনের হয়রানির শিকার হন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হন।

এতে আরও বলা হয়, দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রভাবশালী মহল প্রবাসীদের জমি, বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে রাখলেও দীর্ঘসূত্রতা ও জটিল বিচারিক প্রক্রিয়ার কারণে অনেক প্রবাসী কার্যকর প্রতিকার পান না। ফলে প্রবাসীদের একটি বড় অংশ দেশে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন এবং অনেকে তাদের সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দ্রুত সময়ে প্রবাসীদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করতে পৃথক ‘প্রবাসী ট্রাইবুনাল’ গঠনের দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপিতে প্রস্তাবিত ট্রাইবুনালের কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কেও কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে জেলা জজ বা সমমর্যাদার বিচারককে ট্রাইবুনালের বিচারক হিসেবে নিয়োগ, দেশ-বিদেশ থেকে সরাসরি বা ডিজিটাল মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের সুযোগ, ৯০ দিনের মধ্যে মামলার নিস্পত্তি, ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা এবং ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিলের সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়।

এছাড়া, প্রবাসীদের সম্পত্তি জবরদখলের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ আদায়, চলমান মামলা ট্রাইবুনালে স্থানান্তরের সুযোগ, বিচারিক কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্ত এবং প্রয়োজন হলে আবেদনকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা ট্রাইবুনালকে দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছে।

WE ALL NEED TO SAVE 28 LITRES A DAY
(That's about a sinkful)
If we keep using water like we do now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
Search Let's Save Water
LET'S SAVE WATER.

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে ছাত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে জরুরি সভা অনুষ্ঠিত

গত রবিবার সন্ধ্যায় ইলফোর্ডের একটি রেস্টুরেন্টে রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রবিবার বিকাল ৪টায় ফোর্ড স্পোর্টস এন্ড সোশ্যাল ক্লাব, অল্ডবরো রোড সাউথ, নিউবারি পার্ক, ওএ৩ ৮ঐউ তে অনুষ্ঠিতব্য ছাত্র পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রধান অতিথি আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি সহ অন্যান্য বিশেষ অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে রয়েছেন জেনারেল সেক্রেটারি শাহীন চৌধুরী, ট্রেজারার এনামুল হক এনাম , কালচারাল সেক্রেটারি হেলাল চৌধুরী এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আলিন চৌধুরী।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ ফারুক উদ্দিন এবং সভা পরিচালনা করেন মেম্বারশিপ সেক্রেটারি জয়নুল চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন।

কিভাবে অনুষ্ঠানকে সফল ও সুন্দর করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। খাবার, শিল্পী, ট্রফি, সার্টিফিকেট, ছাত্র সংগ্রহ, স্টেজ সজ্জা ও আমন্ত্রণপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন সভাকে জানান যে হল ইতিমধ্যে বুকিং ও কনফার্ম করা হয়েছে এবং অনুষ্ঠানের রেডব্রিজ বরোর যে সকল ছাত্র-ছাত্রী এ বছর এঈঝঊ এবং অ খবাবষ পাশ করেছে, তাদের তালিকা তৈরির জন্য সকল কার্যনির্বাহী সদস্যদের অনুরোধ করা হয়। সর্বোচ্চ ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হবে।

জেনারেল সেক্রেটারি ও ট্রেজারার ছুটিতে থাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। তাদের ফিরে আসার পর আবারও একটি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডেকে অবশিষ্ট কাজ চূড়ান্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেলাল চৌধুরী, কামরুল হোসেন দেলোয়ার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

‘আলোকিত মানুষের জীবনদর্শনে উপকৃত হয় দেশ ও জাতি’

সিলেটে যুক্তরাজ্য প্রবাসী প্রকৌশলী ফখরুল আলম-এর প্রকাশিত ‘বিলেতের আলোকিতজন’-গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধিঃ আলোকিত মানুষের জীবনদর্শনে উপকৃত হয় দেশ ও জাতি। ‘বিলেতের আলোকিতজন’ গ্রন্থে এমন কয়েকজন মানবসেবীর জীবনদর্শন উঠে এসেছে, যারা দেশ-বিদেশে মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটি মানুষকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে আরও বেশি প্রেরণা যোগাবে এমনটা জানান আমন্ত্রিত অতিথিরা।

সিলেটে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও সংগঠক প্রকৌশলী ফখরুল আলম-এর সদ্য প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ ‘বিলেতের আলোকিতজন’-এর পাঠ আলোচনা ও সুহৃদ আড্ডায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সম্প্রতি সিলেটের পূর্ব জিন্দাবাজারস্থ ‘হোটেল গোল্ডেন সিটি’র কনফারেন্স হলে এক জাঁকজমকপূর্ণ আবহে এই সাহিত্য সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

পাণ্ডুলিপি প্রকাশনের প্রকাশক বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থের লেখক প্রকৌশলী ফখরুল আলম। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য ও পাঠ আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বরেণ্য কবি প্রিন্সিপাল কালাম আজাদ, বর্ষীয়ান সাংবাদিক, লেখক ও বৃক্ষপ্রেমিক আফতাব চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও সংগঠক লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ আলী আহমদ, কবি, গল্পকার ও সমাজচিন্তক সালেহ আহমদ, ইসলামী ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট লেখক মোঃ নুরুজ্জামান, বিজ্ঞানকবি ও সমাজচিন্তক হাসনাইন সাজ্জাদী, শায়েস্তাগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আব্দুর রকিব।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ।অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তাজুল ইসলাম। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন লেখক ও গবেষক বেলাল আহমদ চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন টিআইবি সিলেট-এর সাবেক সভাপতি সমিক শহীদ জাহান, সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কবি মুহিত চৌধুরী, নাগরি গবেষক মফিক মুহাম্মদ, সাংবাদিক ফয়সল আহমদ বাবলু, কবি ফুয়াদ বিন রশিদ, সাংবাদিক সংগ্রাম সিংহ, সাংবাদিক আনিস মাহমুদ, কবি জান্নাত আরা খান পান্না, কবি আব্দুল বাছিত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে লেখক পরিচিতি পাঠ করেন মুনতাহা নাজাত ও হুমায়রা মেহজাবিন কানিজ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কবি মাহিমা আক্তার, শিক্ষিকা সুফিয়া আক্তার হেনা, বেলাল আহমেদ, খসরু তালুকদার, প্রমুখ।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বরেণ্য কবি প্রিন্সিপাল কালাম আজাদ বলেন, ফখরুল আলম নিজের কমিউনিটিকে ধারণ করেন দৃঢ়ভাবে। এই ধ্যানকে সামনে রেখে বিলেতের বাঙালি কমিউনিটির আলোকিত মানুষদেরকে নিয়ে লিখেছেন, এ জন্য তিনি প্রশংসার দাবিদার।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক, লেখক ও বৃক্ষপ্রেমিক আফতাব চৌধুরী বলেন, ব্যক্তি, সমাজ কিংবা কমিউনিটির জন্য যারা নিবেদিতপ্রাণ তাদের জীবন-কর্মকে তুলে ধরা একটি মহৎ কাজ। ফখরুল আলম সেই কাজটিই সম্পন্ন করেছেন। এটি একটি নৈতিক দায়; যা একটি মূল্যায়নকেন্দ্রিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও সংগঠক লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ আলী আহমদ বলেন, প্রবাসের রোবোটিক লাইফকে পেছনে ফেলে ফখরুল আলম একটি মহান কর্ম সম্পাদন করেছেন। এটি নতুন প্রজন্মকে একটি পথ দেখিয়ে দিল। ‘বিলেতের আলোকিতজন’ গ্রন্থটি নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

কবি, গল্পকার ও সমাজচিন্তক সালেহ আহমদ বলেন, প্রকৌশলী ফখরুল আলমের ‘বিলেতের আলোকিতজন’ গ্রন্থটি প্রবাসে অবস্থানরত গুণীজনদের অবদান ও তাদের জীবনগাথা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে একটি অনন্য দলিল হিসেবে কাজ করবে।

অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক প্রকৌশলী ফখরুল আলম উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং বইটির লিখনী ও পেছনের অনুপ্রেরণার কথা তুলে ধরেন।লেখক আরো বলেন- আমাকে ও আমার পরিবারকে যে আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও বিশেষ সম্মানে সম্মানিত্ব করেছেন এই আয়োজনের মাধ্যমে-তার জন্য আয়োজকদের প্রতি রইল হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা। এই সম্মান আমার কাছে শুধু একটি স্বীকৃতিই নয়, বরং এটি ভবিষ্যতে আমাকে বিলেতের কমিউনিটিতে আরও নিষ্ঠা ও ভালোবাসা নিয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগাবে।

সভাপতির বক্তব্য দেন বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল। তারলর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে এই প্রাণবন্ত ও সফল সাহিত্য সন্ধ্যার সমাপ্তি ঘটে। তিনি তাঁর বক্তব্যে সৃজনশীল ধারাকে এগিয়ে নিতে লেখক ও প্রকাশক সকলকেই সমানভাবে দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে গ্রন্থের লেখক প্রকৌশলী ফখরুল আলম তাঁর সহধর্মিণী তাসলিমা আলম জেনি কে সহ উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ কে নিয়ে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি, কবি, লেখক, সাহিত্যপ্রেমী ও সাংবাদিক সহ বিভিন্ন গুণিজনের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারারস অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে কাউন্সিলার এ কে এম হেলালকে সংবর্ধনা অনুষ্টান এবং নতুন কমিটি ঘোষনা হয়েছে

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারারস অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে গত ২৩ আগস্ট ২৬ ইং রবিবার লন্ডনের একটি অভিজাত রেস্ষ্টুরেন্টে কাউন্সিলার এ কে এম হেলালকে সংবর্ধনা অনুষ্টান উৎসবমূখর পরিবেশে অনুষ্টিত হয়েছে।

অর্গেনাইজেশননের সভাপতি, আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আমির উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার ব্যারিস্টার মুস্তাক আহমেদ ও বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলার শাফি আহমেদ কাউন্সিলার কামরুল হোসেইন, কাউন্সিলার বদরুল ইসলাম চৌধুরী, কাউন্সিলার আবুল মনছুর, কাউন্সিলার ছাদিকুর রহমান, আরও বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা এডভোকেট সাইফুর রহমান পারভেজ, ব্যরিষ্‌ষ্টার মাহবুবুর রহমান, আশিকুর রহমান, চেরাগ আলী, মনির হোসেন, আক্তার হোসেন, বক্তব্য রাখেন কেয়ারার অরগেনাইজেশনের নেতা হাবিবুর রহমান বাবলু, সাবেক সেক্রেটারী বাবুল তালুকদার, প্রধান উপদেষ্টা নূরুন্নবী, উপদেষ্টা আব্বাস, কোষাধক্ষ আং রউফ, সহসভাপতি আমেনা বেগম, সহ সেক্রেটারী মুক্তাদীর, এ বি এম কাউছার সহ আরও অনেক। আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অস্যখ কেয়ারার ভাই ও বোনেরা।

সভায় সবার সম্মতিক্রমে পূনরায় আব্দুল মান্নানকে সভাপতি, আমির উদ্দিনকে পূনরায় সেক্রেটারি ও এ বি এম কাউছার কে ট্রেজারার নির্বাচিত করে কমিটি ঘোষনা করেন বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা নতূন কাউন্সিলার এ কে এম হেলাল॥

উল্লেখ্য পূনাংগ কমিটি খূব শীঘ্রই মিডিয়ায় প্রকাশ করা হবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে মাননীয় স্পীকারকে ক্রেষ্ট ও কাউন্সিলার এ কে এম হেলাল এবং সভাপতি আং মান্নানকে ও সেক্রেটারী আমির উদ্দীন ও ট্রেজারার আং রউফকে ক্রেষ্ট দিয়া সম্মাননা জানানো হয়। পরিশেষে দোয়া ও নৈশ্য ভোজ করে সভার সমাপ্তি হয়।

YEAR 6 OPEN DAYS

LONDON ENTERPRISE ACADEMY

Good School | Ofsted

One of the *top performing schools* in Tower Hamlets for English, Maths and Science.

OPEN MORNINGS

Monday, 14 September to Friday, 25 September 2026

9:15 AM – 11:45 AM

OPEN EVENINGS

Tuesday, 15th September and Thursday, 1st October 2026

3:30 PM – 6:30 PM

FUN DAY

Saturday, 10th October 2026

10:00 AM – 1:00 PM

WHAT WE OFFER

- Free laptops for all students
- Small class sizes
- Free uniform
- A wide range of enrichment activities: Sports, Bangla, Arabic, Art & Craft, Quran Studies, Mad Science & more
- Residential trips for all year groups
- International trips to Spain, Bosnia & Bangladesh.
- Free daily breakfast
- Excellent GCSE results
- Exceptional pastoral care
- Duke of Edinburgh programme
- Work experience opportunities
- Free train transport available on request for distances over 2 miles.
- Excellent teaching & strong discipline
- Rated GOOD in all areas by Ofsted

LONDON ENTERPRISE ACADEMY

81-91 Commercial Road, London, E1 1RD
www.londonenterpriseacademy.org
0207 426 0746

SCAN ME

International School Award | Eco-Schools | THE DUKE OF EDINBURGH'S INTERNATIONAL AWARD | Partnership London SCITT | LPPA Leading Parent Partnership Award | WE HAVE ACHIEVED GOLD | Ofsted Good School

লন্ডনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে বিশাল সিরাতুন্নবী সাঃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিপুল সংখ্যক নবী প্রেমিকদের সরব উপস্থিতিতে লন্ডনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী সাঃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল সোমবার (৩১ আগস্ট) পূর্ব লন্ডনের ফোর্ডস্কয়ার কনফারেন্স হলে সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার আয়োজনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদের পরিচালনার সিরাতুন্নবী সাঃ সম্মেলনে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাতের উপর বিষয় ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ খেলাফত যুক্তরাজ্য শাখার অন্যতম উপদেষ্টা ও দারুল উলুম লন্ডনের শায়খুল হাদীস মুফতী আব্দুর রহমান মনোহরপুরী, বৃটেনের শীর্ষ আলেম ইষ্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতিব শায়খ ইমাম আব্দুল কাইয়ূম, এসেক্স মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতিব বিশিষ্ট ইসলামী

চিন্তাবিদ শায়খ ডক্টর মাহমুদুল হাসান আল আজহারী, মাযাহিরুল উলুম মাইল্যান্ডের প্রিন্সিপাল শায়খ ইমদাদুর রহমান আল মাদানী।

সম্মেলনে সন্মানীত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল অফ মস্কের চেয়ারম্যান প্রবীণ শীর্ষ আলেম শায়খ মাওলানা শামছুল হক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, লন্ডনে সফররত কক্সবাজার জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আফসার উদ্দিন কাসেমী চৌধুরী, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া,শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দীন,সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী প্রমূখ।

সিরাত সম্মেলনে সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করে পুরো প্রোগ্রাম কে প্রাণবন্ত করে তুলেন আন্তর্জাতিক ক্বারী শায়খ আহমদ হাসান ও হাফিজ আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ। নাশিদ পরিবেশ করেন সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন।

সিরাতুন্নবী সাঃ সম্মেলনে আলোচক বৃন্দ বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বোত্তম আদর্শ দিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাঃ কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন । রাসূলুল্লাহ সাঃ এর আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করার মধ্যেই মানবজাতির ইহকালিন কল্যাণ ও পরকালিন মুক্তি নিশ্চিত রয়েছে।

বক্তারা সিরাত পাঠের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বেশি করে সিরাত পাঠ করা ও সিরাতের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সীরাতের সঠিক জ্ঞান লাভের পথ খোলা রেখেছেন। কুরআন মজীদ হচ্ছে নবী সাঃ এর জীবনকে জানার সবচেয়ে বড় উৎস। হাদীস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহ আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা যদি গভীর মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করি এবং হাদীস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবপত্র অধ্যয়ন করি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরাও সীরাতের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারব। বক্তারা, রাসূলুল্লাহ সাঃ আদর্শের শিক্ষা সর্বত্র পৌঁছে দিতে ব্যাপক ভাবে সিরাত আলোচনার আহবান জানান।

সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ইউ'কের সেক্রেটারি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাষ্টার মুহাম্মদ আমীর উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও বার্মিংহাম সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ শিহাব উদ্দিন, যুক্তরাজ্য শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান, লন্ডন মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আল আমিন ভূঁইয়া, সহসভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন, সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাছুম আহমদ, বার্মিংহাম শাখার সহসাধারণ মাওলানা মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা লুৎফর রহমান, সৈয়দ রফিকুল হক, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ, আলহাজ্ব বদরুল ইসলাম প্রমুখ।

লন্ডনের ইস্ট এন্ডে বাঙালিদের ফুটবল ঐতিহ্যের ৫০ বছরের ইতিহাস সংরক্ষণে নতুন প্রকল্প

আনসার আহমেদ উল্লাহ : পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির ফুটবলের ৫০ বছরের ইতিহাস তুলে ধরা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে নতুন একটি হেরিটেজ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে। 'বেঙ্গল ইউনাইটেড: দ্য স্টোরি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশি ফুটবল ইন টাওয়ার হ্যামলেটস' নামের প্রকল্পটি ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ের টুর্নামেন্টগুলোও ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের বাবা-মা ও পূর্বপুরুষদের জন্মভূমির সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপনে ভূমিকা রাখছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে বাংলাদেশি ফুটবলের দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও তা

স্বাধিনতা ট্রাস্টের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল লটারি হেরিটেজ ফান্ডের সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৭০-এর দশকে ইস্ট এন্ডে বাঙালিদের ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কমিউনিটির ফুটবলের বিকাশের ইতিহাস এতে তুলে ধরা হবে।

প্রকল্পটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও লেখক তারিক হুসেইন। টাওয়ার হ্যামলেটসে বেড়ে ওঠা তারিক স্টেপনি এফসি, স্পোর্টিং বেঙ্গল ও বিউমন্ট অ্যাথলেটিকসহ বাংলাদেশি-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দলের হয়ে ফুটবল খেলেছেন। আগামী এক বছর তিনি তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে পুরোনো ছবি, কখনো পূর্ণাঙ্গভাবে নথিবদ্ধ করা হয়নি। প্রথমদিকের অনেক খেলোয়াড়, সংগঠক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এখন প্রবীণ কিংবা মারা গেছেন। ফলে তাদের স্মৃতি, পুরোনো ছবি, দলের জার্সি, প্রচারপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষণ জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রকল্পের আওতায় তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের স্থানীয় ইতিহাস গবেষণা ও মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারা খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজার, সংগঠক, পরিবারের সদস্যসহ ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তাদের অভিজ্ঞতা নথিবদ্ধ করবেন।

স্বাধিনতা ট্রাস্টের সভাপতি জামিল ইকবাল বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসে ব্রিটিশ বাংলাদেশি অভিজ্ঞতার অন্যতম

নথিপত্র, জার্সি, স্মারক ও পাঁচ দশকের বেশি সময়ের ফুটবল-সংশ্লিষ্ট মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতি সংগ্রহ করবেন। তারিক হুসেইন বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসে বেড়ে ওঠা আমার মতো মানুষের জন্য ফুটবল কখনোই শুধু একটি খেলা ছিল না। এখানেই আজীবনের বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে, আমরা কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি এবং অনেকের মতো আমরাও প্রথম অনুভব করতে শুরু করেছি যে লন্ডনের এই অংশটিও আমাদের।" তিনি বলেন, ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জীবনে ফুটবল শুধু খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং বিভিন্ন সময়ে এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করেছে।

"ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জীবনে ফুটবল নানা ধরনের ভূমিকা পালন করেছে," বলেন তারিক। "প্রথমদিকে দলগুলো ও যুব সংগঠনগুলো বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হয়ে উঠেছিল। ১৯৯০-এর দশকে যখন মাদক ও মাদকাসক্তি আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন অংশকে বিপর্যস্ত করছিল, তখন ফুটবল অনেক তরুণের জন্য ইতিবাচক কিছু করার এবং অনুপ্রেরণাদায়ী মানুষদের অনুসরণ করার সুযোগ তৈরি করেছিল।" তার মতে, ফুটবল সফরের মাধ্যমে তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনথিভুক্ত গল্প হলো ফুটবল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এটি আমাদের কমিউনিটির অংশ হয়ে আছে, কিন্তু এই ইতিহাসের বড় একটি অংশ এখনো মানুষের স্মৃতি, পারিবারিক ছবি ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।" তিনি বলেন, " আমরা আশা করি, এই প্রকল্প আমাদের ঐতিহ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশকে প্রাপ্য দৃশ্যমানতা ও স্বীকৃতি দেবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করবে।"

প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ও উপকরণ একটি বিনামূল্যের অনলাইন রিসোর্স, শিক্ষামূলক প্রকাশনা ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। মৌখিক ইতিহাস ও নির্বাচিত ডিজিটাল উপকরণ টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভসে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হবে। প্রকল্পের শেষে একটি জনসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপকরণ তুলে ধরা হবে। এর মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জীবনে ফুটবল কীভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটি পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে, সেই ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হবে।

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে-এর দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

গুলজার-কুদ্দুছ-মনির প্যানেল ঘোষণা

খালেদ মাসুদ রনি: যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিশ্বনাথ প্রবাসীদের অন্যতম সংগঠন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে-এর দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনকে ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ২০২৬ সালের নির্বাচনে গুলজার-কুদ্দুছ-মনির প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। প্যানেল ঘোষনা করেন ফাউন্ডার ট্রাস্টি ও নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান রইস আলী, ফাউন্ডার ট্রাস্টি ও পরিচালনা কমিটির সদস্য আবুল কালাম আজাদ, ট্রাস্টের সভাপতি ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মোঃ মফিজ খান।

ঘোষিত প্যানেলের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন গুলজার খান, সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল কুদ্দুছ এবং কোষাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন মনির আহমেদ। প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন প্রফেসর ফরিদ আহমেদ ও কবির মিয়া। সহকারী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সিরাজুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম, এবং সহকারী কোষাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন তুফাজ্জল আলম। এছাড়া প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি খালেদ মাসুদ রনি, কালচারাল সেক্রেটারি মদরিস আলী (মফজ্জুল) এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য হচ্ছেন আজিজুর রহমান খান (রাজু), মোহাম্মদ জি এ ফয়সাল, মোহি উদ্দিন পলাশ, শাহ তাজুল ইসলাম, আজিজুর রহমান রুমেল, রুহেল ইসলাম ও শামীম নূর।

সংগঠনটির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৮ অক্টোবর ২০২৬। শিক্ষা, সমাজসেবা ও প্রবাসী কল্যাণে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে। নির্বাচনকে ঘিরে প্রবাসী বিশ্বনাথীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা। নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে সংগঠনের শিক্ষা কার্যক্রম, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিটির কল্যাণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এই প্যানেলে বেশীর ভাগ সদস্য হচ্ছেন ইয়াং।

"সিলেটিরা শুদ্ধ বাংলা বলতে পারে না" বলে হুমায়রা নুর এর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র নেতৃবৃন্দ

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র প্রেট্রন সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, গ্রেটার সিলেট এর সাবেক চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম মাহবুব ও সাবেক সেক্রেটারি ৭১এর বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো কনভেনর আলহাজ্ব মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব

ড.মুজিবুর রহমান ও অর্থ সচিব এম আসরাফ মিয়া, সাউথ ইস্ট রিজিওনাল কনভেনর হারুনুর রশিদ, কো- কনভেনর জামাল হোসেন ও সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রিজিওনাল নেতৃবৃন্দ এক যুক্তবিবৃতিতে সিলেটি ভাষা ও সিলেটের মানুষকে নিয়ে একটি টিভি টকশোতে হুমায়রা নুর 'সিলেটিরা শুদ্ধ বাংলা বলতে পারে না' বলে লন্ডন প্রবাসী সিলেটিদেরকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে অতিসত্বর বক্তব্য প্রত্যাহার সহ সিলেটিবাসীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার আহবান জানিয়েছেন।

সিলেটি ভাষা, সংস্কৃতি ও নাগরী লিপি সিলেটিদের গর্ব ও আত্মপরিচয়ের অংশ। বাংলাদেশের কোনো আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে বিদ্রূপ না করে এর ইতিহাস ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করা উচিৎ বলে উল্লেখ করে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, ভাষা হচ্ছে মহান আল্লাহর দান। রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ভাষা শিখিয়েছেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন অসংখ্য ভাষা আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কোরআন স্ট্যান্ডার্ড আধুনিক আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। এছাড়া তাওরাত হিব্রু ভাষায়, ইঞ্জিল, যাবুর ও অন্যান্য আসমানি কিতাব বিভিন্ন ভাষায় নাযিল হয়েছে।

সিলেটি কোনো ভুল বাংলা নয়। এটি নিজস্ব ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ একটি ভাষা। উপমহাদেশের মধ্যে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকেই অনেক সমৃদ্ধ। সিলেটের ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের নিজস্ব কোন বর্ণমালা কারো নেই। ইতিহাসে সিলেট অঞ্চলের অনেক গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। সিলেটি ভাষা কোনো আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা বা বিকৃত বাংলা নয়, সিলেটি ভাষা শত বছরের প্রাচীন 'সিলেটি নাগরি' লিপি, নিজস্ব ব্যাকরণ ও স্বকীয় উচ্চারণরীতিতে সমৃদ্ধ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভাষা। এটি আমাদের মায়ের ভাষা বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বার্মিংহামের লজেলস উইলষ্টিট বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে দারুল কিরাতের গ্র্যাজুয়েশন ও অ্যাওয়ার্ড সিরিমনী অনুষ্ঠিত

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট ইউকে অনুমোদিত বার্মিংহাম লজেলসের উইলস্ট্রিট বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদ শাখার সামারকালীন "ইনটেনসিভ কিরাত অ্যান্ড তাজবীদ কোর্স" এর অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ (২৫ আগস্ট) মঙ্গলবার দুপুরে মাসজিদের প্রেসিডেন্ট আলহাজ আজির উদ্দিন আবদালের সভাপতিত্বে ও শাখার প্রধানকারী মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েশন ও অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ইউকে পার্লামেন্ট এর সংসদ সদস্য ব্যরিষ্টার আইয়ুব খান এমপি, তিনি তার বক্তব্যে বলেন, এই সামার হলিডেতে সফলভাবে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মুসলমানদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ শান্তির হবে, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষা ব্যতিত কোন সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। বিশেষ করে আমরা মুসলমান, আমাদের সন্তানদের কোরআন শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এর মাধ্যমে সমাজ শান্তির হবে।তিনি আরোও বলেন, এই মাসজিদের মুসল্লিয়ানে কেরামদের দোয়া এবং সহযোগিতায় আমি এমপি হয়েছি। তাই সকল সহযোগিতায় আমি আপনাদের পাশে পাবেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বার্মিহাম দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, তারতিলের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারতিলের অর্থ হচ্ছে ধীরস্থিরতার সাথে তাজবিদ সহ তেলাওয়াত করা। এজন্য আমাদেরকে তারতিল সহ তেলাওয়াত শিখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, ব্রিটেনে এ কাজটুকু আনজাম দিচ্ছে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট। এর প্রতিষ্টাতা শামছুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহঃ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ক্বারী, ওলী আল্লাহ এবং মুজাদ্দিদ।তিনি আরোও বলেন, প্রতি বছর সামারকালীন ছুটিতে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষায় এ ট্রাস্ট একক ভূমিকা রাখছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ আমাদের ছেলে মেয়েরা বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতে করতে সক্ষম হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য এক বড় নেয়ামত।

তিনি আরো বলেন, কুরআন বিশুদ্ধভাবে শেখা ও শেখানোকে সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।' তাই এ বিশেষত্বকে অনুধাবন করে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা বিস্তারে আমাদের সকলকে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষকমন্ডলি ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনের শতস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বার্মিংহাম লজেলস বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের হলরুমে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দারুল কিরাত
সেন্টারের প্রসিডেন্ট আলহাজ্ব হারুন মিয়া।

শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সেন্টারের ছাত্রী আমিরা জান্নাত খান। নাশিদ পরিবেশন করেন সেন্টারের ছাত্র মোহাম্মদ আশফাক উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীকে জামাতে সূরা থেকে জামাতে ছাদিছ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে কোর্স সম্পন্ন করায়

সনদ, পাগড়ী ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এসময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে এক অন্যরকম অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল হক নুমানী, বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারের চেয়ারম্যান মোঃ কামরুল হাসান (চুনু মিয়া) সেন্টারের সহকারী মাওলানা বদরুল হক খান, হাফিজ আবুল হোসাইন, বার্মিহাম আল ইসলাহর সেক্রেটারী হাফিজ রুমেল আহমদ, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা এহসানুল হক, মাওলানা জাকওয়ান

আহমদ মাদানি, ক্যাশিয়ার হাজী তেরা মিয়া, হাজী আব্দুল ওয়াদুদ, হাজী আব্দুর রকিব প্রমুখ।

পরিশেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্টানের সমাপ্তি হয়।

কার্ডিফে বঙ্গবন্ধুর ৫১তম শাহাদাতবার্ষিকী পালিত

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ওয়েলস শাখার উদ্যোগে শোকার্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাবগাম্ভীর্যের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় আওয়ামী লীগকে ঘুরে দাঁড়ানোর দীপ্ত শপথ নিয়ে কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সেন্টারে ২৫ আগষ্ট স্থানীয় সময় ১২টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম শাহাদাতবার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামীলীগের সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় গোলাম মর্তুজা, শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, আবুল কালাম মুমিন, আনোয়ার আলী, ডা:মো ইরফান উদ্দিন, আব্দুর রুউফ, জহির আলী, জুয়েল মিয়া, সাজেল আহমেদ, ইমরান মিয়া, সোয়ানুর রহমান, ইফতেখার আহমেদ, সুমন রহমান, বাবুল ইসলাম, আমিনুর রহমান চৌধুরী, কবির উদ্দিন, সেবুল আলী, শাহেদ মিয়া, কামরুল ইসলাম সহ কার্ডিফ, নিউপোর্ট, সোয়ানসি ও পটলবাট থেকে আগত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভার শুরুতে মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬২, ৬৪ এর ৬ দফা, এগারো দফা, শিক্ষা আন্দোলন ও স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান, আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৭১এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৫ই আগষ্ট, ২১শে আগষ্ট, ৩রা নভেম্বরের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড এবং স্বৈরাচার বিরোধী সকল গনতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আত্মত্যাগী বীর এবং সম্ভ্রমহারা ২ লক্ষাধীক মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাড়িয়ে ১মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামীলীগের সভাপতি এবং ওয়েলস ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন সত্য চিরন্তন সত্য সত্যকে কখনো ও মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, আওয়ামীলীগ বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন, বাঙালি জাতি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মানুষের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চীর অম্লান হয়ে থাকবেন বলে বক্তারা অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

ওয়েলস আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ.মালিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বলেন, মাতৃভূমির সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বলে উল্লেখ করে বক্তারা দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জাতীয় বীর ও মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মারকসমূহের ওপর যেসব হামলা হচ্ছে এর প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আজ শকুনের খামচিতে চিহ্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে! আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ। কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না, এই ঘটনা জাতি কখনো ভুলে যাবে না। যা ঘটছে তা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে ধ্বংসের শামিল। বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা যারা করেন, তারা কেন বুঝতে চান না যে ইতিহাস কখনও মোছা যায় না। ইতিহাস তৈরির কারিগরদের নিজের প্রয়োজনেই ইতিহাস তার বুকে আগলে রাখে। বঙ্গবন্ধু এমনই এক ইতিহাস, বাঙালির অস্থিমজ্জায় যিনি মিশে আছেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে দুই সহস্রাধিক শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় বিজ্ঞান মেলা

লন্ডন, ২৯ আগস্ট ২০২৬: ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে দুই সহস্রাধিক শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান মেলা। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের দুটি হলজুড়ে আয়োজিত এ মেলায় শিশুদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাদের অভিভাবকরাও। নবীন-প্রবীণের অংশগ্রহণে সায়েন্স ফেয়ারটি এক মিলনমেলায় রূপ নেয়।

মূলত বিজ্ঞান বিষয়ে তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে সায়েন্স ফেয়ারের আয়োজন সম্পর্কে ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ বলেন, এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানসম্পর্কিত বিষয়ে লেখাপড়ায় আগ্রহী করে তোলা। আগামীতে তারা যেন বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও প্রকৌশলী হয়ে উন্নত সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

তিনি বলেন, মেলা নিয়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনব্যাপী এ আয়োজনে ছিল ইন্টারঅ্যাকটিভ স্টল, লাইভ এক্সপেরিমেন্ট এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতবিষয়ক নানা কার্যক্রম। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে অভিভাবকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মেলায় আসেন।

তিনি বলেন, পুরো আয়োজন ছিল আনন্দঘন। শিশু-কিশোরেরা আনন্দের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছে। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের গ্রাউন্ড ফ্লোরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্ল্যানেটারিয়াম স্থাপন করা হয়েছিল,

দ্বিতীয়বারের মতো এ মেলার আয়োজন করা হয়। তরুণ প্রজন্মকে এ কথাও বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী নয়; বরং একটি অপরটির পরিপূরক।

২৯ আগস্ট শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত লন্ডন মুসলিম সেন্টারের গ্রাউন্ড ফ্লোর ও প্রথম তলায় দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষার্থীরাও এতে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা শুধু মেলা ঘুরে দেখেননি, বরং বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবেও অংশ নিয়েছেন। আয়োজনটি সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় তিনি ভলান্টিয়ারদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেলার কো-অর্ডিনেটর ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইয়ুথ এনগেজমেন্ট কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমিনুর রহমান বলেন, যেখানে প্রতি ১০ মিনিট পরপর ভিডিও প্রদর্শন করা হয় । এটি দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মেলা পরিচালনায় অংশ নেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মুসলিম পেশাজীবীরা। এটি শুধু একটি শিক্ষামূলক মেলা ছিল না; বরং ছিল কৌতূহল, হাতে-কলমে শেখার সুযোগ এবং কমিউনিটির মানুষের অংশগ্রহণে শিক্ষার এক সুন্দর উৎসব।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ২০৩টি নতুন বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ, এক সপ্তাহে পাঁচটি প্লানিং এপ্লিকেশন

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়রের অ্যাক্সেলারেটেড হাউজিং প্রোগ্রাম-এর আওতায় এক সপ্তাহে পাঁচটি নতুন পরিকল্পনা আবেদন (প্লানিং এপ্লিকেশন) জমা দেওয়া হয়েছে। এসব আবেদনের মাধ্যমে বরোতে মোট ২০৩টি নতুন বাড়ি নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪৬টি সোশ্যাল রেন্টের বাড়ি, যা এই সপ্তাহে জমা দেওয়া মোট আবাসনের ৭২ শতাংশ।

নতুন পাঁচটি পরিকল্পনা আবেদন হলো:

- টেন্ট স্ট্রিট, বেথনাল গ্রিন: ৬০টি সোশ্যাল রেন্টের বাড়ি
- গিল স্ট্রিট, লাইমহাউস: ১১টি সোশ্যাল রেন্টের বাড়ি
- দ্য ওভাল, বেথনাল গ্রিন: ২৩টি মার্কেট হোম
- সাউদার্ন গ্রোভ, মাইল এন্ড: ৯০টি বাড়ি, যার মধ্যে ৫৬টি সোশ্যাল রেন্ট
- ব্যাক চার্চ লেন, হোয়াইটচ্যাপেল: ১৯টি সোশ্যাল রেন্টের বাড়ি

টেন্ট স্ট্রিট, গিল স্ট্রিট এবং ব্যাক চার্চ লেনের প্রস্তাবিত সব বাড়িই সোশ্যাল রেন্টের জন্য নির্ধারিত হবে।

মোট ৩০৭টি নতুন বাড়ির পরিকল্পনা

এই পাঁচটি আবেদনের আগে মেয়রের অ্যাক্সেলারেটেড হাউজিং প্রোগ্রামের আওতায় আরও তিনটি পরিকল্পনা আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে:

- টমলিনসন ক্লোজ: ৫৫টি বাড়ি, যার মধ্যে ৩৩টি সোশ্যাল রেন্ট
- বেথনাল গ্রিন প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার: ৪৪টি বাড়ি, যার মধ্যে ২৪টি সোশ্যাল রেন্ট
- স্ট্রাউটস প্লেস: ৫টি সোশ্যাল রেন্টের বাড়ি

এর ফলে এখন পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় আটটি পরিকল্পনা আবেদন জমা পড়েছে, যার মাধ্যমে মোট ৩০৭টি নতুন বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

৩,৪০০টি বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য

মেয়রের অ্যাক্সেলারেটেড হাউজিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসে ৩,৪০০টি পর্যন্ত নতুন বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য রয়েছে। এর অন্তত ৫১ শতাংশ হবে সাশ্রয়ী আবাসন।

কর্মসূচিটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো কাউন্সিলের মালিকানাধীন বর্তমানে কম ব্যবহার হওয়া জমি ও জায়গাগুলোকে কাজে লাগিয়ে বারার আবাসন সংকট মোকাবিলা করা।

একই সঙ্গে প্রতিটি এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী মানসম্মত, টেকসই ও সুপরিকল্পিত আবাসন তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষ করে অতিরিক্ত মানুষ নিয়ে বসবাস করা বা অনুপযুক্ত আবাসনে থাকা স্থানীয় পরিবারগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বড় আকারের পারিবারিক বাড়ি তৈরির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিটি আবাসন প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরির আগে কাউন্সিলের কর্মকর্তা, ডিজাইন ও কারিগরি টিমের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের অগ্রাধিকার, উদ্বেগ ও প্রত্যাশা সম্পর্কে মতামত নেওয়া হয়েছে। এসব মতামত প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে বিবেচনা করা হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “এক সপ্তাহে পাঁচটি পরিকল্পনা আবেদন জমা দেওয়া টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য সত্যিকার অর্থে সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করার আমাদের অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই প্রস্তাবগুলোর মাধ্যমে ২০৩টি নতুন বাড়ি তৈরি হতে পারে, যার মধ্যে ১৪৬টি হবে সোশ্যাল রেন্টের বাড়ি। এর আগে জমা দেওয়া তিনটি আবেদনের সঙ্গে মিলিয়ে এখন আমরা আটটি সাইটে মোট ৩০৭টি নতুন বাড়ির পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়েছি।”

নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচন ২৭ সেপ্টেম্বর

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক ক্যারল, কমিশনার হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করবেন ব্যারিস্টার লিয়াকত ও মিজানূল চৌধুরী

যুক্তরাজ্য নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার।

একই দিন দুপুর ২টায় সংগঠণের বার্ষিক সাধারণ সভা (BGM) ও লেস্টার সিটির (১ অ্যান্ড্রুজ স্ট্রিট, LE3 5PG) শেফ অ্যান্ড স্পাইস রেস্তোরাঁ, অনুষ্ঠিত হবে।

যুক্তরাজ্য নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভা (BGM) সামনে রেখে ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন এবং মনোনয়ন প্রদানের তারিখ ও নির্বাচন সংক্রান্ত সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

এবারের নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সাংবাদিক ও সংগঠক মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল এবং সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন ব্যারিস্টার লিয়াকত আলী ও মিজানুল ইসলাম চৌধুরী।

নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভা (BGM) অনুষ্ঠিত হবে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রোববার দুপুর ২টায়। এর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে শেফ অ্যান্ড স্পাইস রেস্তোরাঁ, ১ অ্যান্ড্রুজ স্ট্রিট, লেস্টার, LE3 5PG।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মঙ্গলবার থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ ও মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সোমবার বিকেল ৫টা। ইমেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে।

মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা।

নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত মনোনয়ন ফি হলো সভাপতি পদে ৩০০ পাউন্ড, সহ-সভাপতি পদে ১৫০ পাউন্ড, সাধারণ সম্পাদক পদে ২৫০ পাউন্ড, কোষাধ্যক্ষ পদে ২০০ পাউন্ড অন্যান্য কর্মকর্তা পদে ১৫০ এবং কমিটির নির্বাহী সদস্য পদে ৫০ পাউন্ড মনোনয়ন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনার আলোকে পদ অনুযায়ী নির্ধারিত মনোনয়ন ফি নগদ জমা দিতে হবে।

মনোনয়ন ফরম পূরণের সময় প্রার্থীকে নির্দিষ্ট পদের ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে।

নির্বাচনে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, সহকারী কোষাধ্যক্ষ, সাংগঠনিক সম্পাদক, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক, সদস্য পদ সচিব, প্রেস ও প্রচার সম্পাদক, যুগ্ম সদস্য সচিব, নির্বাহী সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্য পদে প্রার্থীরা মনোনয়ন দিতে পারবেন।

মনোনয়ন ফরমে প্রার্থী ও প্রস্তাবক (Proposer)-উভয়ের স্বাক্ষর ও তারিখ থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পূরণ করা ফরম স্ক্যান করে ইমেইলের মাধ্যমে অথবা ফরমের ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে।

নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা, মনোনয়ন ফি প্রদান এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রার্থীদের প্রতি জানিয়েছেন।

জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে ঐতিহাসিক সামার ট্রিপ সুসম্পন্ন

গত ৯ আগস্ট যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী জকিগঞ্জবাসীদের প্রাণের সংগঠন জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য ও ঐতিহাসিক সামার ট্রিপ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।

লন্ডনের অদূরে রামস গেইট সমুদ্র সৈকতকেন্দ্রিক এ শিক্ষা সফর ও আনন্দভ্রমণে সাড়ে তিন শতাধিক প্রবাসী জকিগঞ্জবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সুস্বাদু খাবার ও স্ন্যাকস, ইসলামী নাশীদ, খেলাধুলা, শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম এবং দিকনির্দেশনামূলক ধর্মীয় আলোচনা। সব মিলিয়ে জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকের এ আয়োজন অংশগ্রহণকারীদের কাছে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

এবারের সামার ট্রিপের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন জকিগঞ্জ-কানাইঘাটের গণমানুষের নেতা ও নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মুফতি আবুল হাসান। তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, ব্রিটেন সফরের মাধ্যমেই প্রবাসী জকিগঞ্জবাসীদের সঙ্গে দিনব্যাপী সময় কাটিয়ে তিনি সংগঠনের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, বিভিন্ন শহর থেকে আগত প্রবাসীদের এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার ক্ষেত্রে জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকের সাবেক সভাপতি ও ক্রয়ডন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ন মহাসচিব মুনতাসির আলী বিশিষ্ট ইসলামী মিডিয়া ভাষ্যকার ও সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা মুফতি আব্দুল মুনতাকিমও টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার আয়াছ মিয়া খেলাফত মজলিস ইউকে শাখার সম্মানিত সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমান, সলিসিটার ইয়াওর, নাজমুল হুদা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আব্বাসুজ্জামান, মাওলানা আব্দুল কারিম, মাওলানা আনিসুর রহমান, আনন্দ ভ্রমণ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন ছাড়াও, যাওয়া- আসার পথে সুললিত কন্ঠে নাশীদ ও নাতে রাসূল সম্বলিত শের শুনিয়ে পুরো প্রোগ্রাম কেই প্রাণবন্ত করে তোলেন। চার চারটি সুপরিসর কোচ এবং অনেক গুলো ব্যক্তিগত গাড়ি যোগে সাড়ে তিন শতাধিক প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে লন্ডনে জকিগঞ্জ এসোসিয়েশনের এমন আয়োজনকে জকিগঞ্জ প্রবাসীদের ইতিহাসে নজিরবিহীন একটি আয়োজন বলা যায়। বিভিন্ন এক্টিভিটিতে উত্তম পারফরম্যান্স দেখিয়ে যাঁরা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদেরকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মূল্যবান পুরস্কার প্রদান ছিল বাড়তি আনন্দ। এ আনন্দ ভ্রমণ কে সর্বাত্মক সফল করে তুলতে জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব আবুল হুসেইন ও ই সি কমিটি সদস্যবৃন্দ ও সামার ট্রিপ সাব কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের আন্তরিকতা, পূর্ণ চেষ্টা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ ছিলেন।

উপদেষ্টা সৈয়দ মতলব রেজা, হেলাল খান এছাড়া ও এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি জনাব আব্দুর রাজ্জাক ইকবাল, সহ সভাপতি জনাব জয়নুল আবেদীন, মাওলানা হাফেজ এনামুল হক, ও সহ-সভাপতি শায়খ কাজী আবদুর রহমান, জনাব আখতারুজ্জামান, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ কাজী মাওলানা এমদাদুল হক, জকিগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের জেনারেল সেক্রেটারি ফজলে আহমেদ চৌধুরী একলিম এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদ, ক্রীড়া সম্পাদক গুলজার আহমদ, সহকারি অর্থ সম্পাদক কামরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন , তারেকুর রহমান তুহিন, শাহেদ আহমেদ, সাইফুল্লাহ খালেদ পলাশ, মেম্বারশিপ সম্পাদক মঈন উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক মারুফ খান, সহ প্রচার সম্পাদক শরীফ আহমেদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন মাওলানা বদরুর রহমান ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক, সরকারি ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা জাকারিয়া, সহ দপ্তর সম্পাদক সেলিম আল জামাল, ইসি মেম্বার গোলাম মর্তুজা চৌধুরী ইকবাল, আবুল কালাম আজাদ, তৌফিকুল ইসলাম সাব্বির, সোহেল আহমদ শামীম, নুরুল চৌধুরী সহ অনেকেই এ আনন্দভ্রমণের সফলতায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

লিভারপুলে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলা

ফখরুল আলম, লিভারপুল: চট্টগ্রামের ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরানো। চট্টগ্রামবাসীরা যেখানেই রয়েছেন সেখানেই তারা চর্চা করেন তাদের নিজেদের ঐতিহ্য, খুঁজে বেড়ান শেকড় ঠিক তেমনই এক আয়োজন ঐতিহ্যবাহী মেজবান। যার মাধ্যমে প্রতিবছরই লিভারপুলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মেজবান উৎসব।

এবারও তারই ধারাবাহিকতায় লিভারপুলে ৫ম বারের মত প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে থেকে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ভোজনবিলাসীরা এসে মেজবান উৎসব টিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

মঙ্গলবার লিভারপুলের স্থানীয় একটি হলে গ্রেটার চট্টগ্রাম সমিতির ইউ.কে এর লিভারপুল শাখার সভাপতি ওসমান আলী এর সভাপতিত্বে এবং সাইফুর রহমান মামুন ও রাশেদ খাঁনের এর যৌথ পরিচালনায় মেজবান অনুষ্ঠানে কয়েক শতাধীক প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে এ যেন এক মিলন মেলায় পরিনত হয়েছিল।

অনুষ্টানে ছিল ঐতিহ্যবাহী খাবার মেজবানি মাংস, পায়া, আরা ছোলা বুট সহ বাহারী রকমের খাবার আর বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা,পুরস্কার বিতরণী সহ বিভিন্ন অনুষ্টানের মধ্যে দিয়ে উচ্ছ্বাসিত ছিল সবাই।

এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের প্রতিষ্টাতা সভাপতি ও ট্রাষ্টি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন, গ্রেটার ম্যানচেস্টার চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান জাদু, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শেখ ছুরত মিয়া আছব,সৈয়দ বেলাল উদ্দিন আহমেদ, মহিউদ্দিন, আমিরুল ইসলাম মধু, রিপন, কাউছার, আলাউদ্দিন, জয়নাল, আলী, ইউসুফ শাহেদ প্রমুখ।

এক সঙ্গে বিপুল পরিমান প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতি নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এমনটা প্রত্যাশা কমিউনিটির নেতৃবৃন্দরা।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা, খাবার আচার অনুষ্টান আর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠেছিল পুরো অনুস্টানটি এযেন ছিল এক টুকরো মিনি বাংলাদেশ। প্রবাসের মাটিতেও দিন দিন চট্টগ্রামের মেজবান এর ঐতিহ্যের গন্ধ আর রন্ধনের উৎসব যেন যাদুর মত মুগ্ধ করে তুলছে বাংলা ভাষাভাসি মানুষজনদের।

THE BRICK LANE JAMME MASJID TRUST (London) Limited
59 Brick Lane, London E1 6QL | Tel: 020 7247 6052 / 020 7247 3757
Email : info@bricklanejammemasjid.org.uk | Website : www.bricklanejammemasjid.org.uk

Date:
17 August 2026

GOLDEN JUBILEE CELEBRATION OF THE BRICK LANE JAMME MASJID

Respected Brothers and Sisters of the Community

Assalamualaikum,

We, the Management of the Brick Lane Jamme Masjid Trust, would like to let you know with great pleasure that the Brick Lane Jamme Masjid will celebrate its 50 years Anniversary on 5th and 6th September 2026.

By the grace of Allah, this Masjid has been serving the community since 1976. Over the years, this historic Masjid not only served as a place of worship, but also as a vibrant community hub, bringing people together through faith, education, support and services.

Please come and join with us to celebrate the historic Golden Jubilee and honour the enduring contribution of our beloved Masjid to the community.

Programmes will take place at the Masjid's premises of **59 Brick Lane, London E1 6QL**

Saturday, 5 September 2026
11:30am: Children's Programme & Competition
2:00pm: Golden Jubilee Rally
5:00pm: Youth and Women's programmes

Sunday, 6 September 2026
2:00pm: Elderly and Community programmes
4:30pm: Documentary on Brick Lane Masjid
5:00pm: Speeches by the Syrian Scholars
9:00pm: Waz Mahfil

Your participation will be highly appreciated.

Yours sincerely,

Hamidur Rahman Choudhury — President
Haylal Uddin Ali — General Secretary

The Brick Lane Jamme Masjid Trust
59 Brick Lane, London E1 6QL
For further information, please visit: www.bricklanemasjid.co.uk

Company Reg No. 5254675
Charity Reg No. 1111582

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

স্বাধীন বিচার বিভাগ: জনগণের প্রত্যাশা, সরকারের অঙ্গীকার

বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশাগুলোর অন্যতম হলো একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার বিভাগ। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ-আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ-নিজ নিজ সাংবিধানিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করবে, এটাই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা শুধু বিচারকদের স্বাধীনতার বিষয় নয়; এটি সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার এবং আইনের শাসনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তখন বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও উদ্যোগ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্যোগগুলোর ধারাবাহিকতা কতটা বজায় রয়েছে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে।

আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, ক্ষমতায় থাকা কোনো সরকারই যেন বিচার বিভাগের ওপর পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিতে স্বস্তিবোধ করে না। অথচ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের কাজ বিচার বিভাগের ওপর প্রভাব বিস্তার করা নয়; বরং বিচার বিভাগ যাতে সংবিধান ও আইনের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করা।

বিএনপির সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাবনায় বিচার বিভাগ সংস্কার যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে, সেটিই ছিল স্বাভাবিক। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে ঘোষিত দলটির ৩১ দফা সংস্কার কর্মসূচিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করা এবং একটি পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছিল।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে বিএনপি এসব অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছিল এবং বিএনপির কোনো ভিন্নমত ছাড়াই সেগুলো জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়। জুলাই সনদ নিয়ে দলটির যেসব আপত্তি ছিল, তার কোনোটিই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিম কোর্টের নিকট হস্তান্তর কিংবা বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের জন্য দলটির নির্বাচনী ইশতেহারেও একই অঙ্গীকার করা হয়। ইশতেহারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, অধস্তন আদালতগুলোর নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকবে এবং ২০২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিচার বিভাগীয় সচিবালয়কে আরও শক্তিশালী করা হবে।

১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সংসদ কর্তৃক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার অধ্যাদেশটি বাতিল করা এবং সচিবালয়টি বিলুপ্ত করা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। এটি শুধু বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটির বারবার করা অঙ্গীকার থেকে গুরুতর বিচ্যুতি নয়, ১১৬ অনুচ্ছেদ মামলার রায়েরও লঙ্ঘন। হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত না হওয়া বা রায়টি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা আইনের অংশ হিসেবেই বলবৎ ছিল।

পরে আপিল বিভাগ নিজেই এই কাঠামোগত সমস্যাটির কথা স্বীকার করেন। ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে আদালত উল্লেখ করেন, যত দিন অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিষয়ক ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের হাতে থাকবে, তত দিন প্রকৃত বিচারিক স্বাধীনতা অধরাই থেকে যাবে।আমরা মনে করি, বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে। কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের হাতে। জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষাকে সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে। বিচার বিভাগকে স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সংস্কার এগিয়ে নিতে হবে।

সব নাগরিকের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক

মে. জে. (অব.) এইচআরএম রোকন উদ্দিন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এতদিন তিনি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন এবং কয়েক দশক ধরে সেই দলের কর্মসূচি, সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর শুধু বিএনপি, সরকার কিংবা সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিনিধি নন। তিনি এখন প্রায় ১৭ কোটি বাংলাদেশির রাষ্ট্রপতি-বিএনপির সমর্থক, বিরোধী দলের সমর্থক, দলনিরপেক্ষ নাগরিক, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং দেশের ভেতরে ও বাইরে অবস্থানকারী সব বাংলাদেশির অভিভাবকসুলভ রাষ্ট্রপ্রধান।

রাষ্ট্রপতির প্রধান দায়িত্বগুলোর একটি হওয়া উচিত সংবিধান ও সাংবিধানিক নৈতিকতার অভিভাবক হিসাবে কাজ করা। সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সংবিধান ও আইন তাকে যেসব ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়েছে, তিনি সেগুলো প্রয়োগ ও পালন করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হলেও তার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রপতির পদটি সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন বা শুধু আনুষ্ঠানিক। রাষ্ট্রপতি সংবিধান সংরক্ষণ, রক্ষা ও সমর্থনের শপথ গ্রহণ করেন। এ শপথ শুধু আনুষ্ঠানিক বাক্য নয়; এটি একটি গুরুতর নৈতিক ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হলেও রাষ্ট্রপতি প্রস্তাবিত কোনো সিদ্ধান্তের আইনগত ভিত্তি, সাংবিধানিক গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্ভাব্য জাতীয় পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

রাষ্ট্রপতিকে সরকার ও সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে মনে করিয়ে দিতে হবে, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া কিংবা সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সীমাহীন ক্ষমতার অনুমোদন নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল রাষ্ট্রের শত্রু নয়; বরং বিরোধী দল জবাবদিহি, ভারসাম্য ও বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তার অপরিহার্য অংশ। একইভাবে, সরকারের সমালোচনা করা রাষ্ট্রবিরোধিতা নয়। একজন কার্যকর রাষ্ট্রপতি এ ধরনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় নৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারেন। বিভিন্ন সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। যেসব নিয়োগে তার আনুষ্ঠানিক, সাংবিধানিক কিংবা পরামর্শমূলক ভূমিকা রয়েছে, সেখানে দলীয় আনুগত্যের চেয়ে যোগ্যতা, সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরকে প্রতিটি সরকারি প্রস্তাবের স্বয়ংক্রিয় অনুমোদনে পরিণত করা উচিত নয়। সাংবিধানিকভাবে কোনো পরামর্শ মানতে বাধ্য হলেও তিনি তার আইনগত ভিত্তি ও জনস্বার্থের দিকটি পরীক্ষা করতে পারেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসে তার দায়িত্ব শুধু নথিতে স্বাক্ষর করা নয়; তার দায়িত্ব হলো নিশ্চিত হওয়া যে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগুলো সংবিধান, আইন ও জনস্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমা প্রদর্শন, দণ্ড স্থগিত, হ্রাস বা পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষমতা অত্যন্ত সতর্কতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। দলীয়ভাবে প্রভাবশালী অপরাধী, ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক কিংবা বিশেষ মহলের স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের সুযোগ ব্যবহার করা হলে বিচারব্যবস্থা ও আইনের শাসনের প্রতি মানুষের আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতিটি আবেদন অপরাধের প্রকৃতি, আদালতের পর্যবেক্ষণ, মানবিক পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক জনস্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত।

সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে বাহিনীগুলোর পেশাদারত্ব, শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা রক্ষায় ভূমিকা রাখতে হবে। কোনোভাবেই সশস্ত্র বাহিনীকে দলীয় রাজনীতিতে জড়ানো কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা হবে বাহিনীর সাংবিধানিক আনুগত্য, পেশাগত দক্ষতা, আধুনিকায়ন ও গণতান্ত্রিক বেসামরিক কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রপতির উচিত প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্য দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। গুরুতর রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে তিনি বঙ্গভবনকে নিরপেক্ষ আলোচনার স্থান হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তিনি হয়তো নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবেন না, কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধ সহিংসতায় রূপ নেওয়ার আগেই পক্ষগুলোর মধ্যে সংলাপের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। সব পক্ষের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং সমঝোতার পথ খুঁজতে সহায়তা করা একজন রাষ্ট্রপতির অত্যন্ত মূল্যবান অবদান হতে পারে।

নতুন রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হতে হবে। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক বিভাজনে আক্রান্ত। এখানে অনেক জাতীয় প্রশ্নকেও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলের উচিত মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে স্বীকৃত জাতীয় অবদানকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। ইতিহাসকে কোনো নির্দিষ্ট দলের সম্পত্তিতে পরিণত না করে মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের ত্যাগকে সম্মান জানাতে হবে। জাতীয় দিবস ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলো যেন বিভাজনের পরিবর্তে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ করে, সেদিকে তাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, গণপিটুনি, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, দুর্নীতি, বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে তাকে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় আক্রান্ত হলে তাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতিগত কিংবা সামাজিক পরিচয় বিবেচনা না করে রাষ্ট্রপতির উচিত পাশে দাঁড়ানো। নির্বাহী ক্ষমতা অন্যত্র, এ অজুহাতে নীরব থাকলে চলবে না। রাষ্ট্রপতির সময়োচিত বক্তব্য জনগণকে আশ্বস্ত করতে, প্রশাসনকে দায়িত্বশীল করতে এবং জাতির সামনে একটি নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার সামনে মূল চ্যালেঞ্জ হলো-সক্রিয় থাকবেন, কিন্তু ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করবেন না; স্বাধীন বিবেচনার পরিচয় দেবেন, কিন্তু অযথা সংঘাত সৃষ্টি করবেন না; প্রভাবশালী হবেন, কিন্তু দলীয় পক্ষপাত করবেন না। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেই তিনি রাষ্ট্রপতি পদের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। একজন রাষ্ট্রপতিকে কার্যকর হতে সীমাহীন নির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। নৈতিক কর্তৃত্ব, সাংবিধানিক জ্ঞান, ব্যক্তিগত সততা, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং সংকটময় মুহূর্তে সত্য কথা বলার সাহস-এসব গুণ রাষ্ট্রপতির পদকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারে। যে রাষ্ট্রপতি কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া শুধু কাগজে স্বাক্ষর করেন, তিনি হয়তো 'কাগুজে বাঘ' হিসাবেই বিবেচিত হবেন। কিন্তু একজন বিবেকবান ও সাহসী রাষ্ট্রপতি জাতির সাংবিধানিক বিবেক হয়ে উঠতে পারেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার রাজনৈতিক জীবনের বড় একটি সময় গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচন, জবাবদিহিমূলক সরকার এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে কাটিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে এখন তার সামনে সেই নীতিগুলো দলমত-নির্বিশেষে বাস্তবে ধারণ করার সুযোগ ও দায়িত্ব এসেছে। তিনি বঙ্গভবনের জাঁকজমক, আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি কিংবা দীর্ঘ বক্তৃতার জন্য ইতিহাসে মূল্যায়িত হবেন না। মানুষ তাকে বিচার করবে-তিনি সংবিধান ও ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কিনা, দলীয় প্রভাবের ঊর্ধ্বে থাকতে পেরেছিলেন কিনা, সংকটে মানুষের পাশে ছিলেন কিনা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন কিনা। তিনি প্রমাণ করতে পারেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো নির্বাহী ক্ষমতাকেন্দ্র নন; আবার রাষ্ট্রের নীরব অলংকার কিংবা শুধুই আনুষ্ঠানিক পদধারীও নন। তিনি সংবিধানের সম্মানিত অভিভাবক, জাতীয় সংকটে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী এবং বাংলাদেশের সব নাগরিকের সম্মিলিত মর্যাদা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

সিলেটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : গণঅভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া অস্ত্রের একটি অংশ উদ্ধার হয়নি

সিলেট অফিস : সিলেটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ। অপরাধ সংঘটিত হলে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সতর্কতামূলক ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম জোরদার করতেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার সিলেট সার্কিট হাউসে জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও উন্নয়নসংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব নির্দেশ দেন।

সন্ত্রাস দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সরকারের অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গণঅভ্যুত্থানের সময় বিভিন্ন থানা ও কারাগার থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি অংশ এখনও উদ্ধার হয়নি। এসব অস্ত্র ভবিষ্যতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। লুট হওয়া অস্ত্র, অবৈধ অস্ত্র এবং নির্ধারিত সময়ে জমা না দেওয়া অস্ত্র উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

সিলেটের পাথর কোয়ারি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বালু, পাথর ও অন্যান্য খনিজসম্পদ আহরণসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে পরিবেশ, স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান, আদালতের রায় এবং দেশের প্রয়োজন-সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি, পরিবেশবিষয়ক দপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বালু-পাথর ব্যবসার সঙ্গে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান জড়িত। একইসঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাও জরুরি।

সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, সম্প্রতি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের নতুন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে মাদকের শীর্ষ ৫০ ব্যবসায়ীর তালিকা প্রণয়ন করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ অভিযান পরিচালনা করা গেলে এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে পরিস্থিতির দৃশ্যমান পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

সভায় সংসদ সদস্য এম এ মালিক, মুফতি আবুল হাসান ও অ্যাডভোকেট এমরান আহমেদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ সুরমায় ১৮৮ একর জমিতে নতুন বিসিক শিল্পনগরী

সিলেট অফিস : সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শাহপরাণ (রহ.) বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় প্রস্তাবিত ১৮৮ একর জমির নতুন বিসিক শিল্পনগরীর স্থান পরিদর্শন করেছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বলেন, সাধারণ স্পেস ও অন্যান্য সুবিধা বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত এই বিসিক শিল্পনগরীতে প্রায় ১১০ একর জমিতে নিট প্লট বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হবে। শিল্পের আকারের ওপর ভিত্তি করে প্লটের সংখ্যা নির্ধারিত হবে। সড়ক কর্তৃপক্ষের সাথে ইতোমধ্যে কথা হয়েছে, বাইপাসের বর্তমান সড়কটি ভবিষ্যতে ৬ লেনের মহাসড়কে উন্নীত হচ্ছে, যার ডিপিপি তৈরির কাজ চলছে। এটি ঢাকা-সিলেট মূল মহাসড়কের একটি বিকল্প মহাসড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

তিনি বলেন, এই নতুন বিসিকটি ৩ কিলোমিটার সংযোগ সড়কের মাধ্যমে দক্ষিণ সুরমার গোটাটিকর ও আলমপুরের বিদ্যমান বিসিক শিল্পনগরীর সাথে যুক্ত করা হবে। কাছেই রেললাইন, গ্যাস লাইন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন রয়েছে এবং পাশে জলাশয় থাকায় এটি শিল্পনগরীর জন্য একটি আদর্শ স্থান। সিলেটের স্থানীয় ও প্রবাসী বিনিয়োগকারী সহ দেশের সর্বস্তরের উদ্যোক্তারা এখানে বিপুল সংখ্যায় বিনিয়োগ করবেন বলে আমরা আশাবাদী। নতুনভাষা শেখার রিসোর্স ব্যবহার করা

আইটি ও ডিজিটাল খাতের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "হাইটেক পার্কের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আগামী মাসের প্রথম শনিবারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টাকে সাথে নিয়ে পুনরায় সিলেট পরিদর্শন করব। সেখানে একটি এআই ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করে নতুন ফ্রিল্যান্সার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য কম সুদে ঋণ, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে সরকার।

পরিদর্শনকালে সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, শিল্প সচিব আব্দুন নাসের খান, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিউক) চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীম, বিসিক এর চেয়ারম্যান বেনজীর আহমেদ টিটু, সিলেটের জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ নুরের জামান চৌধুরী, বিসিকের জিএম প্লানিং ড. ফরহাদ আহমেদ, বিসিক সিলেট জেলা কার্যালয়ের ডিজিএম প্রকৌশলী ম. সুহেল হাওলাদার, মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরীসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটে আকাশপথে জট খুলেছে, সালাম এয়ারের যাত্রা শুরু

সিলেট অফিস : আট বছর পর সিলেটের আকাশপথে জট খুলেছে। ফ্লাই দুবাই বন্ধ হওয়ার পর কোনো বিদেশি উড়োজাহাজ কোম্পানি এ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করেনি। ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে কেবল বাংলাদেশ বিমানই যাত্রী পরিবহন করছিল। তবে দাবি ছিল- সিলেটের আকাশপথ সবার জন্য খুলে দেয়া। এতে বাড়বে প্রতিযোগিতা, কম যাতায়াত ব্যয়ও। যাত্রীরা পাবে সুবিধা। এ দাবির প্রতি সম্মান জানিয়েছে বর্তমান সরকার। কয়েক মাস আগে সিলেটে একটি অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির শুনিয়েছিলেন আশার বাণী। তিনি সিলেটের আকাশ সবার জন্য খুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তার সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটলো মঙ্গলবার। সিলেট থেকে ফ্লাইট অপারেট করেছে ওমানভিত্তিক সালাম এয়ার।

এখন থেকে সপ্তাহে তিন দিন সিলেট-মাস্কাট রুটে ফ্লাইট চলাচল করবে। এভিয়েশন সূত্র জানিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরে সিলেট থেকে ফ্লাইট অপারেট করতে যাচ্ছে এয়ার এরাবিয়া। এ ব্যাপারে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এরপর আগামী বছর প্রথম দিকে ফ্লাইট শুরু করতে পারে ফ্লাই দুবাইও। এই তিন কোম্পানির উড়োজাহাজ সিলেট থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করলে সিলেটের শ্রমিক সহ ওমরাহ যাত্রীরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এখন পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আধুনিকায়নের কাজ চলছে।

ফলে এখন থেকে বাইরের উড়োজাহাজ কোম্পানির ফ্লাইট চলাচল করতে কোনো অসুবিধা নেই। বাংলাদেশ বিমান মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও বৃটেন রুটে এই বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইট অপারেট করছে। বৃটেনের ম্যানচেস্টার ও হিথ্রো থেকে ফ্লাইট আসে সিলেটে। আবার সিলেট থেকে ওইসব রুটে যায়ও। ফলে বৃটেন যাত্রীরা স্বস্তি পেলেও অস্বস্তির মধ্যে এখনো রয়েছেন আমেরিকা রুটের যাত্রীরা। সরাসরি সিলেটে আসার সুযোগ এখনো তাদের জন্য তৈরি হয়নি। তবে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে সিলেট রুটে ফ্লাইট চালু হওয়ার পর আমেরিকা রুটের যাত্রীরা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। ঢাকায় না এসে তারা আমেরিকা বা কানাডা থেকে এমিরেটস ব্যবহার করে দুবাই এসে ফ্লাই দুবাইয়ের মাধ্যমে সিলেট আসতে পারতেন।

এতে করে যাত্রা শুরুর পর থেকে ফ্লাই দুবাইয়ের প্রতি ওই রুটের যাত্রীদের চাহিদা বেড়ে যায়। এক বছর ফ্লাইট চালুর পর জটিলতা দেখা দেয়ায় ফ্লাই দুবাই সিলেট রুটে অপারেট বন্ধ করে দেয়। যদিও তখন ফ্লাই দুবাই ঘোষণা দিয়েছিল- যাত্রী কমে যাওয়ায় তারা ফ্লাইট অপারেট বন্ধ করে দিচ্ছে। তবে ফ্লাই দুবাই সিলেট থেকে দুবাই ও শারজাহ রুটে ফ্লাইট অপারেট করেছিল। ওই সময় তাদের টিকিটের মূল্য কম ছিল। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকতে গিয়ে বিমানও একই সময় টিকিটের দাম কমিয়ে দেয়। পরে যখন ফ্লাই দুবাই বন্ধ করে দেয়, তখন বিমান তাদের ভাড়া পূর্বের জায়গায় নিয়ে যায়। সালাম এয়ার ফ্লাইট চালু করায় ফ্লাই দুবাই আরব আমিরাত রুটে ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে। আর এয়ার এরাবিয়া শারজাহ রুটে ফ্লাইট শুরু করতে যাচ্ছে। সালাম এয়ারের সিলেট রিজিওনাল ম্যানেজার সেলিম আল রাজি মানবজমিনকে জানিয়েছেন, সালাম এয়ার সিলেট থেকে মাস্কাট রুটে ফ্লাইট অপারেট করছে।

গতকাল সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে ওমানের মাস্কাট থেকে প্রথম ফ্লাইটটি ১৩৩ জন যাত্রী নিয়ে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে। এ সময় রানওয়েতে ওই ফ্লাইটকে এভিয়েশন রুলস অনুযায়ী ওয়াটার স্যালুটেশন দেয়া হয়। ওই ফ্লাইটটি সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে ২২৩ জন যাত্রী নিয়ে মাস্কাটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। তিনি বলেন, এখন থেকে সপ্তাহে শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সিলেট-মাস্কাট রুটে ফ্লাইট চলবে। আগামী মাস থেকে সপ্তাহে ৫ দিন এবং পরবর্তীতে সপ্তাহে ৭ দিন ফ্লাইট চালু করার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। প্রথম ফ্লাইটটির সিট সব বুকিং ছিল বলে জানান তিনি। এদিকে, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন বোর্ডিং ব্রিজ সম্বলিত যাত্রী লাউন্স নির্মাণ করা হচ্ছে। কার্গো হাউজের কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ফলে কার্গো বিমান অপারেট করারও প্রতিবন্ধকতা দূর করা হচ্ছে। বৃটেনের পথে কার্গো বিমান চলাচল করবে বলে আশা করছেন সরকারের সংশ্লিষ্টরা।

সিলেটে হামে এক মাসে ৪১ মৃত্যু

সিলেট অফিস : কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না সিলেটে হামের প্রকোপ। মৃত্যু ও হাসপাতালে ভর্তির এই ধারাবাহিকতায় সিলেটে হামের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়ছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ডা. মো. মাহবুবুল আলম।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেটে হামের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ টিকা ক্যাম্পেইন চালিয়েও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বরং

ক্যাম্পেইনের পরের মাসগুলোতে বেড়েছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। চলতি বছরের ৬ এপ্রিল সিলেটে হামে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এরপর এপ্রিল মাসে ১৫, মে মাসে ৪৬, জুনে ২২, জুলাইয়ে ৩০ এবং আগস্টে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যাও দ্রুত বেড়েছে। এপ্রিলের ১০৭ জন থেকে আগস্টে নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১ জনে। অর্থাৎ মাত্র পাঁচ মাসে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ।

স্বাস্থ্য বিভাগের মাসভিত্তিক হিসাবে, এপ্রিল শেষে নিশ্চিত হাম রোগী ছিল ১০৭ জন। মে মাস শেষে তা দাঁড়ায় ১৬৫ জনে, জুনে ৩৮৬, জুলাইয়ে ৬৪৯ এবং আগস্ট শেষে ১ হাজার ৩১ জনে পৌঁছে। অর্থাৎ এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী ধারা থামেনি; বরং জুনের পর তা আরও দ্রুত হয়েছে। আগস্টে এক মাসেই নতুন করে ৩৮২ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আগস্টের শেষে মোট শনাক্ত ১ হাজার ৩১ জনে পৌঁছানোর অর্থ, বছরের প্রথম আট মাসের প্রায় ৩৭ শতাংশ রোগী শনাক্ত হয়েছেন শুধু এই এক মাসে।

মৃত্যুর পরিসংখ্যানও পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরছে। ৬ এপ্রিল প্রথম মৃত্যুর পর এপ্রিলে ১৫, মে মাসে ৪৬, জুনে ২২, জুলাইয়ে ৩০ এবং আগস্টে ৪১ জন মারা গেছেন। অর্থাৎ এপ্রিল থেকে আগস্ট- মাত্র পাঁচ মাসে মৃত্যু হয়েছে ১৫৪ জনের। আগস্টের ৪১ মৃত্যু জানুয়ারি-আগস্টের মোট মৃত্যুর প্রায় ২৭ শতাংশ।

মাসব্যাপী টিকা ক্যাম্পেইন, তবু কমেনি হাম:

হাম নিয়ন্ত্রণে ২১ এপ্রিল থেকে ২১ মে পর্যন্ত সিলেট বিভাগে মাসব্যাপী বিশেষ টিকা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। শিশুদের টিকার আওতা বাড়িয়ে দ্রুত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্য ছিল এ উদ্যোগের। স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা তখন ক্যাম্পেইনের পর এক মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র হয়েছে উল্টো। ক্যাম্পেইনের পর জুন, জুলাই ও আগস্টে হাম শনাক্তের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে; মৃত্যুও থামেনি।

হামের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে না আসার পেছনে শিশুদের টিকাদানে অনীহাকে বড় কারণ হিসেবে দেখছেন সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সিলেটে হাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বরং হামে মৃত্যু ও আক্রান্ত ক্রমশ বাড়ছে। এর মূল কারণ ভ্যাকসিন না নেওয়া। এখনো অনেক অভিভাবক শিশুদের হামের ভ্যাকসিন নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এমনকি সিসিকের স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও ভ্যাকসিন দিতে পারছেন না।

তিনি আরও বলেন, হাম আক্রান্ত শিশুদের অধিকাংশই ভ্যাকসিন নেয়নি। এ অবস্থা চলতে থাকলে হাম আরও বাড়বে। হামের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণে শিশুদের পাশাপাশি বয়স্করাও আক্রান্ত হচ্ছেন। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের জন্য ঝুঁকি আরও বাড়ছে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই ফের দুই শিশুর মৃত্যু:

একদিন মৃত্যুহীন থাকার পর সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনেই ফের হামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন দুই শিশুর মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যাওয়া ৫ মাস বয়সী শিশু আয়ান সিলেট সদর উপজেলার এবং শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে মারা যাওয়া ১ বছর ২ মাস বয়সী শিশু ইব্রাহিম হবিগঞ্জ সদর উপজেলার বাসিন্দা।

একই সময়ে নতুন করে ১৪৮ জন সন্দেহজনক হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ফলে বর্তমানে বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৯৯ জন সন্দেহজনক হাম রোগী। অর্থাৎ একদিনেই গড়ে প্রতি ১০ মিনিটে একজনের বেশি সন্দেহজনক হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। নতুন করে কোনো নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত না হলেও এত বিপুলসংখ্যক রোগীর হাসপাতালে ভর্তি এবং দুই শিশুর মৃত্যুতে সেপ্টেম্বরের শুরুতেই পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বশেষ হিসাবে, ১ জানুয়ারি থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিলেট বিভাগে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৩১ জন। এর মধ্যে সিলেটে ৩৬৬, সুনামগঞ্জে ৩৫৭, মৌলভীবাজারে ১৫৮ এবং হবিগঞ্জে ১৫৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হিসাবে সিলেটে ৬১, সুনামগঞ্জে ৫৯, হবিগঞ্জে ২১ এবং মৌলভীবাজারে ১৩ জন মারা গেছেন। মোট ১৫৪ মৃত্যুর মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগে ১০ জন এবং হামের উপসর্গ নিয়ে ১৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, একদিন মৃত্যুহীন থাকার পর ফের দুই শিশুর মৃত্যু এবং প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক সন্দেহজনক রোগীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উদ্বেগজনক। টিকাদানের আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি টিকা না নেওয়া শিশুদের শনাক্ত করে দ্রুত টিকার আওতায় আনা, অভিভাবকদের সচেতন করা এবং আক্রান্ত শিশুদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা জরুরি। আগস্টে সংক্রমণ ও মৃত্যুর যে ভয়াবহ চিত্র দেখা গেছে, সেপ্টেম্বরের শুরুতেই নতুন মৃত্যুর ঘটনা সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সিলেটে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সিলেট অফিস : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচি ছিল জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জনের কর্মসূচি। ভবিষ্যতে কোনো সামরিক স্বৈরাচার, স্বৈরাচারী শক্তি বা ফ্যাসিবাদের উত্থান যাতে না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি মঙ্গলবার সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সিলেট জেলা বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য এসব কথা বলেন। বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এমপি এসময় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেন এবং পরবর্তীতে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে রক্ষা করেন। বিএনপি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং উৎপাদনমুখী রাজনীতির সূচনা করেন। সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় নেতৃত্বে পরিণত হন এবং ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষা ও যুব উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএনপি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আবার গণতন্ত্র ফিরে পেয়েছে। এখন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও সাম্যভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ চলছে। বিএনপির আদর্শ হলো সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'-এর আলোকে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সময় তিনি দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে কি না- এমন প্রশ্নের সময়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের হাল ধরে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃষি, শিল্প ও খাদ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন খাতে তাঁর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দেশের অগ্রযাত্রার ভিত্তি তৈরি করে। তিনি বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমানের অনুসারী হিসেবে তাঁর স্থাপিত উচ্চমান বজায় রেখে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করা দায়িত্ব। জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে অর্থনীতি, জ্বালানি ও আইনশৃঙ্খলাসহ দেশের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সরকার কাজ করবে।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমেদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা এম এ মালিক, এমপি, বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবুল কাহের চৌধুরী শামীম, কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক ও অ্যাডভোকেট হাদিয়া চৌধুরী মুন্নিসহ সিলেট জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার দুপুরে সিলেট মহানগর বিএনপির উদ্যোগে নগরীর রেজিস্ট্রারী মাঠ থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য এবং বাণিজ্য, শিল্প, পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

RCCM
Charity Reg. No. 1140526

Redcoat Community Centre & Mosque
256 Stepney Way, London E1 3DW
T: 0207 790 8577
E: redcoatcommunitycentre@googlemail.com

Recruitment Advert

Position: Second Imam (Muazzin) **Location:** Redcoat Community Centre & Mosque(RCCM), Stepney

Employment Type: Full -Time **Salary:** Negotiable

Applicants must be fluent in both Bengali and Arabic. Fluency in English will be considered an advantage
RCCM is seeking to appoint a dedicated and knowledgeable Second Imam to join our team. This is an excellent opportunity to contribute to a vibrant and growing community.

Application process: Interested candidates are invited to send their **CV** to redcoatcommunitycentre@googlemail.com by 10th September 2026.

Please note that the job's key responsibilities will be shared at a later stage with shortlisted candidates only. For further details please contact: 02077908577 or 07853248067

হাসি মুখে আদালত থেকে কারাগারে আ. লীগ নেতা পল্লব

সিলেট অফিস : ঢাকায় গ্রেফতার হওয়ার পর রাতেই সিলেটে আনা হয় সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদের দুইবারের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম পল্লবকে। পরদিন তোলা হয় সিলেটের আদালতে। আদালত চত্বরে গাড়ি থেকে নেমে পুলিশের ব্যাপক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এজালাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।

আর ঠিক তখনি গাড়ি থেকে নেমে এজালাস পর্যন্ত হাসিমুখে যান তিনি। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালতের নির্দেশে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এসময় তিনি এজালাস থেকে বের হয়ে আবারও গাড়ি পর্যন্ত হাসিমুখে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে উঠেন। বলছিলাম সম্প্রতি ঢাকায় গ্রেফতার হওয়া সিলেটের বিয়ানীবাজারের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম পল্লবের কথা।

জানা গেছে, শনিবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে আবুল কাশেম পল্লবকে গ্রেফতার করে ডিএমপির ভাটারা থানার পুলিশ। ওই সময় তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে একজন রোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। গ্রেফতারের পর রাতেই তাকে বিয়ানীবাজার থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে পুলিশের একটি দল তাকে নিয়ে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হয়।

সোমবার (৩১ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে আবুল কাশেম পল্লবকে সিলেট আদালতে হাজির করা হয়। এসময় আদালত চত্বরে তাকে ঘিরে ছিল পুলিশের ব্যাপক নিরাপত্তা। প্রিজন ভ্যান থেকে নামার পর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তাকে এজলাসে নেওয়া হয়। পুরো সময়টিতেই তাকে হাসিমুখে দেখা যায়। আদালতে দীর্ঘ শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত। পরে এজলাস থেকে বের হয়ে পুলিশের নিরাপত্তায় আবারও গাড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানেও হাসিমুখেই প্রিজন ভ্যানে ওঠেন আবুল কাশেম পল্লব।

বিয়ানীবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জাফর

মোহাম্মদ মাহফুজুল কবির বলেন, ঢাকায় গ্রেফতার হওয়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম পল্লবকে দুটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টার দিকে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে আদালত তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে শনিবার রাত ১১টার দিকে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ডিএমপির ভাটারা থানার পুলিশ। এভারকেয়ার হাসপাতালে রোগী দেখতে যাওয়ার সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাতেই তাকে বিয়ানীবাজার থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হলে পুলিশের একটি দল তাকে নিয়ে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হয়।

ফেঁসে যাচ্ছেন আসিফ মাহমুদ

পছন্দের জায়গায় পোস্টিং বা পদায়নের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক।

আকতারুল ইসলাম জানান, তাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগে অনুসন্ধান করা হচ্ছে সেগুলো হলো- ৩৮ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার চলতি দাযত্ত্বি বাতিল এবং পদায়ন করে ৭৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ১৫০ জন সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তারা পদোন্নতিতে দেড় কোটি টাকার দুর্নীতি এবং পদোন্নতির প্রাপ্তদের পছন্দের জায়গায় পদায়ন মোট দুই কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে।

শরণার্থী সুরক্ষা কমানোর

শেষ পর্যন্ত তারা সুরক্ষা পাওয়ার পর নতুন জীবন গড়ে তোলার সুযোগ পেলেও মাত্র ৩০ মাস পর তাদের অবস্থান পুনরায় পর্যালোচনার আওতায় আসতে পারে। এতে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পরিবার ও স্থিতিশীল জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।

দ্রুত শুনানির আবেদন অ্যাসাইলাম এইড জানিয়েছে, মামলাটির শুনানি যত দ্রুত সম্ভব করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সংস্থাটির পক্ষে ফ্রেশফিল্ডস কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই আইনি প্রতিনিধিত্ব করছে।

অন্যদিকে, ডানকান লুইস সলিসিটর্সও শরণার্থীদের থাকার অনুমতির মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে ৩০ মাস করার সরকারি সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিও আদালত থেকে মামলা এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি পেয়েছে।

ডানকান লুইস সলিসিটর্স জানিয়েছে, তাদের মামলাটি ৪ নভেম্বর ২০২৬ অথবা তার পর যত দ্রুত সম্ভব শুনানির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই বিষয়ে করা অন্যান্য মামলার সঙ্গে বিষয়টি একসঙ্গে শুনানি হতে পারে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদালতের

শরণার্থীদের জন্য ৩০ মাসের নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আইনি লড়াই এখন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আদালতের শুনানিতে সরকারের নতুন নীতি আইনসম্মত কি না এবং পাঁচ বছরের পরিবর্তে ৩০ মাসের সুরক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে কি না- এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হতে পারে।

তবে আদালত মামলা শুনানির অনুমতি দিয়েছেন মানেই সরকারের সিদ্ধান্ত অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে-এমন নয়। শুনানির অনুমতি কেবল মামলাটি আদালতে পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনার সুযোগ তৈরি করেছে। সরকারের নতুন নীতি আইনসম্মত কি না এবং তা বহাল থাকবে কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদালতের শুনানি ও রায়ের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে।

তারেক রহমানের নামে

তথ্য অবহিত করেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত করতে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) মাধ্যমে একটি সমন্বিত ফ্যাক্টচেকিং ও তথ্য যাচাই কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। পিআইডির প্রধান কার্যালয়ে গঠিত 'ফ্যাক্ট চেকিং ও গুজব প্রতিরোধ কমিটি' সার্বক্ষণিকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কমিটির নির্দেশনায় পিআইডির প্রধান কার্যালয় এবং বিভাগীয় শহরগুলোর আঞ্চলিক তথ্য অফিসগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মনিটর করছে। অপতথ্য বা গুজব শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ফ্যাক্টচেক বার্তা ও স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং গণমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্য সংস্থা পিআইবিও গুজব মোকাবিলায় ফ্যাক্টচেকিং ও মিডিয়া অ্যানালাইসিস কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংসদে উপস্থাপিত তথ্যানুযায়ী, পিআইবির ফ্যাক্টচেকিং ইউনিট বাংলাফ্যাক্ট এ পর্যন্ত ৮৬০টি ফ্যাক্টচেক, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং ভিডিও বা রিল প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মোট ৩০৬টি ফ্যাক্টচেক সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ইউনিটটি প্রতিদিন গড়ে ৩ থেকে ৫টি দাবির সত্যতা যাচাই করে সে অনুযায়ী প্রতিবেদন ও ভিডিও কনটেন্ট প্রকাশ করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে নিয়মিত মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে এবং মিথ্যা তথ্যের বিপরীতে সঠিক সরকারি তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ভুয়া অনলাইন অ্যাকাউন্ট ও পেজ শনাক্তের পাশাপাশি সাংবাদিকদের দক্ষতা বাড়াতেও সরকার কাজ করছে বলে সংসদে জানানো হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ৬৪ জেলায় ১৪১টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে ৬ হাজার ৭৭৪ জন সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে পিআইবি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৭৩৯ জন সাংবাদিক অংশ নেন, যার মধ্যে ১৪টি প্রশিক্ষণ ছিল ডিজিটাল সাংবাদিকতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ফ্যাক্টচেকিং বিষয়ের ওপর।

বাংলাদেশ থেকে ৬ মাসে ২

বলেছেন। মন্ত্রী তাকে নিশ্চিত করেছেন যে, সম্প্রতি একটি বিদেশি মিডিয়ায় প্রচারিত দুই লাখ কর্মী নিয়োগের বিষয়টি কোনো অফিসিয়াল সিদ্ধান্তের অংশ নয়। বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী (প্রতিমন্ত্রী) এক সভায় এই বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন, যা বাংলাদেশ সরকারেরও কোনো গ্যাজেট বা চূড়ান্ত কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে না।

৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসার

ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল না হন বা অবৈধভাবে সরকারি কল্যাণমূলক সুবিধা ব্যবহার না করেনড়তা নিশ্চিত করা। স্থগিতাদেশ চলাকালে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর আবেদনকারীরা ভিসার আবেদন জমা দিতে ও সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে পারতেন।

এখন স্থগিতাদেশ আর কার্যকর না থাকায়, আবেদনকারীরা নিয়ম অনুযায়ী অভিবাসী ভিসা আবেদন করতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারবেন।

যে দেশগুলো স্থগিতাদেশের তালিকায় ছিল : আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহামাস, বাংলাদেশ, বার্বাডোস, বেলারুশ, বেলিজ, ভুটান, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, কলম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, কিউবা, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিকা, মিসর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, ঘানা, গ্রেনাডা, গুয়াতেমালা, গিনি, হাইতি, ইরান, ইরাক, জ্যামাইকা, জর্ডান, কাজাখস্তান, কসোভো, কুয়েত, কিরগিজস্তান, লাওস, লেবানন।

আরও ছিললাইবেরিয়া, লিবিয়া, মলদোভা, মঙ্গোলিয়া, মন্টেনেগ্রো, মরক্কো, নেপাল, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, উত্তর মেসেডোনিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডিনস, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সাউথ সুদান, সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেন।

৭৫ দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা দেয়া স্থগিত রাখার ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি বাতিল করে ২১ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট আদালত একটি রায় দেন। রায়ে বিচারক জ্যানেট ভার্গাস বলেন, জানুয়ারিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর অভিবাসী ভিসা আবেদন-সংক্রান্ত যে নীতি ঘোষণা করেছিল, সেটি 'স্পষ্টতই বেআইনি'। নীতিটি কেন্দ্রীয় অভিবাসন আইনেরও পরিপন্থী। রায়ে আরও বলা হয়েছিল, বিদ্যমান আইনে অভিবাসী ভিসার আবেদনপ্রক্রিয়ায় কনস্যুলার কর্মকর্তাদের ওপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সীমিত করা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তার আইনগত এখতিয়ারের সীমা ছাড়িয়ে ওই নীতি গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে আবেদন যাচাই করে কোনো ব্যক্তিকে ভিসা দেয়া হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত নেন সংশ্লিষ্ট ভিসা কর্মকর্তারা।

এমপি পদ থেকেও সরে

সমাপ্তি ঘটল।

ফেসবুকে প্রকাশিত বিবৃতিতে স্টারমার উল্লেখ করেন, গ্রীষ্মের অবকাশকালীন সময়ে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছেন এবং তার মনে হয়েছে সংসদীয় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। টানা ১১ বছর ধরে হলবর্ন অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাস আসনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাকে তিনি নিজের জন্য 'সম্মান ও সৌভাগ্য' বলে অভিহিত করেন।

সংসদ সদস্যের পদ ছাড়লেও রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন না স্টারমার। ভবিষ্যতে বৈশ্বিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বেশি সময় দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি জানান, আগামী দিনগুলোতে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, বৈশ্বিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করছেন। এর পাশাপাশি নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর সহিংসতা বন্ধে তার দীর্ঘদিনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ চালিয়ে যাবেন। বিবৃতিতে তিনি যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম ও ক্ষমতাসীন লেবার সরকারের প্রতি নিজের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

পেশায় জ্যেষ্ঠ আইনজীবী (ব্যারিস্টার) কিয়ার স্টারমার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের পাবলিক প্রসিকিউশনসের পরিচালক (ডিপিপি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে দীর্ঘদিনের লেবার এমপি ফ্রাঙ্ক ডবসনের উত্তরসূরি হিসেবে হলবর্ন অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাস আসন থেকে প্রথমবারের মতো পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের পর ২০২০ সালের ৪ এপ্রিল জেরেমি করবিনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে লেবার পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্টারমার। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ৪ জুলাইয়ের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টিকে চার শতাধিক আসনে ঐতিহাসিক জয় এনে দিয়ে কনজারভেটিভ পার্টির টানা ১৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটান তিনি এবং পরদিন ৫ জুলাই দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

নিজের প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ নিয়ে স্টারমার বলেন, ২০১৯ সালের শোচনীয় অবস্থা থেকে দলকে টেনে তুলে ২০২৪ সালে বিপুল ব্যবধানে ক্ষমতায় আনা তার রাজনৈতিক জীবনের এক বড় প্রাপ্তি। নিজের কার্যকালে জাতীয় অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা, সরকারি সেবা খাতে নতুন বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং শিশু দারিদ্র্য হ্রাস করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রায় দুই বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০২৬ সালের স্থানীয় ও আঞ্চলিক নির্বাচনের ফলাফল এবং দলের অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে গত ২২ জুন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন স্টারমার। পরবর্তীতে দলীয় নির্বাচনে অ্যান্ডি বার্নহাম নতুন দলনেতা নির্বাচিত হলে গত ২০ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের কার্যালয় ছাড়েন তিনি। আর আজকের এই ঘোষণার মাধ্যমে ওয়েস্টমিনস্টারে তার সংসদীয় উপস্থিতিরও আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটল।

৯১ বছর বয়সে রেকর্ড গড়ে

বাধাই ৩ হাজার ৫৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথ অতিক্রম থেকে তাকে থামাতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বাড়াচ্ছে চীন, মিসরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন শিমধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বাড়াচ্ছে চীন, মিসরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন শি

জর্জিয়ার স্প্রিঙ্গার মাউন্টেন থেকে মেইনের মাউন্ট কাটাহডিন পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথ শেষ করতে গত ৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিম ভার্জিনিয়া থেকে হাঁটা শুরু করেছিলেন স্যান্ডারস। ট্রেইলের পরিভাষায় তাকে 'গ্রে বিয়ার্ড' নামে ডাকা হয়। গত সোমবার মেইনের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে সাইনবোর্ডের সামনে প্রার্থনায় বসেন তিনি। স্যান্ডারস বলেন, আমাকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেই হতো, সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে হতো আমার সহায়তাকারী দল ও তাদের সবাইকে, যারা আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন।

এর আগে ২০১৭ সালে ৮২ বছর বয়সে প্রথম এই রেকর্ড গড়েছিলেন স্যান্ডারস। চার বছর পর তার ৮৩ বছর বয়সী বন্ধু এম জে এবারহার্ট সেই রেকর্ড ভেঙে দিলে ফের তা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেন তিনি। প্রথমবারের যাত্রা সহজ হলেও এবারের পথ ছিল অনেক কঠিন। জুনে ভারমন্টের কিলিংটন পর্বত থেকে নামার সময় পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে হাত-পা কেটে যায় তার। আঘাতের কথা তুলে স্যান্ডারস বলেন, ভাগ্যিস কিছু ভাঙেনি, কিন্তু বেশ আঘাত পেয়েছিলাম। আমি রক্তও মুছিনি, শুধু হেঁটে গেছি। ৭১ বার আছাড় খেয়েও থামেননি: ৯১ বছর বয়সে রেকর্ড গড়ে পাহাড় জয়

কয়েক সপ্তাহ পর বাঁ হাত অবশ হয়ে গেলে তাকে মেইনের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্ট্রোকের ভয় থাকলেও পরে জানা যায় স্নায়ুতে চাপ পড়েছিল। বাড়ি ফিরে আগস্টে স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তিনি আবার ট্রেইলে নামেন।

পেনসিলভেনিয়ার পথগুলোতে হাইকার ও ভক্তদের ভালোবাসা পেয়ে আপ্লুত স্যান্ডারস বলেন, মানুষ যখন আপনার যত্ন নেয় এবং ট্রেইলে ক্যারেমেল ফ্ল্যাপে নিয়ে আসে, তখন রাস্তার পাথর কোনও বিষয়ই নয়। রেকর্ড উদ্ধার এখন আমার কাছে দ্বিতীয় বিষয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মানুষ আমার এই চেষ্টা থেকে সাহস ও অনুপ্রেরণা পাচ্ছে।

জুনে নিউ হ্যাম্পশায়ারে ১০ জন নারীর দলের নেতৃত্ব দেওয়া মেরিডিথ ইউয়েনসন স্যান্ডারসের সঙ্গে দেখা করার স্মৃতিচারণ করে বলেন, ৯১ বছর বয়সে তার ক্ষিপ্রতা ও শারীরিক ফিটনেস দেখে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। ট্রেইলে যাত্রা শুরুর আগে স্যান্ডারসের 'ভিক্টোরি ড্যান্স' দেখে তারা তাজ্জব বনে যান।

১৯৩৫ সালে জন্ম নেওয়া স্যান্ডারস ছোটবেলায় আকারে ছোট হওয়ার কারণে বুলিংয়ের শিকার হয়ে অ্যাক্রোবেটিক্স ও সাঁতারের মতো খেলায় মন দেন। পরবর্তীতে নৌবাহিনীতে চাকরি ও পার্ক অ্যান্ড রিক্রিয়েশনে দীর্ঘ ক্যারিয়ার শেষে ২০০২ সালে অবসরে যান। ৮৭তম জন্মদিনে পুরো মিসিসিপি নদী ৮৭ দিনে পাড়ি দিয়ে সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তির রেকর্ডও গড়েন তিনি। এবার ১৯ কিলোমিটারের এক পথ হাঁটার শেষে কিছুটা কাহিল হয়ে পড়লে ট্রেইলের ওপর শুয়ে পড়ে বলেন, তার একটি স্বল্প ঘুমের প্রয়োজন। আর ঠিক দুই মিনিট পরেই ঘুম থেকে উঠে তিনি ফের হাঁটতে শুরু করেন।

নেপালে আকস্মিক বন্যায় মৃতের

নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লোক বাহাদুর ছেত্রী এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, বন্যাকবলিত এলাকায় দিনরাত উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান চললেও নিহতদের অস্থায়ীভাবে দাফন শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১১ হাজার ৯৯৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ১ হাজার ১১৪টি মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে প্রায় ৩ হাজার ৯০০ জনের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

নিখোঁজ ব্যক্তিদের শনাক্তে সহায়তার জন্য তাদের নিকটাত্মীয়দের দ্রুত ডিএনএ নমুনা জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন লোক বাহাদুর ছেত্রী। নমুনা কাঠমান্ডুর মহারাজগঞ্জে নেপাল পুলিশ হাসপাতালে অথবা নিকটস্থ জেলা পুলিশ কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাবে।

এদিকে বন্যাদুর্গত এলাকায় উদ্ধার ও শনাক্তকরণে নেপালের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে ভারত, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরাও কাজ করছেন। তারা ল্যাংটাং, চিলিমে ও আপার ত্রিশূলীসহ বিভিন্ন এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলবিদ্যুৎ স্থাপনায় জমে থাকা কাদা ও বিশাল পাথর অপসারণে কাজ করছেন।

এখন পর্যন্ত ৩০০ জনের বেশি বিদেশি নাগরিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ৩৪টি দেশের প্রায় ৫৯০ বিদেশি নাগরিক এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না ভারত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য না করার কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। মঙ্গলবার ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঘিরে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের উত্তেজনার মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফর করবেন কিনা- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ভারতীয় হাইকমিশনারের ভাষ্য, আমরা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কিছু বলতে চাই না। আমাদের তা বলাও উচিত নয়। দেশের জনগণ যা ভালো মনে করেন এবং এখানের (বাংলাদেশের) নির্বাচিত সরকার যা ভালো মনে করে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

সচিবালয়ে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মঈন খান ও প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চব্বিশের আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ভারতের আশ্রয়ে আছেন। গত ৫ই আগস্ট নয়াদিল্লিতে শেখ হাসিনা একটি মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়ে সরাসরি বক্তব্য দেন। এতে বাংলাদেশ সরকার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। ওই ঘটনাকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা এবং ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে বর্ণনা করে ঢাকা। আগস্টে ঢাকায় ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কে এম শহীদুল করিম বলেছিলেন, তারেক রহমানের ভারত সফরের সম্ভাবনা নিয়ে দুই দেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যোগাযোগ করছিল। তবে তিনি বলেন, ৫ই আগস্ট নয়াদিল্লিতে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রকাশ্য বক্তব্য দেয়ার কারণে সেই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

ত্রিবেদী বলেন, দুই প্রতিবেশীর উচিত জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করা। তিনি বলেন, আমরা জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক চাই। সাধারণ মানুষের জন্য যা ভালো, তা করার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, আমরা যখন একটি স্বপ্নের কথা বলি, তখন তা বাস্তবায়নের দায়িত্বও বেড়ে যায়। আমরা প্রতিবেশী দেশ, তাই আমাদের দায়িত্ব আরও বেশি। আমরা সবসময় বলি, আমরা সমান। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়। ত্রিবেদী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতকে একে অপরের চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় নিয়ে সেই অনুযায়ী সামনে এগোতে হবে।

দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে, যেমন বাংলাদেশকেও ভারতের চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। এসব বিষয় মাথায় রেখে আমাদের সামনে এগোতে হবে। আমরা অতীতকে ভুলতে পারি না, তবে অতীতে আটকে থাকার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আমরা যদি সেখানে আটকে থাকি, তাহলে উন্নয়নমূলক কাজ এগোবে না। ভারতীয় হাইকমিশনার আরও বলেন, দুই দেশ কীভাবে তাদের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে সীতাকুণ্ড রণক্ষেত্র

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপি'র ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দলটির দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ ও রকেট লঞ্চার নিক্ষেপের অভিযোগ ওঠেছে। সংঘর্ষে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সোহাগসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এ ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের পর একটি পক্ষ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করলে প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দূরপাল্লার বাস ও পণ্যবাহী যানবাহন আটকা পড়ে যাত্রী ও চালকরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় বিএনপি'র সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর অনুসারীরা পৌরসভার এলকে সিদ্দিকী স্কয়ারে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন ও র‍্যালির আয়োজন করেন।

অপরদিকে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সালাউদ্দিনের অনুসারীরা দুপুর ২টায় উপজেলা পরিষদের বিপরীতে মুনস্টার কমিউনিটি সেন্টারে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন। এর আগে, সকাল ১১টার দিকে আসলাম চৌধুরীর অনুসারীরা কাজী সালাউদ্দিনের পক্ষের ঘোষিত কর্মসূচির স্থান দখলে নেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ সময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সীতাকুণ্ড থানা পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান নেন। পরে কাজী সালাউদ্দিনের অনুসারীরা ন্যাশনাল হাসপাতালের সামনে অবস্থান নেন। বেলা ১টার দিকে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে এলে দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে যায়। একপর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হলে পরপর ১০-১২টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এ সময় কাজী সালাউদ্দিনের অনুসারীদের লাঠিসোঁটা দিয়ে পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয় এবং ব্যানার-ফেস্টুন ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে আসলাম চৌধুরীর অনুসারীদের বিরুদ্ধে। সংঘর্ষের সময় আসলাম চৌধুরীর অনুসারীদের কয়েকজনকে অস্ত্র হাতে দেখা গেছে বলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি

করেছেন ।ডানপন্থী রাজনৈতিক মতামত বিশ্লেষণ পড়া

এদিকে সংঘর্ষের মধ্যে রকেট লঞ্চার নিক্ষেপের অভিযোগও পাওয়া গেছে। তবে কী ধরনের অস্ত্র বা বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মহাসড়ক অবরোধ, দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ: সংঘর্ষের পর দুপুর ২টার দিকে ক্ষুব্ধ হয়ে কাজী সালাউদ্দিনের অনুসারীরা সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ চলার কারণে মহাসড়কের উভয় পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি সৃষ্টি হয়। দূরপাল্লার বাস, পণ্যবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকা পড়ে। বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার এসআই মিল্টন মণ্ডল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুপুর ২টার দিকে বিএনপি'র লোকজন বাঁশবাড়িয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দূরপাল্লার যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

সীতাকুণ্ড মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মো. মাহিনুল ইসলাম বলেন, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমরা কাউকে ছাড় দেবো না। সংঘর্ষ ও মহাসড়ক অবরোধের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে কাজী সালাউদ্দিন বলেন, তার সমর্থকেরা সীতাকুণ্ড পৌরসভা মাঠে অবস্থান করছেন। তিনি নেতাকর্মীদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে আসলাম চৌধুরীর অনুসারী উপজেলা বিএনপি'র আহ্বায়ক ডা. কমল কদর বলেন, আসলাম চৌধুরী মাঠে না থাকলেও তার সমর্থক নারীরা সেখানে অবস্থান করছেন। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি শেষে আসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে সীতাকুণ্ড পৌরসভা এলাকায় আনন্দ মিছিল বের করা হয়। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মতো দলীয় কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ, অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ ও মহাসড়ক অবরোধের ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

এনআইডি পেয়েছেন ১৪ দেশের ৫৪ হাজারের বেশি প্রবাসী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রবাসে ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দেওয়ার কার্যক্রমে ১৪টি দেশের ৫৪ হাজার ৪৭৭ জন এনআইডি পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ হাজারের বেশি স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এনআইডি অনুবিভাগের আগস্ট মাসের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) ইসির এনআইডি অনুবিভাগের কর্মকর্তারা এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন অফিসারের তদন্ত শেষে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে তিন হাজার ৫৩৬টি আবেদন। তদন্ত শেষে ৫৪ হাজার ৪৭৭টি আবেদন অনুমোদন পেয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদেশে ভোটার নিবন্ধনের জন্য মোট ৯৯ হাজার ৮১৫টি আবেদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৬২ হাজার ৫৮৯ জনের বায়োমেট্রিক গ্রহণ করা হয়েছে। এখনো ৩৭ হাজারের বেশি আবেদনের বায়োমেট্রিক গ্রহণ বাকি রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। আবুধাবি ও দুবাই স্টেশনে মোট ২৪ হাজার ৮২৫টি আবেদন জমা পড়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮ হাজার ৬২১টি আবেদন এসেছে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ও বার্মিংহাম স্টেশনে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, মিশিগান, ওয়াশিংটন ডিসি ও লস

অ্যাঞ্জেলেস স্টেশনে আবেদন পড়েছে ১৮ হাজার ৪৭২টি। এ ছাড়া ইতালিতে প্রায় সাড়ে ৯ হাজার, সৌদি আরবে প্রায় সাত হাজার, কুয়েতে পাঁচ হাজার ৯২১টি এবং কাতারে চার হাজার ৮২৯টি আবেদন এসেছে।

মালয়েশিয়া থেকে আবেদন করেছেন দুই হাজারের বেশি প্রবাসী। কানাডার অটোয়া ও টরন্টো স্টেশনে তিন হাজার ৭৯৪টি এবং ওমানের মাসকাটে দুই হাজার ৫৭৩টি আবেদন পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়ায় আবেদন পড়েছে এক হাজার ৪৫৯টি। জাপানের টোকিও স্টেশনে ৩৬৫টি আবেদনের বিপরীতে বায়োমেট্রিক নেওয়া হয়েছে ২০৮টির। মালদ্বীপে ৩২৮টি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় ১৩৯টি আবেদন এসেছে। ইসির ২৭ আগস্ট পর্যন্ত করা সারসংক্ষেপে ১৪টি দেশ ও ২৪টি স্টেশনের তথ্য রয়েছে।

২০১৯ সালে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। ওই বছরের ৫ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় এবং ১৮ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে ১৪টি দেশের পাশাপাশি নতুন কয়েকটি দেশকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে ইসি। নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, সিঙ্গাপুর ও বাহরাইনকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪ আগস্ট সিঙ্গাপুরে ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। উদ্বোধনের দিন তিন প্রবাসী বাংলাদেশির হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেওয়া হয়।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.
Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

ইরানের তেল রপ্তানিতে নজিরবিহীন ধস, চাপে অর্থনীতি

পোস্ট ডেস্ক : প্রথমবারের মতো প্রায় সাত সপ্তাহ ধরে হরমুজ প্রণালি দিয়ে ইরানের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অপরিশোধিত তেল রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক বছরের নিষেধাজ্ঞায় যা সম্ভব হয়নি দেশটির নৌ অবরোধ সেটিই করে দেখিয়েছে। তেহরানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। খবর বার্তাসংস্থা রয়টার্সের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অভিযানগুলোর সময় বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও ইরানের অপরিশোধিত তেল ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতো। কিন্তু বর্তমান নৌ অবরোধের কারণে চীনে ইরানের নতুন কোনো অপরিশোধিত তেলের চালান পৌঁছাতে পারছে না। চীনই বর্তমানে ইরানের অবশিষ্ট প্রধান তেল ক্রেতা। ফলে ইরান সরকারের অর্থব্যবস্থা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ আরও বাড়ছে।

কেপলার, ভর্টেক্সা এবং ট্যাঙ্কারট্র্যাকার্স ডট কম এর তথ্য অনুযায়ী, ছয় মাসব্যাপী চলমান সংঘাতের অংশ হিসেবে গত ১৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর অবরোধ পুনর্বহাল করার পর থেকে হরমুজ প্রণালি পেরিয়ে চীনে তেহরানের কোনো অপরিশোধিত তেলের চালান সফলভাবে পৌঁছাতে পারেনি।

এর ফলে ইরান এখন এশিয়ায় ভাসমান মজুত থেকে চীনের কাছে অপরিশোধিত তেল বিক্রি করতে পারছে। কিন্তু হরমুজ প্রণালির ভেতরে ট্যাংকারে তেল জমতে থাকায় এসব ভাসমান মজুত নতুন করে পূরণ করতে পারছে না তেহরান।

ভর্টেক্সার বিশ্লেষক ক্লেয়ার জাংম্যান বলেন, '২০১৯-২০ সালে সর্বোচ্চ চাপের নিষেধাজ্ঞার সময়ও প্রতি মাসে কিছু না কিছু ইরানি অপরিশোধিত তেল হরমুজ প্রণালি দিয়ে বের হয়েছিল। কিন্তু জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে যে দীর্ঘ সময় ধরে বহির্মুখী তেল সরবরাহ প্রায় শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে, তখন এমনটা কখনো হয়নি।'প্রতিদিনের খবর পড়া

কেপলার ও ভর্টেক্সা-এর হিসাব অনুযায়ী, আগস্টে ইরান প্রতিদিন প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার থেকে ২ লাখ ৫৫ হাজার ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ও কনডেনসেট জাহাজে তুলেছে। জুলাইয়ে এই পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ লাখ ৪০

হাজার ব্যারেল এবং মার্চে প্রায় ২০ লাখ ব্যারেল।

তেল রপ্তানিতে এই ধস ইরানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস শুকিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে সরকারি ব্যয় মেটাতে তেহরানকে নতুন করে অর্থ ছাপাতে হতে পারে, যা মূল্যস্ফীতি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে কেপলার বিশ্লেষক হোমায়ুন ফালাকশাহী জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব অনুযায়ী, এ বছর ইরানে মূল্যস্ফীতির হার প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। ভেনেজুয়েলা ও সুদানের পর এটি বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির হার।

গত সপ্তাহে ওয়াশিংটন তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্য অব্যাহত রাখা দেশগুলোর ওপর চাপ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত থাকে যুক্তরাষ্ট্র। ট্যাঙ্কারট্র্যাকার্স ডট কম-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা সামির মাদানির মতে, বর্তমানে হরমুজ প্রণালির ভেতরে ইরানের ২৯টি তেলবাহী ট্যাংকার রয়েছে। এসব জাহাজে মোট ৩ কোটি ৬১ লাখ ১০ হাজার ব্যারেল অপরিশোধিত তেল রয়েছে।

ব্যবসায়ীদের মতে, ইরানি অপরিশোধিত তেল এখনো প্রকাশ্য বাজারে বিক্রির জন্য রয়েছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে চীনে সরবরাহের জন্য ইরানি তেলের চালানও প্রস্তাব করা হচ্ছে।

তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, জুলাই ও আগস্টের তুলনায় এখন বিক্রির জন্য উপলব্ধ তেলের পরিমাণ কম। কারণ উপসাগরের বাইরে ভাসমান মজুত কমে আসছে এবং নতুন করে কোনো তেল সরবরাহ সেখানে পৌঁছাচ্ছে না।

ভর্টেক্সার তথ্য অনুযায়ী, অবরোধের সীমারেখার পশ্চিমে ভাসমান মজুতে থাকা ইরানি অপরিশোধিত তেলের পরিমাণ ২৬ আগস্ট পর্যন্ত বেড়ে ৪ কোটি ১৭ লাখ ব্যারেলে দাঁড়িয়েছে। জুলাইয়ের শেষে এর পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৫ লাখ ব্যারেল।

অন্যদিকে, সমুদ্রে ভাসমান ইরানের মোট অপরিশোধিত তেলের পরিমাণ জুলাইয়ের শেষে ১৩ কোটি ৫০ লাখ ব্যারেল থেকে কমে ২৬ আগস্টে ১০ কোটি ৭০ লাখ ব্যারেলে নেমে এসেছে।

সামির মাদানি বলেন, 'চীন তাদের আশপাশের এলাকায় ভাসমান অবস্থায় থাকা যতটুকু তেল আছে, তা নিতে পারে। কিন্তু আপাতত সত্যিকার অর্থে এর বেশি কিছু করার সুযোগ নেই।'

তেল বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর খালি ট্যাংকারগুলো আর ইরানের বন্দরে ফিরতে পারছে না, কারণ অবরোধের কারণে তাদের প্রবেশে বাধা রয়েছে। ফলে এসব জাহাজ উপকূলের কাছে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকছে।

বিশ্লেষক ক্লেয়ার জাংম্যান বলেন, ইরানের তেল বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত ২৭টি ট্যাংকার বর্তমানে শ্রীলঙ্কার উপকূলে খালি অবস্থায় অপেক্ষা করছে। অবরোধের কারণে এসব জাহাজ ইরানে ফিরে যেতে পারছে না।

নেপাল-চীনে ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা ১০০০ ছাড়াল

পোস্ট ডেস্ক : নেপাল ও চীনে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়েছে। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্গত ও বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোতে পৌঁছে মানুষকে উদ্ধারে উদ্ধারকারী দলগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৯৮৭ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩ হাজার ৯১৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজদের মধ্যে ৫৮৩ জন বিদেশি নাগরিক। এদিকে চীনা কর্তৃপক্ষ রবিবার প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্যে জানিয়েছে, দেশটিতে বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এখনও ৫৪৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজদের মধ্যে ২৬১ জন বিদেশি নাগরিক।

নেপালে এখন পর্যন্ত অন্তত ১১ হাজার ৮১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বন্যা ও ভূমিধসে অনেক সড়ক ও সেতু ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে দুর্গত অনেক এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এসব এলাকায় আটকে পড়া মানুষদের কাছে পৌঁছাতে জরুরি উদ্ধারকারী দলগুলো হেলিকপ্টার ও অন্যান্য বিমান ব্যবহার করছে। উদ্ধারকারীরা এখনো দুর্গত ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোতে পৌঁছে জীবিতদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত ২৬ আগস্ট হিমালয়ের উচ্চভূমিতে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে এই বিপর্যয়ের শুরু হয়। একটি হিমবাহ ধসে বিপুল পরিমাণ পাথর, বরফ ও গলিত পানি নিচের উপত্যকায় নেমে আসে। এর ফলে ভাটির দিকে প্রচণ্ড বন্যার সৃষ্টি হয়।

স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, হিমালয়ের একটি হিমবাহের নিচের শিলাস্তর ধসে পড়ার কারণেই এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের শুরু। ধসটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, এর কম্পন ৫ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্পের মতো রেকর্ড হয়।

এরপর হিমবাহ, পাথর, বরফ ও মাটি মিশে প্রচণ্ড স্রোত ও ধ্বংসাবশেষের ঢল তৈরি হয়। এই স্রোত তিব্বত ও নেপালের উপত্যকার নদীগুলোতে গিয়ে পড়ে। এতে নদীর পানি খুব দ্রুত বেড়ে যায় এবং ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। বন্যার পানির সঙ্গে কাদা, পাথর ও ধ্বংসাবশেষ ভাটির দিকে ছুটে যায়। এতে বাড়িঘর, ভবন, রাস্তা ও সেতু ভেসে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক এলাকার চেহারা পুরোপুরি বদলে যায় এবং যোগাযোগব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মঙ্গলবার পর্যন্তও নেপাল ও চীনে নিখোঁজ থাকা হাজার হাজার মানুষের সন্ধান চলছে। বন্যায় রাস্তাঘাট ও অন্যান্য যোগাযোগব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় উদ্ধারকারী দলগুলো দুর্গত এলাকায় পৌঁছে বেঁচে যাওয়া মানুষদের সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

উদ্ধারকারীদের এখন সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হলো আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে নিখোঁজ অন্তত ৯০০ শ্রমিককে খুঁজে বের করা। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন টানেলের ভেতরে আটকা পড়েছেন।

নেপালের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাজা রাম বাসনেট জানিয়েছেন, বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় উদ্ধারকারী দলগুলো কয়েকটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বন্ধ হয়ে যাওয়া টানেলে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।

সেনাবাহিনীর প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা গেছে, উদ্ধারকারীরা অন্ধকার ও ধ্বংসাবশেষে ভরা টানেলে প্রবেশ করছেন। তারা কাদা ও পানির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং জীবিত মানুষের সন্ধানে পাথরের ওপর দিয়ে উঠছেন।

দুর্যোগ শুরু হওয়ার পর থেকেই হেলিকপ্টারে উদ্ধার অভিযানে অংশ নিচ্ছেন পাইলট বিমল শর্মা।

তিনি বলেন, তিব্বত সীমান্তের কাছে তিমুর শহরের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেছেন। শহরটিকে তিনি বহু বছর ধরে চেনেন। চীনের দিকে উদ্ধারকারী দলগুলো ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে কাজ করছিল। বিশেষ করে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া জিরং বন্দর সীমান্ত চৌকি ও এর আশপাশের এলাকায় উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে।

চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল টাইমস জানিয়েছে, কিছু উদ্ধারকারী প্রশিক্ষিত অনুসন্ধানী কুকুরের সাহায্যে পাথর ও ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবিত মানুষের কোনো চিহ্ন আছে কি না, তা খুঁজছিলেন।

অন্যদিকে, আরেকটি উদ্ধারকারী দল ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে জিরং বন্দরের দিকে যাওয়ার প্রধান মহাসড়কটি আবার চালু করার চেষ্টা করছে। সড়কটি চালু করা সম্ভব হলে দুর্গত এলাকায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, উদ্ধারকর্মী ও ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পৌঁছানো সহজ হবে।

বড় সংঘাতের পথে মধ্যপ্রাচ্য?

পোস্ট ডেস্ক : এক মাসেরও বেশি সময় পর ফের যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে। সোমবার (৩১ আগস্ট) ভোররাতের এই পাল্টাপাল্টি হামলায় কয়েক সপ্তাহের তুলনামূলক সামরিক স্থিতিশীলতার পর মধ্যপ্রাচ্যে আবারও বড় ধরনের সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে জর্ডান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এর আগে রোববার ইরানের দুটি রকেট লঞ্চারে হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী।

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ও নৌ-বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালি গত কয়েক মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। একই সঙ্গে এই জলপথ নিয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও চলছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালি মাইনমুক্ত ঘোষণার কয়েক দিন পরই নতুন করে এই হামলা-পাল্টা হামলা হলো।

সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের ওপর সামরিক চাপের বদলে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর যে কৌশল নিয়েছিল ওয়াশিংটন, এই হামলা সেই নীতিতেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ছয় মাস ধরে চলা সংঘাতের মধ্যে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে তীব্র বিরোধ চলছে। বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ পরিচালনার অধিকার ইরান নিজেদের বলে দাবি করে আসছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র জাহাজ

চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সামরিকভাবে জলপথে টহল এবং ইরানের বন্দরগুলো ঘিরে অবরোধ বজায় রেখেছে।ভৌগোলিক ম্যাপ ও গাইড অন্বেষণ করা

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) মুখপাত্র ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স জানান, রোববার ইরানের লারাক দ্বীপে দুটি রকেট লঞ্চার লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

দক্ষিণ ইরানের বন্দর আব্বাসের উপকূলের কাছে অবস্থিত লারাক দ্বীপে ইরানি বাহিনী হরমুজ প্রণালিতে মাইন নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে দাবি করেন তিনি।সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রিপারেশন নেওয়া

পরে সেন্টকম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বিবৃতিতে জানায়, গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে 'আসন্ন হুমকি' তৈরি করা ইরানের মাইন স্থাপনকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে 'সীমিত ও সুনির্দিষ্ট হামলা' চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইরান হুমকি তৈরি করেছিল এবং বেসামরিক নাবিক, বাণিজ্যিক জাহাজ ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ রক্ষায় মার্কিন সামরিক বাহিনী সেই হুমকি দূর করেছে।

এদিকে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, লারাক দ্বীপের কাছে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। হামলায় ইরানি সামরিক সদস্য ও বেসামরিক নাগরিক হতাহত হয়েছেন বলেও দাবি করা হয়েছে।

'আগ্রাসনের জবাব দিতে আমরা প্রস্তুত' ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সোমবার বলেন, তেহরান যুদ্ধ চায় না। তবে আগ্রাসনের মুখে ইরান নীরব থাকবে না। ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি তাকে উদ্ধৃত করে জানায়, আমরা যুদ্ধ চাই না্ কিন্তু আগ্রাসনের মুখে আমরা কখনো নিষ্ক্রিয় বসে থাকব না। আমরা সিদ্ধান্তমূলক জবাব দেয়ার সক্ষমতা রাখি।

এ ছাড়া ইরানের শক্তিশালী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) মার্কিন হামলাকে ট্রাম্প প্রশাসনের 'কৌশলগত ও প্রাণঘাতী ভুল' হিসেবে অভিহিত করে পাল্টা জবাব দেয়ার হুমকি দিয়েছে।

পরবর্তীতে সোমবার সকালে ইরান দাবি করে, তারা জর্ডান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।ডানপন্থী রাজনৈতিক মতামত বিশ্লেষণ পড়া

জর্ডানের সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেশটির আকাশসীমায় প্রবেশ করা আটটি ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করে ধ্বংস করেছে। দেশটির সামরিক বাহিনীর দাবি, বেসামরিক নাগরিক বা সম্পদের জন্য হুমকি তৈরি করার আগেই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়।

অন্যদিকে ইউএইর আঞ্চলিক জলসীমার ওপর একটি ড্রোন শনাক্ত করা হয়েছে। এর আগে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম দাবি করেছিল, দেশটির রেভল্যুশনারি গার্ড ইউএইতে মার্কিন সেনাদের অবস্থান করা একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

তবে ইউএই জানিয়েছে, ওই ঘাঁটিতে হামলা হয়নি। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হামলাটিকে 'বিপজ্জনক উত্তেজনা বৃদ্ধি' হিসেবে আখ্যা দিয়ে জানিয়েছে, হামলার জবাব দেয়ার পূর্ণ অধিকার তারা সংরক্ষণ করে।

চলতি বছরের শুরুতে যুদ্ধের তীব্র পর্যায়ে ইউএই ছিল সবচেয়ে বেশি হামলার শিকার দেশগুলোর একটি। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেশটিতে হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। নতুন করে সংঘাতে ফের ভিন্ন চিত্র আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

বাহিনী কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে আনতে কোন জোরালো অভিযানের খবর পাওয়া যায়নি। সব মিলিয়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয়েছে, খোঁদ প্রধানমন্ত্রীর খালাতো ভাইও ছিনতাইকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। তাঁর কোটি টাকা প্রকাশ্যে দিবালোকে ছিনতাইকারীরা লুট করে নিয়ে গেছে। যার ফলে দেশের মানুষজন এখন নিরাপত্তহীনতায় ভূগছেন। তবে আশার খবর হচ্ছে, ৫ আগষ্ট থানা থেকে লুট করে নিয়ে যাওয়া অস্ত্র উদ্ধারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তিনি এসব অস্ত্রের সন্ধানদাতাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে জোরালো করার তাগিদ দিয়েছেন।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইতোমধ্যে কানাডাসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে অনিরাপদ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের নাগরিকদের সতর্কতার সাথে চলাফেরার জন্য বলে দিয়েছে।

৫ আগষ্ট ২০২৪ইং দেশের পট-পরিবর্তনের পরপরই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। বাড়তে থাকে অপরাধ কর্মকাণ্ড। অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে রাজনৈতিক পরিচয়ে সন্ত্রাসীরা। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে শংকা দেখা দিলেও যেন কারো কিছু করার নেই। ইউনুস সরকার পরবর্তী নির্বাচিত হয়ে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরও আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে নেই কোন সুখবর।

গত ৬ মাসে (২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ আগস্ট) দেশের বিভিন্ন জায়গায় একই পরিবারের একাধিক সদস্য খুন হওয়ার ১৮টি ঘটনা পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় অন্তত ৪৭ জন নিহত হয়েছেন। কোনো ক্ষেত্রে এক পরিবারের দুজন, কোনো ক্ষেত্রে তিনজন, কোনো ক্ষেত্রে চারজন এবং কোনো ক্ষেত্রে পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ১৮০ দিনে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে 'পুরোপুরি ব্যর্থ' হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয় নারী শক্তি। সংগঠনটির আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেছেন, এ সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতা, খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ছিনতাই-ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে। এসব অপরাধের নেপথ্যে মাদকেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরে আলাদাভাবে একই পরিবারের একাধিক সদস্য হত্যার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। ১৮টি ঘটনা পাওয়া গেছে সাতটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোনো ঘটনায় সম্পত্তি বা জমির বিরোধ এবং কোনোটির সঙ্গে মাদকের সম্পর্ক সামনে এসেছে। কোনোটি দাম্পত্য ও পারিবারিক কলহের কারণে ঘটেছে বলেও উল্লেখ করেছে পুলিশ। কোনো কোনো ঘটনার কারণ এখনো অজানা। সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিষয়ক বিশ্লেষকেরা বলছেন, একের পর এক একসঙ্গে একাধিক খুনের ঘটনা মানুষের মনে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি করছে। আপাতদৃষ্টিতে এসব ঘটনার একটির সঙ্গে অন্যটির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে, মিল রয়েছে।

যেমন নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতায় মাদক সহজলভ্য হয়ে গেছে। এতে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে। এমন ভয়ংকর মাদক ছড়িয়ে পড়েছে, যাতে আসক্তদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

বিশ্লেষকেরা আরও বলছেন, বাংলাদেশে জমির বিরোধ একটি বড় সমস্যা। সরকারগুলো এই বিরোধ নিষ্পত্তি সহজ করতে পারেনি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়নি। ফলে জমির বিরোধের কারণে দেশে বহু সংঘর্ষ ও হত্যার ঘটনা ঘটছে।

অপরাধ নিয়ে গবেষণাকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেন, একেক ঘটনার কারণ একেক রকম। তবে প্রতিটির পেছনে সামাজিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি রয়েছে। পারিবারিক বিরোধ, সম্পদ, প্রভাব ও প্রতিশোধের প্রবণতার সঙ্গে অপরাধের ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং বিচার না হওয়াও এ ধরনের সহিংসতার অন্যতম কারণ।

রংপুরের মাছুয়াপাড়ায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে খুনের ঘটনার মতো একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গত জুনে। লক্ষ্মীপুরের রায়পুরের সেই ঘটনায় (গত ২৫ জুন) মা ও তিন মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করেন এক যুবক। নিহত ব্যক্তিরা হলেন শাহিনুর বেগম (৪০) এবং তাঁর তিন মেয়ে সাইমা আক্তার (২১), ইকরা (১৭) ও সিপা (১০)।

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন, দা হাতে এক যুবক দুপুর ১২টার দিকে ঘরে ঢুকে মা ও তিন মেয়েকে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেন। এতে দুজনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। দুজন মারা যান হাসপাতালে। অভিযুক্ত যুবকের নাম অন্তর মজুমদার।

হত্যাকাণ্ডের পর পালানোর সময় অন্তর মজুমদারকে স্থানীয় লোকজন আটক করে মারধর করে। এতে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্তর মজুমদার কেন চারজনকে কুপিয়ে হত্যা করলেন, তা এখনো অজানা। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, অন্তর মাদকাসক্ত ছিলেন। অন্যদিকে পুলিশ বলছে, মাদকের টাকার জন্যই এই হত্যাকাণ্ড হতে পারে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পাঁচ দিন পর আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় রায়পুর থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, প্রায় সাত-আট বছর ধরে অন্তর মাদকাসক্ত। তিনি বাড়িতে মাদকের টাকার জন্য বাবা-মাকে মারধর করতেন। এদিকে রংপুরে একই পরিবারের চার সদস্যকে হত্যার ঘটনার সঙ্গেও মাদককে সামনে এনেছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে রংপুরের মাছুয়াপাড়ার বাড়ি থেকে গণপতি চক্রবর্তী (৬৫), তাঁর স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী (৫০), মেয়ে আগামী চক্রবর্তী (২৫) ও ছেলে আয়ুশ চক্রবর্তীর (১২) লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, চারজনকেই শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গত রোববার ভোরে মাছুয়াপাড়ার মুগ্ধ দাস (২৩) ও সিদ্ধার্থ দাস (১৯) নামের দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই দিনই সংবাদ সম্মেলনে রংপুর মহানগর পুলিশের কমিশনার আবদুল মাবুদ দাবি করেন, বাড়ির ছাদে ইয়াবা সেবনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে গণপতি চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। তবে ডোপ টেস্টে তাদের মাদক সেবনের প্রমাণ পায়নি পুলিশ।

যদিও এ ঘটনার আসল কারণ এটাই কি না, তা নিয়ে মানুষের সন্দেহ রয়েছে। মঙ্গলবার মামলাটি থানা থেকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় গত ২৫ জুলাই খুন হন স্বপন দাশ গুপ্ত (৬৫) ও তাঁর স্ত্রী কল্পনা দাশ গুপ্ত (৫৫)। হত্যার অভিযোগ তাঁদের একমাত্র ছেলে রিমন দাশ গুপ্তের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলছে, মাদকাসক্ত রিমন দীর্ঘদিন ধরে বেকার। চাকরি নিয়ে তর্কের একপর্যায়ে বাবা-মাকে কুপিয়ে হত্যা করেন তিনি। অর্থাৎ, এ ঘটনায় মাদকাসক্তি ও বেকারত্বের মতো দুটি সামাজিক সমস্যা সামনে আসে।

সিলেট নগরের রায়নগর মিতালী আবাসিক এলাকার নিজ বাসায় ১২ আগস্ট সকালে ব্যবসায়ী আবদুস সাত্তার (৯০), তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া বেগম (৭৬) ও গৃহপরিচারিকা তাহমিনা (২০) খুন হন। এ ঘটনার দিন বিকেলেই পুলিশ রায়নগর এলাকা থেকে বাবুল মিয়া (৪০) নামের একজনকে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

সিলেটে ২৭ দিনে ৫ খুন : সিলেট নগরে গত ২৭ দিনে পাঁচজন খুন হয়েছেন। এর মধ্যে একই ঘটনায় খুন হয়েছেন তিনজন। সর্বশেষ গত রোববার রাতে নগরের ইসলামাবাদে নিজ বাড়ির কাছে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে ব্যবসায়ী শাহাবুদ্দিনকে। গত ২৭ জুলাই থেকে ২৩ আগস্টের মধ্যে পাঁচটি খুনের ঘটনায় নগরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। গত শনিবার (২২ আগস্ট) দুপুরে সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে মতবিনিময় করেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। তিনি সিলেট মহানগরেরও সংসদ সদস্য।

পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের ওই সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'সিলেটের আইনশৃঙ্খলা কেমন আছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সিলেটের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা কেমন দেখতে চাই। প্রথম হলো, সিলেটে আমরা কোনো মাদকের আনাগোনা দেখতে চাই না। দ্বিতীয়ত, এখানে আমরা কোনো অনলাইন জুয়া দেখতে চাই না। কোনো কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা দেখতে চাই না।'

গত ২৭ জুলাই রাতে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে নগরের কাজিরবাজার সেতুর ওপর ছুরিকাঘাতে নিহত হয় কিশোর রিফাত আহমদ। এরপর ১২ আগস্ট নগরের রায়নগর মিতালী আবাসিক এলাকার একটি বাসায় ব্যবসায়ী আবদুস সাত্তার, তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া বেগম ও গৃহপরিচারিকা তাহমিনা খুন হন। আবদুস সাত্তার সিলেট চেম্বারের সাবেক পরিচালক ছিলেন।

সর্বশেষ গত রোববার রাত ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে নগরের ইসলামাবাদ এলাকায় শাহাবুদ্দিন নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে স্বজন ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শাহাবুদ্দিন বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই এলাকার বিজয় বাড়ির বাসিন্দা। ২০২০ সালের দিকে তিনি পরিবার নিয়ে শাহপরান ইসলামাবাদ এলাকায় বসবাস শুরু করেন। শাহপরানের (রহ.) মাজারের প্রধান ফটকের পাশে তাঁর একটি দোকান রয়েছে।

নিহতের স্বজনেরা জানান, রোববার রাতে দোকান থেকে হেঁটে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন শাহাবুদ্দিন। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ফেলে যায়। তাঁর ঘাড় ও গলায় একাধিক কোপের চিহ্ন ছিল।

নিহতের ছোট ছেলে রেদওয়ান আহমদ বলেন, রাতে স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁকে জানান, তাঁর বাবাকে কেউ আটকে রেখেছে। পরে ঘটনাস্থলের দিকে গিয়ে তিনি বাবাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

নগরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত টহল, মোবাইল টিম পরিচালনা, অপরাধীদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহসহ বিভিন্ন তৎপরতা চালানো হচ্ছে বলে জানান, সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মো. মনজুরুল আলম। তিনি বলেন, 'কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায়িক বা জমিসংক্রান্ত কোনো বিরোধ থাকলে নিজেরা ঝামেলায় না জড়িয়ে আইনের আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

সিলেটের আলোচিত তিন খুন : রায়নগরে তিন খুনের ঘটনায় বাবুল মিয়া নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, চুরির উদ্দেশ্যে ওই বাসায় ঢুকে প্রথমে গৃহপরিচারিকাকে দেখে ফেলায় তাঁকে হত্যা করা হয়। পরে একে একে দম্পতিকেও হত্যা করা হয় বলে আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে উঠে এসেছে।

কাজীরবাজার সেতুতে ছুরিকাঘাতে রিফাত আহমদ খুনের ঘটনার ২৫ দিন পর ২১ আগস্ট মামলার অভিযুক্ত জুয়েল আহমদ নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) সিলেটের সভাপতি সৈয়দা শিরীন আক্তার বলেন, সিলেটে অল্প সময়ের ব্যবধানে পাঁচটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জনমনে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি হয়েছে। সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় খুনের ঘটনা বাড়ছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর খালাতো ভাইয়ের সোয়া কোটি টাকা ছিনতাই : রাজধানীর উত্তরা এলাকায় ব্যাংকে জমা দিতে যাওয়ার পথে ডিএল পেট্রোল পাম্পের ১ কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ৯ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে উত্তরা র‍্যাব-১ ব্যাটালিয়নের দক্ষিণ পাশে ব্যাংকে জমা দিতে যাওয়ার পথে ডিএল পেট্রোল পাম্পের ১ কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের খালাতো ভাই তাসীন আক্তার হকের বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তিনটি মোটরসাইকেলে করে আসা কয়েকজন ব্যক্তি টাকা বহনকারী গাড়িটির গতিরোধ করেন। একপর্যায়ে গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে সেটি থামানোর পর ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান তারা।

মামলার এজাহারে ছিনতাই হওয়া টাকা ডিএল পেট্রোল পাম্পের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার করিম বাদী হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেন।

ছিনতাইকারীর হাতে শিক্ষিকার জীবন শেষ : চোখের চিকিৎসার জন্য স্বামীর সঙ্গে বগুড়া থেকে ঢাকায় এসেছিলেন প্রধান শিক্ষক রনজিনা পারভীন রুলি (৫৭)। হাসপাতালে যাওয়ার পথে রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। মোটরসাইকেলে আসা দুই ছিনতাইকারী তার হাতে থাকা ব্যাগ টান দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে রিকশা থেকে ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শনিবার (২৯ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এ ঘটনা ঘটে।

নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং ছিনতাই-ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপের দাবিতে গত সোমবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। এনসিপির অঙ্গসংগঠন জাতীয় নারী শক্তি এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

তিনি বলেন, গত ১৮০ দিনে দেশে প্রায় ৪০০ রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং এতে প্রায় তিন হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। নারী ও শিশু নির্যাতনের মাত্রাও কমেনি, বরং বেড়েছে। ছিনতাই-ডাকাতির ঘটনা এমনভাবে বেড়েছে যে মানুষ রাস্তায় বের হতেও ভয় পাচ্ছে।

পুলিশের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভাগুলোতে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, কথিত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতা, পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র এবং চাঁদাবাজিতে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্তদের জড়িত হয়ে পড়াই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বড় কারণ। ওদিকে মব বা দলবদ্ধ সহিংসতার ঘটনাও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। একটি মানবাধিকার সংস্থার তথ্য মতে- এপ্রিল মাসেও মব সহিংসতায় অন্তত ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে অপরাধ বিষয়ক বিশ্লেষকদের অনেকের কথাতেই আইনশঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি এখনো উঠে আসছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলন চলার সময় অনেক থানায় হামলা করে যেসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হয়েছে, সেগুলোর সব এখনো উদ্ধার করা যায়নি। এসব অস্ত্র পেশাদার সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে কি-না তা নিয়েও উদ্বেগ আছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, পুরস্কার ঘোষণার পরও মোট এক হাজারের বেশি অস্ত্র ও প্রায় আড়াই লাখ গোলাবারুদ এখনো উদ্ধার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এগুলো বিভিন্ন থানা থেকে লুট হয়েছিল।

পুলিশ সদর দপ্তর ও ঢাকা মহানগর পুলিশের কর্মকর্তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে যে ধারণা পাওয়া গেছে তা হলো- কথিত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নামে তৎপরতা, আর পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার করতে না পারাটাও আইনশৃঙ্খলার অবনতিতে ভূমিকা রাখছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বলছে, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাপ্রবাহে মনে করা হচ্ছে লুট হওয়া অস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে গেছে এবং কিছু ঘটনায় সেগুলো ব্যবহারও করা হয়ে থাকতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের সক্ষমতা আরও বাড়াতে ঢাকায় কয়েকটি নতুন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাসস্ট্যান্ড, ট্রাকস্ট্যান্ড, ফুটপাত ছাড়াও গার্মেন্টসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি করা হচ্ছে কিংবা চেষ্টা হচ্ছে বলে খবর আসছে প্রতিনিয়ত। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে এমনকি জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও এসব চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িতদের যে তালিকা পুলিশ করেছে সেখানে রাজনীতিতে জড়িত অনেকের নাম আছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

লুট হওয়া অস্ত্রের তথ্য নেই পুলিশের কাছে : গণ-অভ্যুত্থানের পর থানা ও ফাঁড়ি থেকে ৫ হাজার ৮২৯টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬ লাখ ৪৫ হাজার ৩৪৯টি গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। লুট হওয়ার প্রায় দুই বছর পরও এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৩০৯টি অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এসব অস্ত্র কোথায় আছে, কার কাছে আছেড় সেই তথ্যও নাই পুলিশ ও গোয়েন্দাদের হাতে। সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা ও অভিযানের কথা বলা হচ্ছে দু'বছর ধরেই। কিন্তু সরকারি এসব অস্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছে নানা শঙ্কা।

লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে তাৎক্ষণিক যেগুলো উদ্ধার হয়েছে সেগুলো খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে উদ্ধারের পরিমাণ একেবারে থেমে যায়। ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দিয়ে একক বা যৌথ চিরুনি অভিযান চালিয়েও সব অস্ত্র উদ্ধার করা যাচ্ছে না। এমনকি পুরস্কারেও আগ্রহ দেখাচ্ছে না কেউ।

অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলছে, লুটের অস্ত্র উদ্ধার প্রক্রিয়ায় সুফল আসার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ এসব অস্ত্র এখন হাতবদল হয়ে আড়ালে আবডালে চলে গেছে। সরকারি অস্ত্রগুলো লুটের পর পরই দুর্বৃত্তরা প্রথমে নিজেদের হেফাজতে পরে সেটি অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ বিক্রি করে দিয়েছে। একাধিক সূত্র বলছে, লুটের অস্ত্র এখন সন্ত্রাসী, জঙ্গি, চরমপন্থি, পেশাদার কিলার, বড় মাদক ব্যবসায়ীদের দখলে। এসব অস্ত্র বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার হচ্ছে। পুলিশও ইতিমধ্যে বিভিন্ন আসামির হেফাজত থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র লুটের হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এমনকি বিভিন্ন অপরাধে এসব অস্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশে গোলাগুলির ঘটনা বেড়েছে। দেশে যখন অবৈধ অস্ত্রের ছড়াছড়ি হয় তখন গুলির ঘটনা ও অস্ত্র দিয়ে অপরাধ করার প্রবণতা বাড়ে। চব্বিশের আগস্টের পর থেকে দেশ জুড়ে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে একাধিক মানুষ হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এসব অস্ত্র উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতাও আশাব্যঞ্জক নয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, হেভি ওয়েপনস (ভারী অস্ত্র) উদ্ধার করার জন্য যে সহযোগিতা করবে, খবর দেবে, তাদেরকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কৃত করা হবে। যারা পিস্তল, রিভলবার ও শটগান উদ্ধারে তথ্য দেবে তাদের ৫০ হাজার টাকা ও সাউন্ড গ্রেনেড, লুণ্ঠিত হওয়া টিয়ার গ্যাসের সেল ও অন্যান্য যেগুলো অস্ত্র আছে, সেগুলো উদ্ধারের জন্য যারা সহযোগিতা করবে, সংবাদ দেবে, তাদেরকে ১০ হাজার, ১৫ হাজার, ২০ হাজার টাকা করে ক্ষেত্রমতে পুরস্কৃত করা হবে। অর্ন্তবর্তী সরকারের সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ৫০০ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আমরা বিশেষ একটা ইউনিট গঠন করেছি। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স সাপোর্ট নিয়ে তারা ইতিমধ্যে কাজে নেমে গেছে। আরও জোরদার করার জন্য আমরা পরামর্শ দিয়েছি।

গণঅভ্যুত্থানের পরপর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গুম কিছুটা বন্ধ হলেও সার্বিকভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও কারা হেফাজতে মৃত্যুর মতো ঘটনা বন্ধ হয়নি। পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে, মব সহিংসতা বেড়ে যায়।

এ সময় আশাহত মানুষের মধ্যে সম্ভাব্য নির্বাচিত সরকারকে কেন্দ্র করে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। সেসময় প্রথম আলোর উদ্যোগে করা এক জরিপ থেকে দেখা যায়, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ আশা করেছিলেন, নির্বাচিত সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও নারীর নিশ্চিন্তে চলাফেরা ও নিরাপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সফল হবে। সরকার ভিন্ন রাজনৈতিক মতের ব্যাপারে সহিষ্ণুতা দেখাবে বলে আশাবাদী ছিলেন অর্ধেকেরও বেশি (৫৪ শতাংশ) মানুষ।

বাস্তবতা হলো, নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। খুন, ধর্ষণ, মব সহিংসতা, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ প্রতিদিনই ঘটছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিএনপি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরবর্তী তিন মাসে সারা দেশে ৯১৫টি হত্যাকাণ্ডের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১০টিরও বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে মার্চ মাসে ৩১৭টি, এপ্রিলে ২৮৮টি ও মে মাসে ৩১০টি মামলা হয়েছে। ২০২৫ সালের একই তিন মাসে ৯৯৩টি মামলা হয়েছিল। তবে এর মধ্যে ২২৬টি ছিল আগের ঘটনার জের। ফলে তুলনামূলক প্রকৃত সংখ্যাটি ছিল ৭৬৭। অন্যদিকে ২০২৪ সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৭৯৪।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর তাদের সুপারিশে র‍্যাব বিলুপ্তি, বিজিবিকে সীমান্ত রক্ষা ও ডিজিএফআইকে সামরিক গোয়েন্দা তৎপরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। বিগত অন্তর্বর্তী সরকার এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বিএনপি সরকারেরও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। বরং অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পুলিশ কমিশন গঠন ও মানবাধিকার কমিশনের সংস্কার বিষয়ে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেগুলোও বাতিল করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে নির্বাচিত সরকারের আমলে দেশের আইনশৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের যে বিপুল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা পূরণ হয়নি। কোনো সরকার যতই উন্নয়ন বা জনকল্যাণের কথা বলুক না কেন, আইনশৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হলে সেই সরকার দ্রুত অজনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

অর্থনীতির ওপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সরকার নির্ধারিত আর্থিক নীতিমালা মেনে চলবে এবং একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর জন্যও কাজ করবে।

পার্লামেন্টে তিনি বলেন, “এটি হবে আর্থিক দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি সরকার। আমরা আর্থিক নীতিমালা মেনে চলব। একই সঙ্গে আমাদের নির্বাচনী এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ের চাপ কমাতেও সহায়তা করব।”

এদিকে যুক্তরাজ্য সরকারের বন্ডের সুদের হারও বাড়ছে। ১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের সুদ ২০০৮ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ৩০ বছর মেয়াদি বন্ডের সুদ ১৯৯৮ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে সরকারের জন্য ঋণ নেওয়ার ব্যয় আরও বেড়ে যাচ্ছে। আগামী ২৮ অক্টোবরের বাজেটের আগে এই পরিস্থিতি সরকারের ব্যয় পরিকল্পনার ওপর চাপ তৈরি করতে পারে বলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর গ্রীষ্মকালীন অবকাশের সময় বার্নহ্যাম যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি নীতির ঘোষণা দেন।

তবে কনজারভেটিভ নেতা কেমি ব্যাডেনক অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী অনেক ব্যয়ের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেও এসব প্রতিশ্রুতির অর্থ কোথা থেকে আসবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

তিনি বলেন, বাজারের পরিস্থিতি থেকে স্পষ্ট যে বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন। তাদের আশঙ্কা, নতুন প্রধানমন্ত্রী সবার জন্য বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কিন্তু সেই ব্যয়ের অর্থের উৎস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিচ্ছেন না।

ব্যাডেনক বলেন, নতুন প্রতিশ্রুতিগুলোর অর্থ জোগাতে প্রধানমন্ত্রীর সামনে তিনটি পথ রয়েছে-কর বাড়ানো, আরও ঋণ নেওয়া অথবা সরকারি ব্যয় কমানো।

তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, আবারও কর বাড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে কি না। জবাবে বার্নহ্যাম বলেন, তার সরকারের প্রথম পদক্ষেপগুলোর মধ্যেই কর কমানোর বিষয়টি ছিল। এর মধ্যে জ্বালানি বিলের ওপর ভ্যাট কমানো এবং হসপিটালিটি খাতের ব্যবসায়িক হারে ছাড় দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

তবে বাজেটের আগে বিস্তারিত আর্থিক পরিকল্পনা প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোনো প্রধানমন্ত্রীই পার্লামেন্টের প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে বসে সম্পূর্ণ বাজেট ঘোষণা করেন না। চ্যান্সেলর জন হিলির সঙ্গে আলোচনা করে বাজেটের তারিখও কিছুটা এগিয়ে আনা হয়েছে বলে জানান তিনি, যাতে বাজেট নিয়ে অতিরিক্ত জল্পনা-কল্পনা কমানো যায়।

এদিকে অর্থনীতিবিদ ও ক্রস-বেঞ্চ পিয়ার লর্ড জিম ও'নিলের মন্তব্যও প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠে আসে। তাকে বার্নহ্যামের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হওয়ার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনা করা হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত সরকারে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন।

তবে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লর্ড ও'নিল প্রধানমন্ত্রী বার্নহ্যামের প্রথম পাঁচ সপ্তাহের কার্যক্রমকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করেন। তার মতে, এই সময়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের আস্থায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

তবে সরকারি ঋণের সুদের হারে সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বগতির কারণে সরকারকে রাষ্ট্রীয় পেনশনের ‘ট্রিপল লক’ ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত কল্যাণ ব্যয়ের মতো বিষয় নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

সব মিলিয়ে নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যামের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো- একদিকে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অন্যদিকে সরকারি ঋণ ও ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। আগামী ২৮ অক্টোবরের বাজেটেই তার সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বাস্তব চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

হিন্দুস্তান টাইমসকে সাক্ষাৎকারে যা

করবো তা জানিয়ে দেবো। আমি দেশে ফিরতে চাই। কারণ, বাংলাদেশকে উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার সরকারের সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪৫০ বিলিয়ন ডলারে। মাথাপিছু আয় ৪৮২ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ২৭৮৪ ডলার। এই অগ্রগতিকে এখন ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। আওয়ামী লীগের সময়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৬.৮০ ভাগ। তা থেকে কমে এখন জিডিপি দাঁড়িয়েছে ২.২২ ভাগ। ৫৪ বছরের মধ্যে প্রথমবার শিল্পখাত ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিতে রেকর্ড করেছে। দারিদ্র্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগ কমেছে। নতুন করে কমপক্ষে দুই কোটি মানুষ বেকার হয়েছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট আবার ফিরেছে। এটা শুধু আওয়ামী লীগের ইস্যু নয়। এটি একটি জাতীয় সংকট। যখন উন্নয়ন থেমে যায়, তখন কর্মসংস্থান হারায়। যখন আইন ভেঙে পড়ে, তখন জনগণ নিরাপত্তা হারায়। যখন উগ্রপন্থি নেটওয়ার্ক আবার সুযোগ পায়, তখন বাংলাদেশ আঞ্চলিক উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে।

আওয়ামী লীগের বহু নেতা দেশের বাইরে। অন্য অনেকে বাংলাদেশের ভিতরেই আছেন। কিন্তু তারা আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কে কখন ফিরবেন তা দলীয় পরামর্শের মাধ্যমে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়নের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আমি চাই না কোনো নেতা, কোনো কর্মী বা সমর্থক অপ্রয়োজনে বিপদের মুখে পড়ুক। আমার বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৬০০টি বানোয়াট মামলা হয়েছে। আমার জীবন নিয়ে হুমকি নতুন নয়। ১৯৭৫ সালে আমার পরিবারকে হারিয়েছি। তারপর বাংলাদেশে ফিরে আমি সামরিক শাসন, স্বৈরাচার, ষড়যন্ত্র এবং বার বার হত্যাচেষ্টার মুখোমুখি হয়েছি। আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আমার পাবলিক র‍্যালিতে ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেনেড ছোড়া হয়েছিল। সেখানে কমপক্ষে ২৪ জন নিহত ও কমপক্ষে ৩০০ মানুষ আহত হন। আমি বেঁচে যাই। কিন্তু আমার সহকর্মীদের অনেকে বাঁচতে পারেননি। তারপরও ওই হামলা আমাকে থামাতে পারেনি। এখন হুমকি আমাকে আমার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আমার নিজের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। ক্ষমতার জন্য আমি ফিরবো না। জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ফিরবো।

প্রশ্ন: আপনি কি দেশে ফেরা এবং আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানের প্রস্তুতি শুরু করেছেন?

উত্তর: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ একমাত্র দল, যা সৃষ্টি হয়েছে ১৯৪৭ সালে। সৃষ্টির সময় থেকেই এ দল দেশের জন্য কাজ করেছে। আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দলকে নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন। বাংলাদেশের মানুষ এবং উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে আওয়ামী লীগ। মানুষকে গরিব থেকে ব্যবসায়ী ও বেতনভোগী শ্রেণিতে পরিণত করেছে আওয়ামী লীগ। বেতনভুক্ত শ্রেণি, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করেছে। আমরা স্বল্প উন্নত একটি দেশ থেকে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নীত করেছিলাম প্রায়। কিন্তু এখন তারা (সরকার) সবকিছু শেষ করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগ এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন, যার উত্থান হয়েছে সাধারণ জনগণ থেকে। অসাংবিধানিক বা অবৈধভাবে ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা এর উত্থান ঘটাননি। সামরিক স্বৈরাচার বাংলাদেশে ক্ষমতা গ্রাস করেছিল। তারা সামরিক শাসন জারি করেছে। গঠন করেছে রাজনৈতিক দল। মুহাম্মদ ইউনূসও অসাংবিধানিক সরকার গঠন করেছিলেন এবং একটি দল সৃষ্টি করেছেন।

আওয়ামী লীগকে কেন নিষিদ্ধ করা হলো? আওয়ামী লীগ যদি অনেক খারাপ কাজ করে থাকে, তাহলে জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। আমরা ভালো হই বা খারাপ হই, নির্বাচনে আমরা জনগণের কাছে যাব এবং তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা যদি খারাপ কাজ করে থাকি, জনগণ আমাদের প্রত্যাখ্যান করবে। যারা ক্ষমতা দখল করেছে, তাদের কী অধিকার আছে আমাদের দলকে নিষিদ্ধ করার? তৃণমূল থেকে শুরু করে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে মামলায় জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ছয় লাখ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ নিয়ে কি কারও কথা বলা উচিত নয়? ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে যারা অগ্নিসংযোগ, হামলা ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, যারা পুলিশ সদস্য এবং দীপু দাসের মতো মানুষকে হত্যা করেছে- তাদের দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে না। বাংলাদেশে সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদীদের অবাধে কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী লীগ আছে এবং থাকবে। তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে বা অন্য যেকোনো পদক্ষেপ নিতে পারে, কিন্তু আওয়ামী লীগের জনসমর্থন ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে দলটি টিকে থাকবে। আমি নিয়মিত আমাদের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলি এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। যদিও এক কোটি নেতা-কর্মী গৃহহীন হয়ে পড়েছেন এবং দুই কোটি মানুষ নিজেদের পরিবারের সঙ্গেও আর যোগাযোগ করতে পারছেন না। আওয়ামী লীগের সদস্যদের ওপর এত নির্যাতন চালানোর পরও যদি জনগণের মধ্যে কোনো দল জনপ্রিয় থাকে, তাহলে সেটি আওয়ামী লীগ। মানুষ এখনো এই দলের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখে।ঘবিং

প্রশ্ন: ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কি আপনি ভারত সরকার বা ঢাকার সরকারের সঙ্গে গোপন আলোচনা বা সমঝোতা করেছেন?

উত্তর: আমার দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত একান্তই আমার নিজের এবং এটি আমার দলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়। ঢাকার সরকারের সঙ্গে আমার কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা নেই। যারা আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছে এবং আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা করেছে, তারা কোনো গোপন সমঝোতার অংশীদার হতে পারে না।রাজনৈতিক সংবাদ বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিরোধী জামায়াতে ইসলামী ও ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির চাপের কারণে বিএনপি সরকার আপনার প্রত্যর্পণের জন্য চাপ দিচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তর: এই প্রশ্নটি আমাকে না করে বিএনপি বা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে করা উচিত। আমি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমি শুধু বলতে পারি, জামায়াত ও বিএনপি সবসময় একসঙ্গে ছিল, অতীতেও তারা একসঙ্গে নির্বাচন করেছে। প্রকৃত অর্থে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মদ ইউনূসও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং এই তিনটি গোষ্ঠী মূলত একই। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কী চলছে, তা আমি জানি না। তবে আমরা সবসময় মনে করি, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম, তখন আমার পিতা যে পররাষ্ট্রনীতি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটিই অনুসরণ করেছি- সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়।

আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম, তখন বাংলাদেশের সব দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। আমরা প্রতিটি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলাম। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি, দারিদ্র্য বিমোচন, তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আধুনিক বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি করা, যাতে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আমি জানতাম, বেসরকারি খাতকে গুরুত্ব না দিলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না। গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে শিল্পায়নও হবে না। আমাদের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর, তবে আমি শিল্পায়নও করতে চেয়েছিলাম।

প্রশ্ন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আপনার সর্বশেষ বৈঠকে তিস্তা নদীর উন্নয়নে ভারতের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। এখন আমরা দেখছি, বিএনপি সরকার এই প্রকল্পে চীনের সঙ্গে কাজ করছে, যা ভারতে উদ্বেগ তৈরি করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াচ্ছে এবং ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারে চীনা জে-১০সিই যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

উত্তর: আমি শুধু বলতে পারি, আমি বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে প্রায় ২৯ হাজার মেগাওয়াটে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছিলাম। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পণ্য কিনতে হয়, কিন্তু বাংলাদেশের কাছে এখন সেগুলো কেনার অর্থ নেই। মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে না।

আমাদের ছয়টি সার কারখানার মধ্যে পাঁচটি গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে। তারা সার সরবরাহ করতে পারছে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের সময়ের মতো ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিও তাদের নেই। তারা টীকা কেনেনি এবং হাজার হাজার শিশু হামে মারা গেছে।

শিল্পকারখানাগুলোকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনও তারা দিতে পারছে না। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিমান কেনার পেছনে এত অর্থ ব্যয়ের কারণ কী? আমারও একই প্রশ্ন। তবে এই প্রশ্ন বিএনপি সরকারকেও করা উচিত। তিস্তা প্রকল্পের বিষয়ে আমরা ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বর্তমান সরকার কী করছে, সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন: আপনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বাংলাদেশকে ‘আরেকটি পাকিস্তানে’ পরিণত হওয়ার বিষয়ে এবং বিভিন্ন উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের কারণে নিরাপত্তা হুমকি নিয়ে কথা বলেছেন। এ বিষয়ে আপনি কি বিস্তারিত বলবেন?

উত্তর: জয় যা বলেছে, তা কোনো আবেগপ্রসূত বক্তব্য ছিল না। বাংলাদেশের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এটি ছিল একটি গুরুতর সতর্কবার্তা। ‘আরেকটি পাকিস্তান’ বলতে কোনো দেশের সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়নি। এর অর্থ হলো উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং দুর্বল হয়ে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বিপজ্জনক সমন্বয়। বাংলাদেশকে সেই দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এবং এটি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, পুরো অঞ্চলের জন্যই বিপজ্জনক। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদা বাংলাদেশকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী সেল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে পারে। স্থানীয় তদন্তেও একই ধরনের আশঙ্কার কথা উঠে আসছে।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে কেরানীগঞ্জ থেকে সাভার পর্যন্ত একাধিক ঘটনার সঙ্গে একই উগ্রবাদী নেটওয়ার্কের যোগসূত্রের কথা বলা হয়েছে। এসব ঘটনায় প্রেসার কুকার বোমা, পাইপ বোমা, গ্রেনেড, বিস্ফোরক সামগ্রী, অস্ত্র এবং নব্য-জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ-এর (নিও-জেএমবি) সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে এসেছে। যখন আন্তর্জাতিক সতর্কবার্তা ও দেশের অভ্যন্তরীণ তদন্ত একই দিকে ইঙ্গিত করে, তখন কোনো দায়িত্বশীল সরকার এই হুমকি অস্বীকার করতে পারে না।

ধর্মীয় উন্মত্ত জনতার সহিংসতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজার, দরগাহ, ভাস্কর্য, সাংস্কৃতিক স্থাপনা ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীকগুলো হামলার শিকার হয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবিরোধী সক্ষমতাও দুর্বল করা হচ্ছে। কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) এবং অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিটের মতো বিশেষায়িত ইউনিটগুলো ভেঙে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে। যখন জঙ্গিদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকর্তাদের হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার হতে হয়, তখন এর ফল দাঁড়ায় জাতীয় নিরাপত্তায় এক ধরনের শূন্যতা।

উগ্রবাদী নেটওয়ার্কগুলো যদি বাংলাদেশে আবারও নিরাপদ পরিবেশ পেয়ে যায়, তাহলে এর প্রভাব ভারত, মিয়ানমার, বঙ্গোপসাগর, আঞ্চলিক বাণিজ্য, অভিবাসন, সামুদ্রিক যোগাযোগপথ, কূটনৈতিক নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা পর্যন্ত পৌঁছাবে। তাই জয়ের সতর্কবার্তাটি শুধু রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে নয়, বরং আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য একটি সতর্ক সংকেত হিসেবে দেখা উচিত।রাজনৈতিক সংবাদ বিশ্লেষণ

প্রশ্ন: ভারতে আপনি কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন? বাংলাদেশের কোন বিষয়টি আপনার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে?

উত্তর: যেকোনো রাজনৈতিক নেতার জন্য নিজের জনগণের কাছ থেকে দূরে থাকা সবচেয়ে কঠিন বিষয়। নির্বাসন আমার জীবনে নতুন কিছু নয়, কিন্তু জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা কখনো সহজ হয় না। আমি ভারতে মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে অবস্থান করছি এবং এর জন্য ভারত সরকার ও দেশটির জনগণের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার মন পড়ে আছে বাংলাদেশে। আমি প্রতিদিন বাংলাদেশের পরিস্থিতির খোঁজ রাখি। আমাদের নেতা-কর্মীদের অবস্থা, নিপীড়নের শিকার পরিবারগুলো, অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং তরুণদের হতাশার বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি নিয়মিত খোঁজ রাখি। আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে বাংলাদেশের মানুষকে- তাদের মুখ, ভাষা, সরল বিশ্বাস এবং গ্রামবাংলার মাটিকে। আমি সেই বাংলাদেশকে মিস করি, যে বাংলাদেশ ভয় নয়, আশা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে হাসিনা বলেন, যেভাবে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হচ্ছে, তাদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হচ্ছে তা শুরু হয়েছিল (অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান) মুহাম্মদ ইউনূসের সময়ে। এমন কোনো দিন নেই, যেদিন মানুষ হত্যা করা হচ্ছে না। রংপুরের ঘটনাই ধরুন। সেখানে একই পরিবারের চারজনকে হত্যা করা হয়েছে। বগুড়া শহরে আমাদের যুব শাখার একজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিটি দিন এবং রাতে হত্যাকাণ্ড চলছে। আমাদের লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা করছে অথবা গ্রেপ্তার করছে। তারা বাড়িঘরে প্রবেশ করছে। সেখানে নারী পুরুষকে অপমান করছে। প্রহার করছে। প্রবীণদের হয়রান করছে। এই পরিস্থিতিতে আমি বুঝতে পারি না কিভাবে প্রত্যর্পণ একটি শর্ত হতে পারে।

আমি তো আমার নিজের দেশে ফিরবো। বুঝতে পারি না কেন তাতে আপত্তি জানানো হচ্ছে। তারা প্রত্যর্পণ চুক্তি নিয়ে কথা বলছে। আমি নিজের ইচ্ছায় আমার দেশে ফিরতে চাই। আমি ফিরবো। আমি কি সারাজীবন বিদেশে কাটাতে পারি? দেশে, আমার লোকজনের কাছে আমাকে ফিরতে হবে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই, যখন গণতন্ত্র ধ্বংস হয়। উগ্রপন্থিদের উত্থান হয়। সংখ্যালঘুরা অনিরাপদ বোধ করেন। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো

খেলা শেষে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরনী। লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তারেক চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের ট্রেজারার আব্দুল হান্নান। এসময় টুর্নামেন্টের স্পন্সর প্রতিষ্ঠান এক্সেল টিউটরের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আনিসুজ্জামান, প্রিন্ট ল্যাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সদস্য ওমর ফারুক ও একতা একাডেমির পক্ষে বক্তব্য রাখেন মিজান রহমান । এছাড়া ফিস্ট এন্ড মিস্টি, ফুডবাজার, কিলার উইলিয়াম ও রমফোর্ড রাইডার্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গর্বিত স্পন্সর ছিলো।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী অংশগ্রহণকারী দল, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, অতিথি, স্পন্সর ও আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে টুর্নামেন্ট সফল করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, নতুন কমিটির নেতৃত্বে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। তিনি আগামীতে এই টুর্নামেন্টে অব্যাহত রাখতে ক্লাব সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি টুর্নামেন্টে আরো বেশি টিম অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকদের পেশাগত ব্যস্ততার পাশাপাশি পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের ক্রীড়া আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক্লাব সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন টুর্নামেন্টের সাব কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দূর দুরান্ত থেকে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে ক্লাব সদস্যরা এসেছেন তাতে ক্রিকেটের প্রতি তাদের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। টুর্নামেন্টে সফল করায় তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটির সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ক্লাব ট্রেজারার আব্দুল হান্নান টুর্নামেন্টের সকল স্পন্সরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ব্যয়বহুল এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট স্পন্সরদের সহযোগিতা ছাড়া সফলভাবে সম্পন্ন করা চ্যালেঞ্জিং ছিলো। সকলের সহযোগিতায় এই টুর্নামেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্পন্সর প্রতিষ্ঠান ও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইসির মাহমুদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট আহাদ চৌধুরী বাবু, এসিসটেন্ট ট্রেজারার এখলাছুর রহমান পাক্কু, ট্রেনিং ও অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আলাউর রহমান খান, মিডিয়া এণ্ড আইটি সেক্রেটারি ফয়সল মাহমুদ, নির্বাহী সদস্য সারওয়ার হোসাইন, শাহিদুর রহমান সুহেল ও লোকমান হোসেন কাজী।

ইউক্রেনকে ক্ষেপণাস্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট দেবে

ক্ষেপণাস্ত্রে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর তথ্য (ব্লুপ্রিন্ট) প্রকাশের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এমবিডিএকে অনুমতি দেওয়া হবে। এর ফলে ইউক্রেন নিজ দেশে এসব ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে পারবে।

স্ক্যাল্প একটি দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। এটি প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। ২০২২ সালে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মিলে ইউক্রেনকে এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে আসছে। তবে কিয়েভ এখনও নিজ ভূখণ্ডে এসব ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে পারেনি।

সোমবার কিয়েভে ইউক্রেনের আন্তর্জাতিক সমর্থকদের এক বৈঠকের আগে অ্যান্ডি বার্নহ্যাম বলেন, ‘রাশিয়া আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ন্যক্কারজনক হুমকি দিচ্ছে। এরপরও আমরা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষায় সমর্থন অব্যাহত রাখব।’

যুক্তরাজ্যের এই অবস্থান নিয়ে রাশিয়া বলেছে, ইউক্রেনকে স্ক্যাল্প ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ব্রিটেন শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দিচ্ছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ সাংবাদিকদের বলেন, ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির তথ্য দিয়ে ব্রিটেন পরিকল্পিতভাবে আগুনে ঘি ঢালছে। শান্তি প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি ঠেকাতে নানা ষড়যন্ত্র করছে। পেশকভ আরও বলেন, এসব ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম তৈরির স্থাপনাগুলো শনাক্ত করতে প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এসব স্থাপনা ধ্বংসের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হিকমাহ: ইসলামের কৌশলগত প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা

ডাঃ এম. এ. ছালাম

ভূমিকা:
কৌশল বা ঝঃৎধঃবমু বলতে সাধারণভাবে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাওয়াকে বোঝায়। কৌশল নিজে ভালো বা মন্দ নয়। লক্ষ্য, নৈতিকতা এবং ব্যবহারের ওপরই কৌশলের মূল্য নির্ভর করে।
একজন অপরাধীও কৌশলী হতে পারে, আবার একজন সমাজসেবকও কৌশলী হতে পারেন। পার্থক্য হলো কৌশলটি কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন নৈতিক সীমার মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।
ইসলামী পরিভাষায় হিকমাহ (حكمة) শুধু কৌশল নয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা, সঠিক জ্ঞান, পরিস্থিতি বোঝা, উপযুক্ত সময় নির্বাচন, সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং নৈতিকতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
"তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা (হিকমাহ) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে..."
-সূরা আন-নাহল: ১২৫
অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক পদ্ধতির সমন্বয়ই হিকমাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।
১. মানুষ কৌশলগত জ্ঞান কীভাবে অর্জন করে?
মানুষের কৌশলগত সক্ষমতা সাধারণত কয়েকটি উৎসের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

ক. বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি:
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য ফলাফল অনুমান, ঝুঁকি নির্ণয় এবং বিকল্প পথ বিবেচনা করার ক্ষমতা কৌশল তৈরির ভিত্তি।

খ. শিক্ষা ও জ্ঞান:
বই, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্জিত জ্ঞান সিদ্ধান্ত গ্রহণকে শক্তিশালী করে।

গ. অভিজ্ঞতা:
সাফল্য যেমন শিক্ষা দেয়, তেমনি ভুল ও ব্যর্থতাও ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়।

ঘ. পর্যবেক্ষণ:
মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে।

ঙ. নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা:
ইসলামী দৃষ্টিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির পাশাপাশি আল্লাহর নির্দেশনা ও নৈতিক বিবেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দক্ষ কৌশল যদি নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তা অন্যায়ের হাতিয়ারও হতে পারে।
২. দাওয়াতে হিকমাহ: কথা বলারও আছে কৌশল:
সূরা আন-নাহল ১২৫-এর নির্দেশনা দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি তুলে ধরে:
হিকমাহ + উত্তম উপদেশ + সুন্দর পদ্ধতিতে আলোচনা।
এর অর্থ হলো:
▲ কাকে বলা হচ্ছে, তা বুঝতে হবে।
▲ কখন বলা হচ্ছে, তা বিবেচনা করতে হবে।
▲ কীভাবে বলা হচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।
▲ জ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে সৌজন্য থাকতে হবে।
▲ মতভিন্নতা থাকলেও অপমান বা জবরদস্তি করা যাবে না।
মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় আল্লাহ বলেন:
"তোমরা তার সঙ্গে কোমল কথা বলবে; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"
-সূরা ত্বাহা: ৪৪
অর্থাৎ, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রেও ভাষা ও পদ্ধতির গুরুত্ব রয়েছে।
৩. হিজরত: ঈমানের সঙ্গে বাস্তব পরিকল্পনার সমন্বয়:
মহানবী ﷺ-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত কেবল স্থান পরিবর্তন ছিল না। এতে ছিল পরিকল্পনা, গোপনীয়তা, সময় নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ এবং বিকল্প পথের ব্যবহার।

উল্লেখযোগ্য দিক
▲ মক্কার বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি মদিনার পথে না গিয়ে দক্ষিণ দিকে সাওর গুহায় আশ্রয় নেওয়া।
▲ কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করা।
▲ আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.)-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
▲ আসমা (রা.)-এর মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ।
▲ আমির ইবনে ফুহাইরা (রা.)-এর মাধ্যমে চলাচলের চিহ্ন আড়াল করা।
▲ দক্ষ পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতের সাহায্য নেওয়া।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো:
তাওয়াক্কুল মানে পরিকল্পনা বাদ দেওয়া নয়; বরং যথাসাধ্য পরিকল্পনা করে ফলাফল আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা।
৪. মদিনা সনদ: রাজনৈতিক ও সামাজিক হিকমাহ:
মদিনায় বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-এর নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মদিনার চুক্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার ও পারস্পরিক দায়িত্ব নির্ধারণ, নিরাপত্তা ও বিরোধ নিষ্পত্তির কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।
এর মূল শিক্ষা:
সহাবস্থান + পারস্পরিক দায়িত্ব + ন্যায়বিচার + সম্মিলিত নিরাপত্তা = স্থিতিশীল সমাজ।
এখানে ইসলামী নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়: আদর্শের সঙ্গে বাস্তব সমাজব্যবস্থার সমন্বয়।
৫. বদর ও খন্দক: যুদ্ধক্ষেত্রেও কৌশল ও পরামর্শ:

বদরের যুদ্ধ:
বদরের ঘটনায় দেখা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু সাহস নয়, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সামরিক পরামর্শও গুরুত্বপূর্ণ।
হুবাব ইবনে মুনযির (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করে পানির উৎসের কাছে অবস্থান নেওয়ার ঘটনা নেতৃত্বে যোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

খন্দকের যুদ্ধ:
খন্দকের যুদ্ধে সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে মদিনার উন্মুক্ত দিকের প্রতিরক্ষায় পরিখা খনন করা হয়।
এখানে একটি অসাধারণ শিক্ষা:
ভালো কৌশল যেখান থেকেই আসুক, যোগ্য পরামর্শকে গ্রহণ করার মানসিকতা নেতৃত্বের শক্তি।
৬. হুদায়বিয়ার সন্ধি: আপাত ক্ষতি, দীর্ঘমেয়াদি বিজয়:
হিজরি ৬ সনে মহানবী ﷺ প্রায় ১,৪০০ সাহাবিকে নিয়ে ওমরাহর উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হন। কুরাইশ বাধা দিলে যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনা ও শান্তিচুক্তির পথ বেছে নেওয়া হয়।
চুক্তির কিছু শর্ত অনেক সাহাবির কাছে তখন কঠিন ও অসম মনে হয়েছিল। কিন্তু মহানবী ﷺ তাৎক্ষণিক আবেগের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বিবেচনা করেছিলেন।
এর মধ্যেই নিহিত ছিল একটি বড় কৌশলগত শিক্ষা:
সব বিজয় তাৎক্ষণিক বিজয় নয়।
কখনো কখনো সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করাই বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের পথ খুলে দেয়।
হুদায়বিয়ার পর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও ইসলামের দাওয়াতের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে এটি ইসলামের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৭. কুরআনের দাওয়াতি পদ্ধতি: প্রশ্ন, চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ:
কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি মানুষকে চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির দিকে আহ্বান করে।
আল্লাহ বলেন:
"তারা কি উটের দিকে তাকায় না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে, কীভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?"
-সূরা আল-গাশিয়াহ: ১৭-১৮
অর্থাৎ কুরআনের দাওয়াত শুধু তথ্য প্রদান নয়; বরং মানুষের বিবেক ও চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করার আহ্বান।
এখানে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে:
প্রশ্ন করুন → পর্যবেক্ষণ করুন → চিন্তা করুন → প্রমাণ যাচাই করুন → তারপর সিদ্ধান্ত নিন।
৮. কুরআন ও বিজ্ঞান: সতর্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থাপন:
কুরআনে মহাবিশ্ব, পৃথিবী, পানি, মানবসৃষ্টি ও প্রকৃতি নিয়ে বহু আয়াত রয়েছে। এগুলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে আলোচনা করা দাওয়াতের একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি হতে পারে।
যেমন:

মহাবিশ্ব:
সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০-এ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একত্রিত অবস্থা এবং পরে পৃথক করার কথা এসেছে।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ:
সূরা আয-যারিয়াত: ৪৭-এর ভাষাকে অনেকে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে আলোচনা করেন।

পানি ও জীবন:
সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০-এ বলা হয়েছে:
"প্রাণবান সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।"

'দুখান':
সূরা ফুসসিলাত: ১১-এ আকাশের একটি পর্যায়কে দুখান বা ধোঁয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও দাওয়াতি সতর্কতা জরুরি:
কুরআনের আয়াতকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রতিটি আয়াতকে কোনো নির্দিষ্ট আধুনিক তত্ত্বের সরাসরি "বৈজ্ঞানিক প্রমাণ" হিসেবে দাবি করা উচিত নয়।
কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু কুরআনের বক্তব্যকে তার নিজস্ব ভাষা, তাফসির ও প্রেক্ষাপটের আলোকে বুঝতে হয়।
৯. পাহাড় ও পৃথিবী: কুরআনের আয়াতের যথাযথ পাঠ:
কুরআনে পাহাড়কে আওতাদ বা খুঁটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:
"আমি কি পৃথিবীকে বিছানা এবং পাহাড়গুলোকে খুঁটি বানাইনি?"
-সূরা আন-নাবা: ৬-৭
আবার বলা হয়েছে:
"তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে দুলে না যায়।"
-সূরা আন-নাহল: ১৫
আধুনিক ভূবিজ্ঞানে পাহাড়ের গভীর শিকড় বা crustal roots Ges isostasy সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। তবে "পাহাড় পৃথিবীর ভূমিকম্প বন্ধ করে দেয়" এমন সরল বৈজ্ঞানিক দাবি করা ঠিক নয়। বরং কুরআনের বক্তব্যকে তার ভাষাগত ও তাফসিরগত প্রেক্ষাপটে রেখে ভূবিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করাই অধিক গ্রহণযোগ্য।
১০. তাহলে ইসলামী 'হিকমাহ' আসলে কী শেখায়?
উপরের ঘটনাগুলো একত্রে দেখলে ইসলামী কৌশলগত প্রজ্ঞার কয়েকটি মূলনীতি স্পষ্ট হয়:
১. লক্ষ্য পরিষ্কার করুন
কোন উদ্দেশ্যে কাজ করছি?
২. বাস্তবতা বুঝুন
পরিস্থিতি, মানুষ, সময় ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করুন।
৩. জ্ঞানীদের পরামর্শ নিন
নিজে সব জানি এমন ধারণা নেতৃত্বের দুর্বলতা।
৪. বিকল্প পরিকল্পনা রাখুন
একটি পথ ব্যর্থ হলে অন্য পথ কী?
৫. আবেগের পরিবর্তে দূরদর্শিতা
তাৎক্ষণিক লাভের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বিবেচনা করুন।
৬. নৈতিক সীমা অতিক্রম করবেন না
কৌশল কখনো অন্যায়, প্রতারণা বা জুলুমের অজুহাত হতে পারে না।
৭. মানুষের মন বুঝুন
সত্য কথা বললেও উপস্থাপনার ধরন গুরুত্বপূর্ণ।
৮. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন
মানবীয় প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া।

উপসংহার:
ইসলামের ইতিহাস আমাদের শেখায়, ঈমান ও কৌশল পরস্পরের বিরোধী নয়। বরং সঠিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পরিকল্পনা, পরামর্শ, ধৈর্য ও নৈতিকতার সমন্বয়ই হিকমাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।
হিজরত আমাদের শেখায় পরিকল্পনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
বদর শেখায় পরামর্শ ও পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার।
খন্দক শেখায় নতুন ধারণা গ্রহণের মানসিকতা।
মদিনা সনদ শেখায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।
হুদায়বিয়া শেখায় তাৎক্ষণিক আবেগের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি দূরদর্শিতা।
আর কুরআনের দাওয়াত শেখায় জ্ঞান, যুক্তি, পর্যবেক্ষণ, সুন্দর ভাষা ও হিকমাহর মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে।

সবশেষে বলা যায়:
"সঠিক লক্ষ্য + সঠিক জ্ঞান + সঠিক সময় + সঠিক পদ্ধতি + নৈতিকতা + তাওয়াক্কুল = হিকমাহ।"
ইসলামের কৌশলগত প্রজ্ঞার মূল শিক্ষা তাই শুধু কীভাবে জয়ী হতে হয় তা নয়; বরং কীভাবে ন্যায়, প্রজ্ঞা ও মানবিকতার সঙ্গে সঠিক লক্ষ্য অর্জন করতে হয়।

ভাগ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা, নিরাশ না হয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন এই ৫ আয়াতে

পোস্ট ডেস্ক : তকদির বা ভাগ্যের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। ভাগ্যে বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ইসলামে ভাগ্যকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর মধ্যে একটি হলো 'মুবরাম' ও অন্যটি 'মুআল্লাক'। আরবি শব্দ মুবরাম অর্থ চূড়ান্ত বা অপরিবর্তনশীল। আর মুআল্লাক অর্থ 'ঝুলন্ত বা লটকানো'।
হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কেবল সৎ কর্মই আয়ু বৃদ্ধি করে এবং দোয়া ছাড়া অন্য কিছুতেই তকদির রদ হয় না। মানুষের অসৎ কর্মই তাকে রিজিক বঞ্চিত করে। (সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৯০, সুনান আত তিরমিজি, হাদিস : ২১৩৯)
তবে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে অনেকেই নানা ধরনের বিপদ-আপদে পড়ে নিরাশ হয়ে ভাগ্যকে দোষরোপ করে থাকেন। কেউ কেউ বিপদ-আপদকে নিজের 'খারাপ সময়' বলেও আখ্যা দেন।
তবে বিপদ-আপদ বা কষ্টকর সময়কে সরাসরি 'খারাপ সময়' বা সময়কে দোষ দেয়া ইসলামে জায়েজ নেই।
আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসুল (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি- মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান সময় ও কালকে গালমন্দ করে, অথচ আমিই সময়, আমার হাতেই রাত ও দিন (এর বিবর্তন সাধিত হয়)। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৬৬৭) এজন্য খোদ রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময়ে উম্মতদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভাগ্যসহ যেকোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তা কিংবা হতাশা থেকে মুক্তি চেয়ে মহান রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনাও শিখিয়েছেন নবীজি (সা.)।
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা ভয়াবহ বিপদ, হতভাগ্যের অতল গহবর, মন্দ তকদির এবং শত্রুর আনন্দ প্রকাশ থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর'। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১৬৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৬৩০)
এজন্য ভাগ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কিংবা নিরাশ না হয়ে মহান রবের কাছে দোয়ার পাশাপাশি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নিচের আয়াতগুলোর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পারেন। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, মহান রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়াময়। বিভিন্ন সময়ে তিনি বান্দার নানা পরীক্ষা যেমন নিয়ে থাকেন, তেমনি ক্ষমার পাশাপাশি সঠিক পথে চললে সেই পথ সুগম করে দেয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন।
১) 'আর আমি (মহান আল্লাহ তায়ালা) অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদের যখন বিপদ আক্রান্ত করে, তখন বলে- নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৬)
২) 'অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।' (সুরা ইমরান, আয়াত : ১৮৬)
৩) 'আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে (রাসুল সা.) আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয়ই নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬)
৪) 'নিশ্চয়ই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকারের। অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে, আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেবো।' (সুরা আল-লাইল, আয়াত : ৪-৭)
৫) 'আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে, তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে, তা তার ওপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি, তাহলে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের মার্জনা করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন, আর আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৪.০৯.২৬ শুক্রবার	5:03	6:15	01:45	5:35	7:43	09:15
০৫.০৯.২৬ শনিবার	5:05	6:17	01:30	5:34	7:48	09:15
০৬.০৯.২৬ রবিবার	5:06	6:18	01:30	5:32	7:46	09:15
০৭.০৯.২৬ সোমবার	5:08	6:20	01:30	5:30	7:44	09:15
০৮.০৯.২৬ মঙ্গলবার	5:09	6:21	01:30	5:28	7:41	09:15
০৯.০৯.২৬ বুধবার	5:11	6:23	01:30	5:26	7:39	09:15
১০.০৯.২৬ বৃহস্পতিবার	5:12	6:24	01:30	5:25	7:37	09:15

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বাংলাদেশি মিডফিল্ডারকে শুভ কামনা লেস্টারের

পোস্ট ডেস্ক : শেফিল্ড ইউনাইটেডে আগেও খেলেছেন হামজা চৌধুরী। তবে গত মৌসুম ছিল ধারে। এবার আর ধারে নয়, স্থায়ী খেলোয়াড় হিসেবেই খেলবেন বাংলাদেশি মিডফিল্ডার। ২৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডারকে দলে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে চ্যাম্পিয়নশিপের দলটি। হামজাকে নেওয়ার বিষয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সে শেফিল্ড লিখেছে, 'বাংলাদেশের হামজা চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে আবারও 'দ্য ব্লেডস' (শেফিল্ড ইউনাইটেডের ডাক নাম)।

বাংলাদেশি মিডফিল্ডারকে লেস্টার সিটি থেকে অপ্রকাশিত দলবদল ফিতে এক বছরের জন্য চুক্তিতে নেওয়া হয়েছে।

শেফিল্ডে নাম লেখানোয় একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। ২১ বছরের এক অধ্যায়ের। ৭ বছর বয়সে লেস্টার সিটির একাডেমিতে যোগ দিয়েছিলেন হামজা। এরপর ধীরে ধীরে প্রতিভার প্রমাণ দিয়ে খেলেছেন সিনিয়র দলে।

জিতেছেন এফএ কাপ ও চ্যাম্পিয়নশিপ টাইটেল। 'ঘরের ছেলের' বিদায়ে হামজাকে শুভ কামনা জানিয়েছে ২০১৫-১৬ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ জেতা লেস্টার সিটি।

সামাজিক মাধ্যমে লেস্টার সিটি লিখেছে, '৭ বছর বয়সে লেস্টার সিটিতে যোগ দিয়েছিলেন হামজা চৌধুরী। দুই দশকেরও বেশি সময়ের পথচলায় মূল দলের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি এফএ কাপ এবং চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জয়ে সাফল্য রয়েছে তার। লেস্টার সিটিতে তার অসামান্য অবদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লেস্টারের হয়ে ১৬৫ ম্যাচ খেলেছেন হামজা। ৩ গোল করেছেন। পাশাপাশি কয়েক ম্যাচে দলের নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। ২০০৫ সালে একাডেমিতে যোগ দেওয়া হামজার সিনিয়র দলে অভিষেক হয় ক্যারাবাও কাপ দিয়ে। ২০১৭ সালে ঘরের মাঠ কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে লিভারপুলের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ের ম্যাচে বদলি নেমেছিলেন বাংলাদেশি মিডফিল্ডার। ২ মাস পর প্রিমিয়ার লিগে বদলি হয় তার। বদলি নামা ম্যাচে টটেনহামের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় পায় তার দল লেস্টার।

ইনফান্তিনোর পদত্যাগ দাবি প্লাতিনির

পোস্ট ডেস্ক : ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পদত্যাগ দাবি করেছেন ফরাসি ফুটবলের কিংবদন্তি ও উয়েফার সাবেক সভাপতি মিচেল প্লাতিনি। বিশ্ব ফুটবলে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে ইনফান্তিনোর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

বিশ্বকাপসহ বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতার

অংশীদারিত্ব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইনফান্তিনো। উয়েফাসহ একাধিক ফুটবল সংস্থার তীব্র বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসেন তিনি। তবে এর মধ্যেই ৫৬ বছর বয়সি সুইস-ইতালিয়ান প্রশাসককে ঘিরে সমালোচনা আরও জোরালো হয়েছে। সর্বশেষ বিশ্বকাপ চলাকালেও বেশ কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত তার প্রতি সমর্থন কমিয়েছে।

ইনফান্তিনোর সমালোচনা করে ক্যানাল-কে প্লাতিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক বিষয় এক জিনিস, কিন্তু ইনফান্তিনো ব্যর্থ হয়েছেন কারণ তিনি ফুটবলের নিয়মের একজন রক্ষক এবং সেগুলোকে সম্মান করেননি।'

বিশ্বকাপের ম্যাচে হাইড্রেশন ব্রেক এবং ফাইনালে ৩০ মিনিটের হাফটাইম বিরতিরও সমালোচনা করেছেন প্লাতিনি। তার ভাষায়, 'বিজ্ঞাপন বিরতি কোনো নিয়ম নয়, ফাইনালে ৩০ মিনিটের হাফটাইম বিরতিও নিয়মের মধ্যে পড়ে না। আর সেই লাল কার্ড, সেটা ছিল আরও বাজে বিষয়।'

ইনফান্তিনোর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে প্লাতিনি আরও বলেন, 'তিনি রক্ষক (নিয়মের), যেগুলোকে তিনি পাত্তা দেন না, তাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।'

শুধু নিয়ম না মানার অভিযোগই নয়, ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের অভিযোগও তুলেছেন প্লাতিনি। তিনি বলেন, 'ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলো এই সমস্যার সমাধান করে তাকে নিচে নামাতে পারবে না। উয়েফা যদি তার বিদায় চায়, তাহলে সেটা করতে হবে আদালতের মাধ্যমে। আমি সবসময় জানতাম তিনি অর্থ ও ক্ষমতা ভালোবাসতেন।'

২০১৫ সালে দুর্নীতির অভিযোগে ফিফার তৎকালীন সভাপতি সেপ ব্লাটারের কাছ থেকে ২০ লাখ ডলার অবৈধভাবে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন প্লাতিনি। সে সময় তিনি উয়েফা সভাপতি ছিলেন এবং ব্লাটারের উত্তরসূরি হিসেবে ফিফা সভাপতি হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। অভিযোগ ওঠার পর তিনি পদত্যাগ করেন। পরে ২০২৫ সালে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন ফরাসি এই কিংবদন্তি।

প্লাতিনির মতে, তার সরে দাঁড়ানোর সুযোগ কাজে লাগিয়েই ২০১৬ সালে ফিফার সভাপতি নির্বাচিত হন ইনফান্তিনো। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তিনি আমাকে নামাননি, বরং লাভবান হয়েছেন। কিন্তু এখন তাকে নিয়ে সারা বিশ্বে অনেক তদন্ত চলছে। গুঞ্জন রয়েছে কীভাবে তিনি নির্দিষ্ট বিষয়ে এতকিছু জানতেন। দেখা যাক এরপর কী হয়।'

জাতীয় দল থেকে মেসির অবসর

পোস্ট ডেস্ক : জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন আর্জেন্টিনার সুপারস্টার লিওনেল মেসি। সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়ের ঘোষণা দেন এই কিংবদন্তি।

সোমবার নিজের ফেসবুক পেজে অবসরের সিদ্ধান্ত জানান ৩৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসি লেখেন, 'বিশ্বকাপ ফাইন্যালের পর এতদিন সময় যাওয়ার পর, অনেক ভেবেচিন্তে, আমি আপনাদের সকলকে জানাতে চাই যে আমি জাতীয় দল থেকে অবসর নিচ্ছি।'

তিনি আরও লেখেন, 'সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়া আমার আত্মার জন্য তখনো অনেক কষ্টের ছিল, এখনো কষ্ট দিচ্ছে; তবে আমি বুঝতে পারছি যে এটাই উপযুক্ত সময়। আমি কসম কেটে বলছি, আমি সব সময় আমার সর্বোচ্চটা দিয়েছি-শুধু শেষ কয়েক বছর নয় যখন আমরা সব কিছু জিতেছি, বরং শুরু থেকেই এই জার্সির জন্য লড়াই করেছি, যেন ফুটবল দিয়ে আপনাদের আনন্দ দিতে পারি এবং আর্জেন্টিনার নাগরিক হিসেবে গর্বিত করতে পারি।

সময় খুব বেশি বাকি নেই এবং একের পর এক অধ্যায় শেষ হয়ে আসছে, আর এই অধ্যায়টি শেষ হওয়া আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে। জাতীয় দলের হয়ে খেলতে আমি ভালোবেসেছি, ভালোবেসে যাব। আমি আমার সবটুকু নিংড়ে দিয়েছি, আর দেওয়ার মতো কিছু বাকি নেই। তাছাড়া অনেক তরুণ ও অসাধারণ খেলোয়াড় উঠে আসছে, যারা এখানে খেলার সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। গত ২০ বছরের ভালোবাসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

দলের ভেতর থেকে আপনাদের গর্জন শুনতে পাওয়াটা আমি খুব মিস করব। এখন থেকে আমি আপনাদের মতোই একজন হয়ে বাইরে থেকে সব সময় দলকে সমর্থন ও উৎসাহ জুগিয়ে যাব (ভালো সময়ে তো বটেই, খারাপ সময়ে আরো বেশি)।

আমার পরিবারকে সব সময় পাশে থাকার জন্য এবং এই সুন্দর কিন্তু কঠিন যাত্রায় আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার প্রতিটি কোচ, সতীর্থ এবং কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। অগণিত স্মৃতি এবং স্মরণীয় মুহূর্তগুলো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

নিজের শান্তিময় মন এবং গর্ব নিয়ে বিদায় নিচ্ছি যে, সতীর্থদের সঙ্গে মিলে আপনাদের স্বপ্নের মতো কিছু মুহূর্ত উপহার দিতে পেরেছি। আপনাদের সঙ্গে এই সময়টা কাটানো দারুণ এক অনুভূতি ছিল। আমি আপনাদের ভালোবাসি!

আমাকে আর্জেন্টাইন হিসেবে সৃষ্টি করার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। এগিয়ে যাও আর্জেন্টিনা।'

লিওনেল মেসির যত রেকর্ড

ফুটবলকে বিদায় বললেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসি। আজ সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন এই মহাতারকা।

২০০৫ সালের আগস্টে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে অভিষেকের পর থেকে ২১ বছরে অসংখ্য রেকর্ড গড়েছেন মেসি। তার ঝুলিতে রয়েছে ৮টি ব্যালন ডি'অর এবং রেকর্ড সংখ্যক দলীয় ও ব্যক্তিগত অর্জন।

মেসির শিরোপা জয় শুরু ২০২১ সাল থেকে। ২০২১ থেকে ২০২৪-এই চার বছরে মেসি জিতেছেন দুটি কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা ও বিশ্বকাপ। জাতীয় দলের জার্সিতে কিছুই জিততে পারেন না-সমর্থকদের এই অপবাদ মাথায় নিয়ে ২০১৬ কোপা আমেরিকা ফাইনালে হারের পর অভিমানে একবার অবসর ঘোষণা করেছিলেন মেসি। কিন্তু পরে ফিরে এসে ক্যারিয়ারের শেষ অর্ধে সব অপূর্ণতা ঘুচিয়েছেন।

আর্জেন্টিনার হয়ে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল করেছেন মেসি। দেশটির জাতীয় দলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা তো বটেই, আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ও গোল করায় এগিয়ে শুধু পর্তুগালের তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

এক পঞ্জিকা বর্ষে সর্বোচ্চ গোল

২০১২ সালে ক্লাব ও দেশের হয়ে এক বছরে ৯১টি গোল করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন।

ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট

রেকর্ড ৬ বার ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জয়ের অনন্য কীর্তি তার। বিশ্বকাপ ও আন্তর্জাতিক রেকর্ডবিশ্বকাপে সর্বাধিক ম্যাচ

বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড মেসির দখলে।

বিশ্বকাপে সর্বাধিক অ্যাসিস্ট

ফুটবল ইতিহাসে বিশ্বকাপের মূল পর্বে সবচেয়ে বেশি গোলে সহায়তা করার রেকর্ডও তার।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক অ্যাসিস্ট

পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বকালের সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টদাতা তিনি।

কোপা আমেরিকা রেকর্ড

টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড মেসির।

ক্লাব ও লিগ রেকর্ড লা লিগায় সর্বোচ্চ গোল

বার্সেলোনার হয়ে লা লিগায় ৪৭৪টি গোল করে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি।

লা লিগায় এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোল

২০১১-১২ মৌসুমে লা লিগায় একাই ৫০টি গোল করেছিলেন মেসি।

পিচিচি ট্রফি

রেকর্ড ৮ বার লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে পিচিচি ট্রফি জয়।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা :

“কুরআন হোক জীবন দেখার লেন্স”

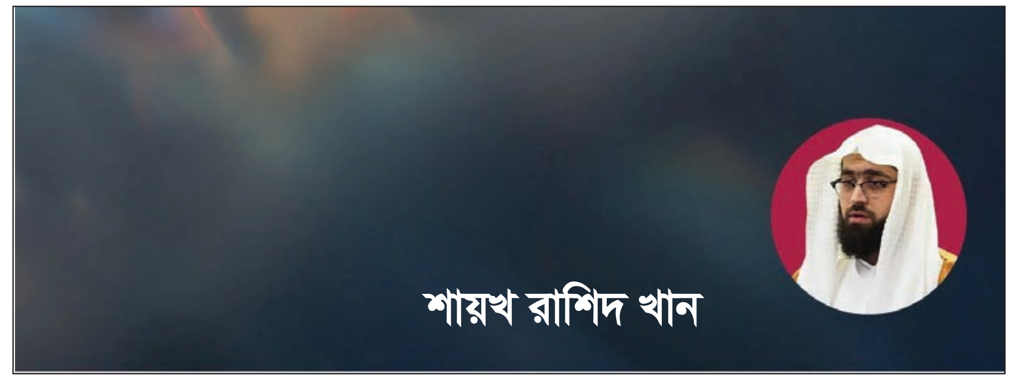

কুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়; বরং একজন মুমিনের জীবন, সাফল্য, আনন্দ-বেদনা, বিশ্রাম ও আখিরাতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। কথাগুলো বলেছেন ইমাম শায়খ রাশিদ খান।

৩১ জুলাই শুক্রবার জুমার খুতবায় "কুরআনের আলোয় জীবনকে দেখার শিক্ষা" শিরোনামে প্রদত্ত খুতবায় তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ছিল অসাধারণ ভারসাম্যের

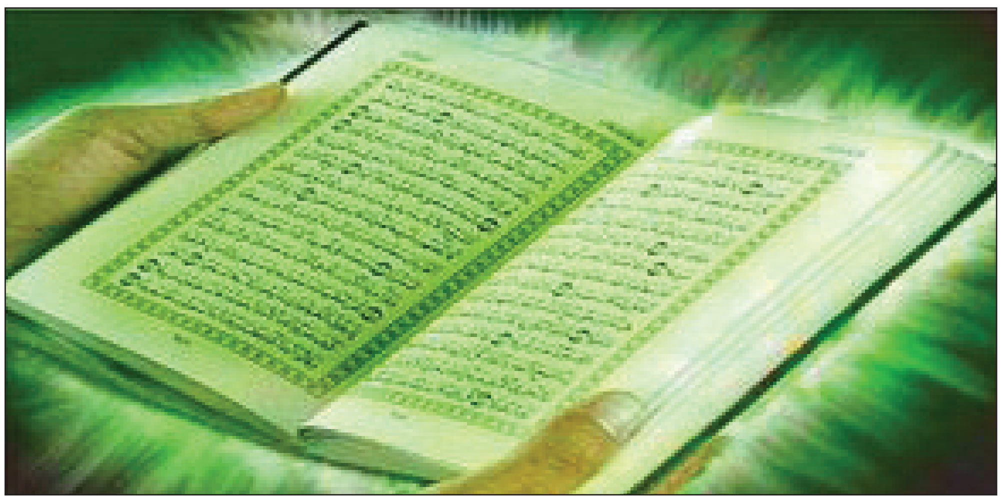

উদাহরণ । তিনি যেমন হাসতেন, শিশুদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন এবং পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতেন, তেমনি আল্লাহ ও আখিরাত সম্পর্কে ছিলেন গভীরভাবে সচেতন।

তিনি বলেন, অনেক সময় রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বকে একপাক্ষিকভাবে উপস্থাপন করা হয় । কেউ তাঁকে সবসময় গম্ভীর হিসেবে দেখেন, আবার কেউ শুধু হাস্যোজ্জ্বল ও রসিক হিসেবে তুলে ধরেন । অথচ তাঁর চরিত্রে ছিল মমতা, হাস্যরস, গভীর চিন্তা ও আল্লাহভীতির অপূর্ব সমন্বয়।

ছোট সাহাবি আবু উমাইরের পোষা পাখি মারা যাওয়ার ঘটনায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দুঃখকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আবার হযরত আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতার ঘটনাও মহানবীর (সাঃ) পারিবারিক জীবনের আনন্দময় দিক তুলে ধরে।

একই সঙ্গে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা যদি তা জানতে যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।” শায়খ রাশিদ বলেন, তাঁর হাসি কখনো উদাসীনতার প্রকাশ ছিল না এবং আখিরাতের ভয়ও তাঁকে কঠোর করে তোলেনি। তাঁর সমস্ত আচরণ পরিচালিত হতো ওহির আলোকে।

হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, “তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।”

খতিব শায়খ রাশিদ বলেন, কুরআন ছিল মহানবী (সাঃ)-এর পৃথিবীকে দেখার ‘লেন্স’। রহমত, সাফল্য, দুঃখ-কষ্ট, জীবন-মৃত্যু-সবকিছুকে তিনি কুরআনের আলোকে বিচার করতেন।

তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষ পরিবার, শিক্ষা, সমাজ ও পরিবেশের প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনকে দেখে। কিন্তু একজন মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের প্রধান মানদণ্ড হওয়া উচিত কুরআন।

এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা আল-আনআমের ১৬২ নম্বর আয়াত উল্লেখ করেন: “নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু-সবই আল্লাহর জন্য।”

তিনি বলেন, ইসলাম জীবনকে ইবাদত ও দুনিয়াবি কাজ-এভাবে আলাদা করে না। একজন মুসলমানের নামাজ যেমন আল্লাহর জন্য, তেমনি তার কর্মজীবন, পরিবার, সম্পর্ক, সিদ্ধান্ত, বিশ্রাম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এক মা তার হারিয়ে যাওয়া শিশুকে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ সেখানে কেবল মাতৃস্নেহ দেখেছিল। কিন্তু রাসুল (সাঃ) সেখানে আল্লাহর রহমতের নিদর্শন দেখেছিলেন। তিনি সাহাবিদের বলেছিলেন, “আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এই মায়ের সন্তানের প্রতি দয়ার চেয়েও অধিক দয়ালু।”

দুনিয়ার সৌন্দর্য ও আকর্ষণ সম্পর্কে শায়খ রাশিদ বলেন, ইসলাম দুনিয়ার নিয়ামত উপভোগ করতে নিষেধ করে না। তবে সাময়িক জীবনকে চূড়ান্ত গন্তব্য মনে করা যাবে না। ফুল যেমন একসময় শুকিয়ে যায়, তেমনি দুনিয়ার সৌন্দর্য ও অর্জনও একদিন শেষ হয়ে যাবে।

সাফল্যের কুরআনিক সংজ্ঞা তুলে ধরে তিনি সূরা আলে ইমরানের আয়াত উল্লেখ করেন: “যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই প্রকৃতপক্ষে সফল।”

তিনি বলেন, অনেকের কাছে সম্পদ, পদমর্যাদা, প্রভাব ও পরিচিতি সাফল্যের মাপকাঠি হতে পারে, কিন্তু একজন মুমিনের চূড়ান্ত সাফল্য হলো আল্লাহর রহমত লাভ এবং জান্নাতে প্রবেশ ।

বিশ্রাম ও অবসর নিয়েও তিনি বলেন ঘুম, পরিবারকে সময় দেওয়া এবং বিরতি নেওয়া আল্লাহর নিয়ামত। তবে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনলাইনে স্ক্রল করাকে প্রকৃত বিশ্রাম মনে করা ঠিক নয়। এতে অনেক সময় মানুষ আরও ক্লান্ত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়ে।

খুতবার শেষদিকে শায়খ রাশিদ খান বলেন, জীবনের সবকিছু একসঙ্গে পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। সন্তানদের সঙ্গে আচরণ, অনলাইন ব্যবহার, অবসর সময় কিংবা নিজের চিন্তাধারা-যেকোনো একটি ক্ষেত্র দিয়ে কুরআনের আলোকে পরিবর্তন শুরু করা যেতে পারে।

তিনি দোয়া করেন, আল্লাহ যেন কুরআনকে আমাদের পৃথিবী দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বানিয়ে দেন, আমাদের অগ্রাধিকার সংশোধন করেন এবং দুনিয়ার নিয়ামত উপভোগ করেও আখিরাতের প্রস্তুতি থেকে যেন আমরা গাফিল না হই।

শায়খ রাশিদ খান : অতিথি খাতীব, ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। জুমার খুতবা ৩১ জুলাই ২০২৬।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Burnham pressed on economy

Post Report : Andy Burnham said his government would be "grounded in fiscal responsibility" as his first Prime Minister's Questions took place against a backdrop of rising UK borrowing costs.

Conservative leader Kemi Badenoch called on Burnham to say where spending would be cut and how he would deal with the UK's increasing debt, after the cost of borrowing for the UK reached a new 18-year high on Wednesday.

He blamed the previous Tory government, saying the "turbulence on global markets are because of that exposure that they left behind".

Burnham took over from Sir Keir Starmer in July before Parliament's summer recess, meaning Wednesday was the first time he had faced Badenoch at PMQs.

Burnham sought to stress his administration's fiscal responsibility and said ministers were taking steps to reduce debt.

He told MPs: "This will be a government grounded in fiscal responsibility. It will stick to the fiscal rules, but at the same time, we will help reduce cost-of-living pressure on our constituents, and that's the approach that we will take."

Interest rates on government bonds have been going up, with the yield on a 10-year bond at its highest level since 2008, while the yield on a 30-year bond is at its highest since 1998.

This means it costs the government more to borrow over the long term and could constrain its spending choices as the 28 October Budget approaches.

Burnham's PMQs debut came after he used the summer recess to tour the UK, announcing a series of eye-catching policies mainly aimed at tackling the cost of living.

On Wednesday, Badenoch said the prime minister had set out plenty of spending plans but no detail of how he would be paying the bill.

"The markets are clearly worried that we now have a spendthrift prime minister who wants to say yes to everyone but cannot tell us where the money is coming from," she said.

"He needs to pay for all his new promises and he has a choice - higher taxes, more borrowing, or spending cuts.

"Yesterday he said change begins with honesty, so will he be honest and tell us: is he preparing to raise taxes again, yes or no?"

Burnham had earlier said he had already cut taxes, including VAT on energy bills and a cut in business rates for hospitality.

"I've already indicated my first moves were to cut tax, but I'm not going to do what any prime minister has done and write the budget here," he said, adding he and Chancellor John Healey had agreed on an earlier date for the Budget to reduce speculation.

In the Commons, Badenoch also raised comments from economist and cross-bench peer Lord Jim O'Neill, who had been tipped to become Burnham's chief economic adviser, but who ruled out joining Burnham's government.

Speaking to the BBC, Lord O'Neill had praised the PM for "a great first five weeks" which he said had helped lift consumer and business confidence; adding the current spike in market interest rates for government debt would force Labour to start "dealing with the triple lock" on the state pension, and "excessive" welfare spending.

Badenoch pointed to a warning from Lord O'Neill that the prime minister's tone during his Tuesday Commons debut would have unsettled investors, although the peer had also said that spike was mostly mirroring US market upheaval concerning the Iran conflict.

Trainee jailed for cyberflashing court client

Law gazette : trainee solicitor who sent unwanted explicit messages and an image to a woman he was representing at court has been jailed.

Mohammed Ahmed, from Birmingham, had added one of his female clients on social media, claiming he had done so accidentally. He then sent the woman explicit messages and the explicit image of himself - known as cyberflashing - before she reported the matter to West Midlands Police.

Ahmed, 28, was charged with sending the unsolicited explicit image to cause alarm, distress or humiliation. He admitted the offence when he appeared last month at Birmingham Magistrates' Court and was jailed for five months and placed on the sexual offender register for five years.

It is unclear whether Ahmed ever qualified and whether he was still working in the profession at the time of his conviction . Following the sentencing, police staff investigator Katie Evers, of West Midlands Police Public Protection Unit, said: 'Ahmed abused his position of trust and sent explicit messages and an image to someone he was supposed to be helping. The woman in this case did exactly the right thing and came forward and reported his crimes. I want to thank her for her bravery in making the report so we could stop him abusing his position of trust to any other women.'

Israel warns it will retaliate if UK imposes sanctions

Post Report : Israel's Foreign Minister Gideon Saar has warned his country will retaliate if the UK imposes sanctions against it over the potential expansion of settlements in the West Bank.

Addressing Parliament for the first time as foreign secretary, Ed Miliband said he would introduce a "comprehensive reset" of policy on Israel "in the coming weeks".

He said the government would examine how to stop UK companies "financing, constructing or advertising new settlements" in the occupied West Bank.

Responding, Gideon Saar told Hebrew-language news website Ynet: "If Britain acts against Israel, Israel will act against Britain."

"If they act, I think they will be making a big mistake," he said.

Last month, Israel opened up tenders for the construction of some 1,200 settlement homes in the so-called E1 area - a strategically important area east of Jerusalem. The plans have drawn widespread international condemnation.

The development would in effect divide the West Bank in two and isolate East Jerusalem.

Miliband said the plans are "illegal under international law" and called them "the crossing of a red line, as it cuts through the heart of the West Bank and risks making a Palestinian state unviable".

UK Prime Minister Andy Burnham also warned that Israel's statement about the E1 area could "imperil or end" the two-state solution in the Middle East.

All settlements are illegal under international law and, under global pressure, Israel held off for decades on plans to build in the area.BBC says

London Bengali Wedding Fair Marks 10th Anniversary with Major Celebration in Canary Wharf

By Staff Reporte:

The London Bengali Wedding Fair is preparing to mark a major milestone as it celebrates its 10th anniversary with a spectacular day of fashion, entertainment and wedding inspiration in Canary Wharf this Sunday.

A press conference for the 10th London Bengali Wedding Fair 2026 was held on Tuesday, 1 September, at the Radisson Blu Hotel, Canary Wharf East, bringing together senior journalists and representatives from leading Bangladeshi mainstream, digital, online and print media in the UK.

Hosted by Suhana Ahmed, CEO, and Ahad Ahmed, Managing Director, the press conference highlighted the programme and attractions planned for this year's landmark event.

Organised by Pearl Advertising, presented by Disha Premium Rice and held in partnership with the Radisson Blu Hotel, Canary Wharf East, the fair will take place on Sunday, 6 September 2026, from 12 noon to 7pm.

Admission is free. The venue is easily accessible from East India DLR station.

Launched in 2016, the London Bengali Wedding Fair has established itself as a popular annual event within the UK Bengali community, bringing together wedding specialists, businesses and customers under one roof.

This year's visitors will be able to explore a wide range of wedding-related products and services, including venues, décor, wedding planners, catering, fashion, jewellery, car hire, photography, makeup and entertainment.

Organisers have also announced special discounts available exclusively on the day, giving visitors the opportunity to access a range of wedding services and products at special rates.

Star-studded fashion and entertainment programme

The fashion show and entertainment programme will be one of the highlights of the day, running from 3pm to 5pm.

The programme will be hosted by BBC Asian Network presenter Nadia Ali, with models Shadia Hussain, Tanzum Chowdhury, Emilia Khandaker, Airin Arzoo, Farhana Smiley, Ayesha Chamadiya, Jordan Shokar and Christa Borja taking part in the fashion show.

The event will showcase collections from leading designers and fashion brands including Bidaai London, Sareez London by Fenty Fashion, Ruposhi London, Seema Sarees and Naika of London.

The entertainment line-up will feature live performances from Mumzy Stranger, Redz Official, Ash Boy and Sonkori.

Adding an international dimension to the programme, popular Bangladeshi comedian Belal Ahmed Murad will travel from Bangladesh to perform for the audience.

The fashion show will be choreographed by China Chowdhury and Mirza Miah.

Strong support from the community

The organisers have thanked the sponsors, partners and supporting organisations whose contributions have helped make the event free for the public.

Supporters include Disha Premium Rice, Radisson Blu Hotel Canary Wharf East, UKay Royal Carriages, Diamond Jewels Hatton Garden, Julie Ali Makeup Artist, S9 Films, Radhuni, Neelas Home, Square, Tree House14, Nikah Studio & Events, Print Art For You, Purple I Technology, Vantage Accident Management, SAAB London, Ba'zaan Catering, KC Solicitors, Prime Estate Agent, Kingdom Solicitors, Hillside Travels, Bluestone Group and Premier Property.

House of Giving is the event's Charity Partner, while Channel S Television is the official Media Partner.

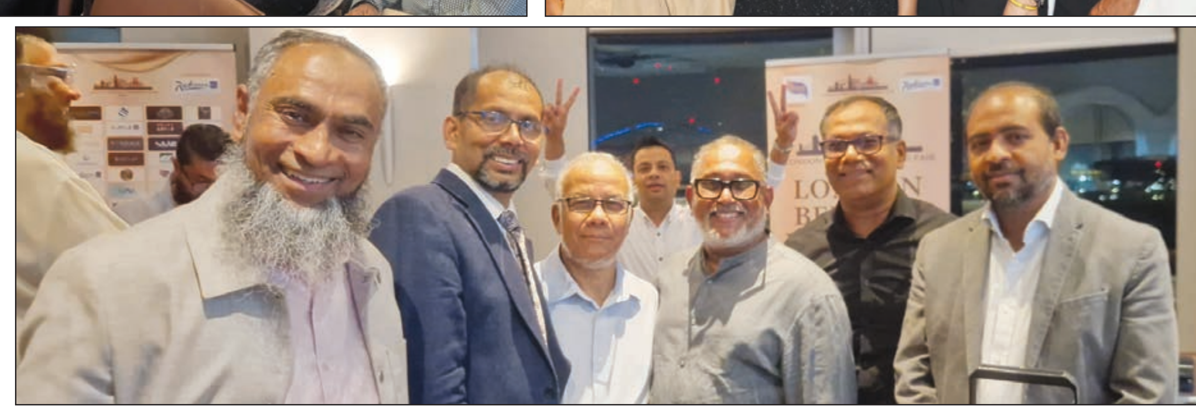

The event is also receiving support from a wide range of Bangladeshi media organisations.

The organisers said the continued support of journalists and media organisations has been instrumental in helping the London Bengali Wedding Fair reach Bengali communities across the UK.

As the fair celebrates a decade since its launch, the organisers are inviting families, couples and members of the wider community to attend what promises to be a vibrant celebration of Bengali wedding fashion, culture, business and entertainment.

London Bengali Wedding Fair 2026
Date: Sunday, 6 September 2026
Time: 12 noon – 7pm
Fashion Show & Entertainment: 3pm – 5pm
Venue: Radisson Blu Hotel, Canary Wharf, London
Nearest station: East India DLR
Admission: Free

Contact:
info@londonbengaliweddingfair.com
Instagram:
@londonbengaliweddingfair

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

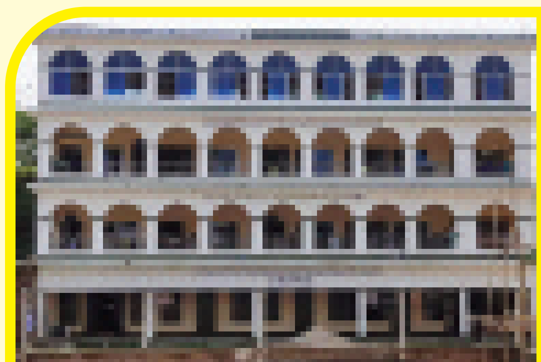
Orphanage

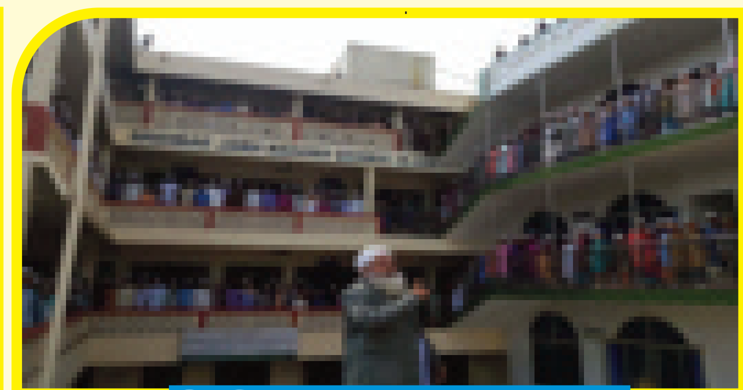
Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ♦ Issue: 1088 ♦ Friday 04 September - Thursday 10 September 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

অর্থনীতির ওপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম বলেছেন, তার সরকার 'আর্থিক দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে' পরিচালিত হবে। দেশটির ঋণ নেওয়ার খরচ বাড়তে থাকার প্রেক্ষাপটে বুধবার পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন তিনি। বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টির নেতা কেমি ব্যাডেনক প্রধানমন্ত্রী বার্নহ্যামের কাছে জানতে চান, সরকারি ব্যয় কমানোর ক্ষেত্রে তিনি কোন কোন পদক্ষেপ নেবেন এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ঋণ কীভাবে মোকাবিলা করবেন। এর আগে বুধবার যুক্তরাজ্যের সরকারি ঋণ নেওয়ার খরচ ১৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। ব্যাডেনকের প্রশ্নের জবাবে বার্নহ্যাম বলেন, তিনি আগের টোরি সরকারের রেখে যাওয়া পরিস্থিতির দায়ও বিবেচনায় রাখছেন। তার ভাষায়, বিশ্ববাজারে সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনে আগের সরকারের রেখে যাওয়া অর্থনৈতিক ঝুঁকির প্রভাব রয়েছে।

স্যার কিয়ার স্টারমারের কাছ থেকে জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ছিল পার্লামেন্টে বার্নহ্যামের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই পার্লামেন্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শুরু হওয়ায় এর আগে কেমি ব্যাডেনকের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়নি তার।

প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বেই বার্নহ্যাম তার সরকারের আর্থিক দায়িত্বশীলতার --১৭ পৃষ্ঠায়

হিন্দুস্তান টাইমসকে সাক্ষাৎকারে যা বললেন শেখ হাসিনা

পোস্ট ডেস্ক : দেশে ফেরা নিয়ে ভারত বা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে গোপন সমঝোতার বিষয় অস্বীকার করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, একটি স্থিতিশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও উন্নত দেশ শুধু বাংলাদেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এমন নয়। একই সঙ্গে তা ভারতের নিরাপত্তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য নয়াদিল্লি সফর ইস্যুর সঙ্গে হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবিকে যুক্ত করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। হিন্দুস্তান টাইমসকে দেয়া টেলিফোন সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, ডিসেম্বরে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত একান্তই তার। অজ্ঞাত স্থান থেকে দেয়া ওই সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রশ্নোত্তর আকারে তুলে ধরা হলো-

প্রশ্ন: আপনি কি (দেশে) ফেরার টাইমফ্রেম চূড়ান্ত করেছেন? আওয়ামী লীগের যেসব নেতা স্বেচ্ছা নির্বাসনে আছেন, আপনি কি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফেরার পরিকল্পনা করছেন? আপনার সংবাদ সম্মেলনে কেন বলেছেন দেশে ফিরলে আপনাকে হত্যা বা গ্রেপ্তার করা হতে পারে?

উত্তর: আমি বলেছি ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরবো। কারণ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে দেয়া যায় না। যথাযথ সময়ে আমি এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তারিখ, সময় এবং কোন পয়েন্ট দিয়ে প্রবেশ --১৭ পৃষ্ঠায়

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো এলবিপিসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬

চ্যাম্পিয়ান বিবিটি সিডাব্লিউ মিডিয়া, রানার আপ অনলাইন ওয়ারিয়র্স

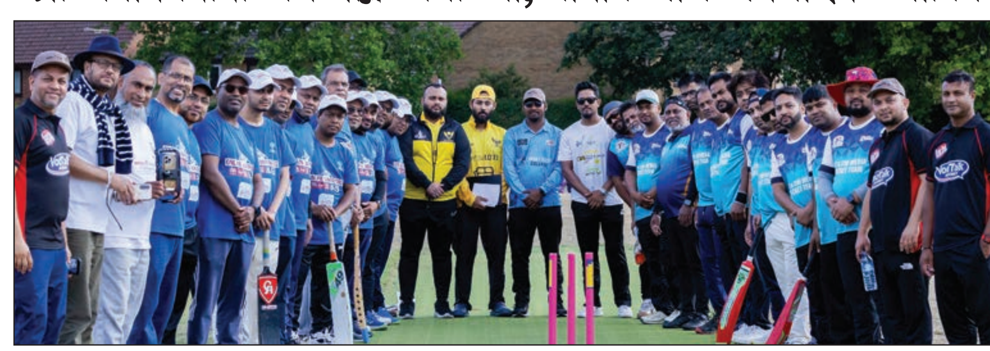

লন্ডন, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬: উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বিবিটি সিডাব্লিউ মিডিয়া, রানার আপ হয়েছে অনলাইন ওয়ারিয়র্স ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে চ্যানেল এস।

রবিবার ৩০ আগস্ট ইলফোর্ডের গুডমেইজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দিনব্যাপী আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে বৃটেনে বসবাসরত বাংলাদেশি সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এতে মাঠে খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য, দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রাণবন্ত লড়াই উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে।

ফাইনালে টসে জিতে ব্যাটিং করে বিবিটি সিডাব্লিউ মিডিয়া ৮ ওভারে ১১৬ রান করে। জবাবে অনলাইন ওয়ারিয়র্স শুরুতে রান তাড়া করতে গিয়ে উইকেট হারালে রান রেইট বাড়তে থাকে। ৮ ওভার শেষে তারা ৭৮ রান সংগ্রহ করে ফলে বিশাল ব্যবধানে সিডাব্লিউ মিডিয়া শিরোপা অর্জন করে। ফাইনালে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জাফর নিয়াজ। টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হয়েছেন এখলাছুর রহমান পাক্কু ও সেরা বোলার নির্বাচিত হয়েছেন আতিকুর রহমান। --১৭ পৃষ্ঠায়

নেপালে আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২০৪

পোস্ট ডেস্ক : ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় নেপালে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ২০৪ জনে দাঁড়িয়েছে। দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এনডিআরআরএমএ) সর্বশেষ তথ্যে এ সংখ্যা জানানো হয়েছে। বুধবার কাঠমান্ডুতে পঞ্চম দিনের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে --১৩ পৃষ্ঠায়

ইউক্রেনকে ক্ষেপণাস্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট দেবে যুক্তরাজ্য

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার কিয়েভে যান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম। এ সময় তিনি ইউক্রেনের প্রতি সামরিক সহায়তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কারখানা ধ্বংসের হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়া। যুক্তরাজ্যের সরকার জানিয়েছে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যৌথভাবে তৈরি 'স্ক্যাল্প' --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk